শ্রীবৃন্দাবন শতকম্।

(প্রথম শতকম্)

শ্রীগৌরভগবদ্ পার্শ্বদ পরমাভিবন্দনীয়

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীতম্।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ভাগবত পরমহংস প্রবর

কলিপাবনাবতার শ্রীমদদ্বৈতবংশাবতংস মহামাননীয়

শ্রীপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী মহোদয়েনারব্ধা—

এবং

তদীয় সুযোগ্যাত্মজেন

শ্রীযুক্ত নিতাই বিনোদ গোস্বামিনা পূর্ণিতা

ভাবার্থ-বোধিনী টীকা সমেতম্।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীপাদস্য কেনাপি অযোগ্যাধমদাসেন বিলিখিতৌ

পদ্যানুবাদাভাসঞ্চ সমন্বিতৌ।

শ্রীবৃন্দাবন কেশীঘাটস্থ

শ্রীকৃষ্ণপদ দাসেন প্রকাশিতম্।

(তৎসকাশে প্রাপ্তব্যঃ)

মেদিনীপুরস্থ নারায়ণবাটী নিবাসি

শ্রীবৃন্দাবনাশ্রয়ি ভক্তবর্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দে ভক্তিরত্নস্য

অর্থানুকূল্যাৎ অসমর্থজনেভ্যঃ বিতরণীয়ম্।

শ্রীবৃন্দাবন - ২৪.১১.১৯ [illegible]

জয় রাধা মদনগোপাল।

উৎসর্গ।

হা প্রভো রাধিকানাথ! গুণের সাগর
শ্রীসীতানাথের কুল-কিরীট—উজোর!
সর্ব্বশুভ নিকেতন ভবদীয় শ্রীচরণ
প্রণমিছে ভূমি লুঠি এ তব কিঙ্কর।

(২)

পরম শুভাভিলাষ করি পরচার
এ দাসানুদাসে করি করুণা সঞ্চার
যথা তব মনোসাধ আভাস ও অনুবাদ
লেখায়ে লিখিতেছিলে টীকাটি যাহার।

(৩)

সাধের সে বৃন্দাবন শতক তোমার।
নিবেদন তোমায়—বরষি অশ্রুধার॥

নিবেদন।

সর্ব্বাবতার শিরোরত্ন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র, সম্প্রদায়ান্তরের যে সকল মহামহিমান্বিত চার্য্যকে শ্রীচরণাশ্রয় প্রদান করেন, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য বিশ্রুতনামা শ্রীমদ্ বল্লভ ভট্ট ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মহাপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিতাচার্য্য যুক্ত কেশবকাশ্মির মহাশয়গণের ন্যায় শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয়ও পূর্ব্ব নাম প্রকাশানন্দ) অসংখ্য শিষ্য-প্রশিষ্যের পরিচালক পরম মাননীয় হাশক্তিসম্পন্ন সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের করুণায় ব্রজরসে প্রবেশ ও নবজীবন লাভ করিয়া ইনি সকল শ্রীগ্রন্থরত্ন প্রণয়ন করেন এই শ্রীবৃন্দাবনশতক তাহার অন্যতম-চিন্তামণি, নশ্রুতিতে জানা যায় সরস্বতী গোস্বামী এইরূপ একশত খানি শ্রীবৃন্দাবনশতক চনা করেন, কিন্তু বর্ত্তমানে দশখানিমাত্র পাওয়া যায়।

ইঁহার সমুদয় গ্রন্থগুলিই সসার-সংক্ষিপ্ত শক্তিপূত,—অমিয়মধুরাক্ষরে বিরচিত বং প্রেমভক্তিতে ও লীলারসামৃতে মাখা; সমস্তই রসশেখর শ্রীভগবানের— ীয় প্রেমধামের ও তদ্ভক্তবৃন্দের—মহিমা, মধুরিমা, স্বরূপ, স্বভাব, প্রভাব এবং রুণ্যাদি সমন্বিত—রাগানুগীয় ভজনপদ্ধতি এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সারসিদ্ধান্তে রিপূর্ণ।

অসাধারণ অধিকারীগণের লোকসুদুর্ল্লভ সিদ্ধভাবাবেশোত্থ-প্রেমাচরণের নুকরণ পরায়ণ সাধারণ সাধকগণের (শাস্ত্র ও সদাচার অতিক্রমরূপ) বিপ্লব হইতে প্রদায়কে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে আচার্য্য-শিরোভূষণ শ্রীল গোপাল ভট্ট াস্বামী মহোদয় স্বকীয় প্রিয়শিষ্য মহাত্মা হরিবংশ গোস্বামীকে এক সময় ত্যাগ রন, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা আছে। অভিজ্ঞ প্রাচীন ষ্ণবগণ বলেন—ভট্টগোস্বামীর এই শাসনে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও তৎসহ শ্রব ছিন্ন করেন, কিন্তু আমাদের বন্দনীয় গ্রন্থকার মহামনা সরস্বতী গোস্বামী সুকঠিন শাসনে সম্মত না হওয়ায় বৈষ্ণবমণ্ডলী অগত্যা তাঁহার সহিতও বিধ ব্যবহার বন্ধ করেন। এই কারণে তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরত্নরাজী কোনও

গৌড়ীয় বৈষ্ণবই প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ, অধ্যয়ন ও পঠনাদি করিতে পারিতেন না। এই কারণেই লীলারসপ্রাণ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় স্বকীয় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে সরস্বতী পাদের কোনও গ্রন্থের একটিও শ্লোক লইতে পারেন নাই।

সুশাসন মর্য্যাদার সে শুভ-যুগ বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত ব্যতীত সরস্বতী গোস্বামীর অন্য কোনও শ্রীগ্রন্থই আজিও সম্প্রদায়-সম্মত টীকা-অনুবাদাদির সহিত মুদ্রিত হয় নাই।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ রাধাবল্লভী গোস্বামীপাদগণ "শ্রীরাধারস সুধানিধি" নামক শ্রীগ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত হরিবংশ গোস্বামী মহাশয়ের বিরচিত বলিয়া প্রকাশ করেন, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী বলেন উহা আমাদের সরস্বতী গোস্বামীর প্রণীত। আমাদের পরমারাধ্য প্রভুপাদ নিত্যলীলাগত শ্রীযুক্তেশ্বর রাধিকানাথ গোস্বামি মহোদয়, রসাস্বাদনী ব্যাখ্যা ও অন্বয়ের সহিত এই সুধানিধি খানি এবং সরস্বতী গোস্বামীর শ্রীবৃন্দাবন-শতকাবলী ও শ্রীসঙ্গীত-মাধব গীতিকাব্য মুদ্রণের নিমিত্ত যারপর নাই আগ্রহান্বিত ছিলেন, এবং স্বকীয় অসাধ্যসাধিনী কৃপাশক্তি প্রকটন পূর্ব্বক এ অযোগ্যাধম নিজ দাসের দ্বারা শ্রীরাধারস সুধানিধির সুবিশদ আস্বাদনী ও এই শ্রীশতকের আভাস ও পদ্যানুবাদ লেখাইয়া স্বয়ং ইহার টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু ১৩টী মাত্র শ্লোকের টীকা রচনার পরেই হঠাৎ সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হইয়া শ্রীব্রজরজে দেহ রক্ষাপূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন!!

অভাবিতরূপে অকস্মাৎ তাঁহাকে হারাইয়া আমরা হতাশ ও আকুল হইয়া বহুদিন নিশ্চেষ্ট ছিলাম। তৎপরে তাঁহারই কৃপাপ্রেরণানুভবে তদীয় প্রিয়তম সুযোগ্য দ্বিতীয়াত্মজ পূজ্যবর শ্রীযুক্ত নিতাই বিনোদ গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা অবশিষ্ট টীকা পূর্ণ করাইয়া লইয়াছি। শ্রীযুক্ত নিতাই প্রভু এখনও বিদ্যার্থী, পরীক্ষার সময় আসন্ন হওয়ায় তিনি পূর্ণাভিনিবেশ পূর্ব্বক টীকা করার সময় ও সুবিধা পান নাই সুতরাং স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ বা অপূর্ণতা থাকার প্রচুর সম্ভাবনা। সহৃদয় সুধী পাঠক মহাশয়গণ কোথাও ভুল ভ্রান্তি পাইলে প্রকাশককে জানাইয়া কৃপা প্রকাশ করিবেন। সম্প্রতি আবার তিনি অধ্যয়নার্থ স্থানান্তরে থাকায় তাঁহার দ্বারা শুদ্ধিপত্র প্রস্তুত করিয়া দিবারও সুবিধা হইল না। আমরাই সাধারণ ভাবে যথা শক্তি কতকগুলি অশুদ্ধির ও ত্রুটির একটি শুদ্ধিপত্র করিয়া দিলাম।

পূর্ব্বাপর শ্লোকগুলির সমন্বয় ও তাৎপর্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা, সিদ্ধান্তের শাস্ত্র-সিদ্ধতা ও সযৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং কুব্যাখ্যার সুবিধা বিদূরণের দিকেই আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল, অতএব আভাসে ও পদ্যানুবাদে ভাষার দোষ ও অন্যান্য ত্রুটী কিছু কিছু অবশ্যই থাকিবে। গত পৌষে বৃন্দাবনে গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ করাইয়া একবৎসর পরে কলিকাতায় পাঠাইয়া পূর্ণ হইল!! কাজেই সমুদয় বিষয়েই তাড়াতাড়ি করিতে হইতেছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত নাথুলাল ব্রজবাসী মহাশয় এই গ্রন্থের টীকার কিয়দংশের ব্যাকরণ ভুল কৃপা পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি।

শ্রীধাম বৃন্দাবন, কেশীঘাট	প্রণত
তারিখ ২৪ পৌষ ১৩১৯	আভাসানুবাদ লেখক—

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬।১২	বাগ্ভিঃ	বাগ্ভৈঃ
„ „	যোগীন্দ্রানা	যোগীন্দ্রাভৈঃ
১৭।২৫	পুনোঽর্থ	পুন্মোর্থ
১৯।৩	স্থলা	স্থলী
„ ১৩	প্রশ্নের	প্রশ্নের
২১।৪	সাক্ষা	সাক্ষী
২২।৫	সমন্বিত	সমন্বিতাং
২২।১৭	সংবর্দ্ধ	সংবর্দ্ধন
২৩।৬	গচ্ছসি	গমিষ্যসি
„ ৭	গচ্ছামি	গমিষ্যামি
২৪।৩	কল্পবল্লা	কল্পবল্লী
„ ।৮	অধ্যাহত	অব্যাহত
২৫।২	পরম	পরমঃ
„ ৪	নিশ্চয়ঃ	নিশ্চয়ং
„ ৫	প্রভাবে	প্রভাবেণ
„ ৬	লঙ্ঘনীয়	লঙ্ঘনীয়ঃ
„ ৭	এতদুত্তরঃ	এতদুত্তরং
„ „	আমরণ	আমরণং
„ ১১	মুর্দ্ধণি	মূর্দ্ধণি
„ ১৪	বিভ্রণেতি	বিভ্রমিতি
„ ১৬	বিবেচং	বিবেচ্যানি
২৬।২,৮	তরুণাং	তরুণাং
„ ৬	করোমি	করিষ্যামি
„ ৮	গীতলীলা	গীতিলীলা
„ ৯	বিচরয়ন্	বিচরন্
„ ১১	জীবনাশিষ্ট	জীবনাবশিষ্ট

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬।১১	যামিনী	যানিষ্যৌ
	যাপয়ামি	যাপয়িষ্যামি
২৭।৫	স্ফূর্ত্তি	স্ফূর্ত্তিং
২৮।৫	ব্যঞ্জিতং	ব্যঞ্জিতঃ
„ ৬	সামর্থ্য	সামর্থ্যং
„ ৭	স্ফূর্ত্তি ভবতি	স্ফূর্ত্তি র্ভবতি
„ ৮	পক্ষী সমূহং	পক্ষি সমূহং
২৯।৩	সমুখ, সর্গজ	সমুখঃ সর্গজঃ
২৯।৪	তাদৃক্, এতদুত্তর	তাদৃশং, এতদুত্তরং
„ ৯	দৃষ্টান্তং, প্রসিদ্ধ,	দৃষ্টান্তঃ প্রসিদ্ধঃ
„ ১০	অচিরে	অচিরেণ
„ ১১	লবশেসমাত্র	লবলেশমাত্রং
৩০।১,৯	মানীনো	মানিনো, মানিনঃ
„ ২	ধারা	ধীরা
„ ৯,১০	বিদাম জানীম	বিদামঃ জানীমঃ
৩১।১১	উজ্জ্বলো	উজ্জ্বলা
৩২।২৩	মহিম্ন	মহিম্নঃ
„ ২৯	মাম্ভবব্যক্ত	মত্তিব্যক্ত
৩৩।৩	রাধানুরাগং	রাধানুরাগঃ
„ ৮	একং	একঃ
„ ১০	রাধা যেষাং প্রিয়	রাধা প্রিয়া যেষা
„ ১১	রসোৎসবং	রসোৎসবঃ
„ „	ঐ (২)	রসোৎসবং তং
„ ২৫	দুর্ঘট	দুর্ঘটং
৩৪।৩	যাং	যং

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪।১৭	ব্যতীত, প্রতিধনি	ব্যতীত, প্রতিধ্বনি
৩৫।৫	আদিষ্টেপি	আদিষ্টোঽপি
„ ৬	ন যাস্তসি	ন যাস্তসি
„ ৯	গুরু নহি বন্ধু নহি	গুরুর্নহি বন্ধুর্নহি
৩৬।২	নাতাভূত	নাত্মভূতঃ
„ ১৪	জাগ্রতে	জাগ্রতি
৩৭।১,১৩,১৪,১৫	গর্দ্ধভী	গর্দ্দভী
৩৭।৫	সেবনাদি	সেবনাদিকং
„ ৬	মহোচ্ছাসেন	মহোচ্ছ্বাসেন
„ ৮	তাষাং	তাসাং
„ ৯	বিদ্যাশোভিঃ	বিদ্যাযশোভিঃ
৩৮।৩	ভগবতি	ভগবতি
„ ৭	যস্ত রজস্ত	যস্তারজসঃ
„ ৯	সম্পদস্ত	সম্পদঃ
৩৯।২,৭	বীথি	বীথী
„ ৯	জনয়তি	জনয়িষ্যতি
„ ১১	নামার্দ্ধে	নামার্দ্ধং
„ ১৩	জনয়তি	প্রাপ্স্যামি
৪০।৪	মুর্চ্ছিত	মুর্চ্ছিতঃ
৪১।২৩	যুনোঃ	যূনোঃ
৪৫।১২	সম্ভব	সম্ভব
৪৭।৯	বিনাশয়ন্তি	বিনাশন্তি
৪৮।৬	অঘ্নণাহঃ	অঘ্নণার্হ
„ ৭	দুরাচার	দুরাচারাঃ
„ ১৩	সহিষ্ণু	সহিষ্ণু
৫০।৫	পরন্ত	পরন্তচেৎ

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫০।৮	তৎ, ত্যাগার্থ	তত্তৎ, ত্যাগার
„ „	পিত্রাদি	পিত্রাদিকং
৫২।১১	বৃন্দাবন	বৃন্দাবনং
„ ২৮	রাইকনু	রাইকানু
৫৪।৯	উর্দ্ধেং ধৃতা	উদ্ধং ধৃতা
৫৫।৬	বিধান,	বিধানং
৫৭।৩, ১৪	প্রলয়	প্রণয়
„ ৬	সমং।	সমং
৫৮।১৮	নবলেশ	লবলেশ
„ ২৯	হেন	যেন
৬৪।১৯	কামমনোহরা	বামমনোহরা
৬৬।৩০	শ্রুত্বা	শ্রুত্বা দৃষ্ট্বাচ
৬৭।৫	রক্ষতীতি	রক্ষিষ্যতীতি
৬৮।১৩	বাহুদেশবা	বাহুদেশে বা—
„ ২৩	বন্ধন	বন্দন
৭১।৯	সংসারমূল	সসারমূল
„ ২৩	দেবমাতার,	দেবমাতা
৭২।২২	উচ্চৈঃ	উচ্চৈ
৭৩।৩	হরীত	হরীতি
„ ৮	প্রদিপদে	প্রতিপদে
„ ২৮	পরিণাত	পরিণতি
„ ৩০	লালনে	লালসে
৭৪।৫	চরত্রং	চরিত্রং
„ ৮	হেত্বা	হিত্বা
৭৫।২৪	জ্যোতিতে	জ্যোতি
„ ২৬	সুবিশেষ	সবিশেষ
৭৬।৮	নিদান	নিদান

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৬ ৭	বর্সাৎ	বশাৎ
„ ২৮	অথেয়াত	অথেয়াতি
„ ২৯	কেছুতে	কিছুতে
৭৭।২২	সমাচারে	সমাচরে
„ ২৫	আমার	মোর
৭৮।৪	নানমত	নানামত
২২	কলিভরে	কলিভবে
৭৯।১৪	শ্রীধাম	শ্রীধামং
„ ২৭	করি	করি,
৮১।৬	ভিক্ষালভঃ	ভিক্ষালাভঃ
৮৪।৮	ঘনা প্রাকৃত	ঘনাপ্রাকৃত
৮৫।১১	বস্তু	বস্তুতঃ
„ ৯	এবং	একং
„ ১৩	ধামস্থ	ধামেষু
„ ১৯	নিকৃষ্ট	নিষ্কর্ষ
„ ২৫	বিপিনে	বিপিনে,
৮৬।১	দৈবাবাক্	দৈবীবাক্
„ ৮	স্বকীয়াঃ বাহত	স্বকীয়া ব্যাহত
৮৭।১৫	প্রিয়ানাম	প্রিয়নাম
„ ২৮	ভূমি	ভূলি
৮৮।৯	অন পেক্ষাভূয়	অনপেক্ষীভূয়
৮৯।৩	মেবোপগীতান্	দেবোপগীতান্
„ ১৮	অব্যর্থ	অব্যর্থফলের
৯০।৩	কোকেল	কোকিল
„ ৫	চর্ম্মক্ষুষি	চর্ম্মচক্ষুষি
„ ৬	বাবোল্লাস	ভাবোল্লাস
„ ৯	চরিতৈঃ	রচিতৈঃ
৯০।২৫	তবরেণুতে	তবুরেণুতে
৯১।২২	সুরসাঙ্গ	সুরসাল
৯২।১১	পুষ্পণ্যেব	পুষ্পাণ্যেব
৯৩।৫	অলক্ষ্য	অলক্ষি
„ ১৩	শ্রীরামকেলি	শ্রীরাসকেলি
„ ২৬	করে	কবে
৯৪।১৪	গাঢ়	গাঢ় হয়
„ ২৪	দিয়া	দিয়া,
৯৪।২৫	এ সকলের	এ সকল
„ ২৭	রহ	রহ
৯৫।১৮	অর্থাৎ	অর্থে
„ ২৬	ঐ শ্লোকে	এই শ্লোকে
৯৬।১৯	শারিকাগণ	শারিকারগণ
„ ২৬	সমাধি	সমাধিছে
„ ২৭	মধুরিমা	মধুরিমা পরমা
৯৭।৬	শ্রীকৃষ্ণ দেবঃ	শ্রীকৃষ্ণঃ এব
„ ৭,১৯	শ্রেষ্ঠঃ	প্রেষ্ঠঃ
„ ১৬	প্রস্তারনাং	প্রস্তারাণাং
„ ২৮	কুসুমচয়	কুসুমচয়ন
„ ৩০	প্রিয়তমা	প্রিয়তম !
৯৮।২৪	পূণ	পূর্ণ
„ ২৯	বহে	রহে
৯৯।২৭	যায় আমি	হায় আমি
„ ২৮	প্রকটিত	সুপ্রকটিত
১০০।৬	সৌভাগ্যবলীং	সৌভাগ্যাবলীং
১০১।১৫	ধৈয্য বন্ধনং	ধৈর্য্যবন্ধনং
১০২।৯	সৌন্দর্য্যন্বিতং	সৌন্দর্য্যান্বিতং

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
০২।২৪	ইত্যক্তেঃ	ইত্যুক্তেঃ
১০৩।৯	অপরিচিত	পরিচিত
„ ১৫	প্রতীত	প্রতীতি
„ ১৬	তাহাকেই	কেহ তাহাকেই
„ ১৮	কৃষ্ণ প্রার্থনার	কৃপা প্রার্থনার
„ ২২	আবস্থান	অবস্থান
১০৪।৬	সব্বস্ব	সর্ব্বস্ব
„ ২৭	হইবে	হইবেরে!
১০৫।১৭	মহা	মহাসৌভাগ্যও
„ ১৮	তাঁহাদের	রাধামাধবের
১০৬।৯	বিরঞ্জরসি	বিরঞ্জয়সি
১০৭।১১	শ্লোকের	শ্লোকে
„ ১২	রাঙ্গয়ার	রঙ্গিয়ার
„ ২৫	ছাড়	ছাড়হ
১১১।১৪	রবাদি	রবাবাদি
১১১।২৬	হইব	হব
১১২।১০	গোপভর্ত্তা	গোপীভর্ত্তা
„ ২৬	ডত্তোলিয়ে রাধার,	উত্তোলিয়ে, রাধার
„ ২৭	প্রিয়ার ভুজমূল,	প্রিয়ার, ভুজমূল—
১১৩।৪	সুখং	মুখং
১১৪।১১	প্রেমার্দ্রিবশৎ	প্রেমার্দ্রিবশাৎ
„ ১৭।১৮	বন্দাবন	বৃন্দাবন

পৃষ্ঠা পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৪।২২	পর্ণ	পূর্ণ
„ ২৫	বঁধু সতবিহরিতা	বঁধুসহবিহরিতা,
„ „	আহারসে	আমার সে
১১৫।৬	ধার্য্যতয়োঃ	স্বপ্রেষ্ঠয়োঃ
১১৭।২৩	দৈব	দেব
১১৮।১১	কানয়তে	কাময়তে
১১৯।২৯	নতাশরে	নতশিরে
১২০।১৩	কৃতনাত	কৃতনতিঃ
„ ৩০	প্রণাত	প্রণতি
১২১।৩	বাসৈষনা	বাসৈষণা
„ ২৫	থিরচর	থিরচর
„ ২৫	হথেও	ইথেও
১২২।১৭	মাহমায়	মহিমায়
„ ২০	অচৈন্যবৎ	অচৈতন্যবৎ
১২৩।১৪	পখ্যা	পক্ষ্যা
„ ১৯	সর্ব্বদা	সর্ব্বথা
১২৩।২৮	হা আমার	তুমি হে আমার
১২৩।২৮	সর্ব্বোত্তম	মহা
২৯	অদ্ভুত	অদভুত
১২৪।২১	বৈবন্ধি	বৈদগ্ধি
১২৬।৪	স্ফুরত্যাদ্য	স্ফুরত্যাদ
১২৬।১০	সদা	মম মুখে
„ ২৪	হউক	হউন

—•:•—

নমঃ শ্রীভগবতে চৈতন্যচন্দ্রায়।

শ্রীবৃন্দাবনশতকম্।

নমস্তস্মৈ কস্মৈচিদপি পুরুষায়াদ্ভুত মহা
মহিম্নে বিভ্রাজৎ কণকরুচি ধাম্নে স্বকৃপয়া।
অসঙ্কোচে নৈবাশ্বপচ মখিলেভ্যঃ স্বয়মহো
দদৌযঃ সদ্ ভক্তিং বিমলতর নানা রসময়ীম্ ॥১॥

টীকা—ধন্যপ্রিয়াবলি মনো নয়নাভিরামং, চৈতন্যরূপমমলেন্দু বিনিন্দিবক্ত্রম্।
রাধায়ুতং রসনিমগ্নমহো বিচিত্রং, গোপেন্দ্র নন্দন মহং সততং নমামি॥

*** * * * * * * * * * * * * * * * * ***

ইহখলু সকল বিদ্বদ্‌বন্দিত-পদারবিন্দঃ নিরবধি ব্রহ্মাত্মৈক্য সুখানুভূতি-বিস্মৃত-দ্বৈত প্রপঞ্চঃ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যঃ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নাম যতিবরঃ শ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কৃপাধিগতঃ শ্রীবৃন্দাবনানন্তমহিমসিন্ধুর্বৃন্দাবনশতক নাম গ্রন্থমারভমানঃ প্রত্যূহব্যূহ বিঘাতায় নিজগুরুং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবং নমতি, যথা—যঃ শ্বপচ মভিব্যাপ্য অখিলেভ্যো (সর্ব্বেভ্যো মনুষ্যেভ্যঃ) বিমলতর, নানারসময়ীং সদ্ভক্তিং (অহেতুকি ভক্তিং) স্বয়ং দদৌ, তস্মৈ কস্মিচিৎ বিভ্রাজৎ কণকরুচি ধাম্নে (তপ্তহেমকান্তি বিগ্রহায়) নমঃ। অত্র অসাধারণ বিশেষণেন, বিশেষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুঃ প্রস্তুতঃ॥ ১॥

আভাস ও ভাবানুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের শ্রীচরণস্মৃতি ও তৎ করুণা-ব্যতিত বৃন্দাবনরসের স্পর্শও লাভ হয়না। তাহাতেই—তল্লাভ ও বিঘ্নবিনাশার্থআদৌ অভীষ্ট দেব শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর বন্দনায় মঙ্গলাচরণ করিতেছেন যথা—

মহান্ মহিমাময় নবহেমধাম, যেমহাপুরুষ—স্বকৃপায় অবিরাম।
নিরুপাধি সুবিমল, নানারসেটলমল—ভকতি সম্পদ, অসঙ্কোচে আচণ্ডালে,
নিখিল জগতভরি আপনি প্রদানকারী, অবিরত নমিতার শ্রীচরণ তলে।
(নাম গুণ লীলা আদি সমুদয় অনবধি, সমুহ—বর্ণাতীত—মধুরিম সার
কোন্ নাম তাঁর কেলি, হায়কোন্ নামবলি? নাম রূপ-গুণ-নিধি ঠাকুর আমার।

যস্মিন্ন প্রাবিশেন্মনোপি মহতাং কাতত্রবার্ত্তা পুনঃ
শাস্ত্রানাং জ্ঞপিতঞ্চযদ্ ভগবতা ভঙ্গ্যৈব ভক্তোদ্ধবে।
তদ্ বৃন্দাবন মুন্মদেন রসিক দ্বন্দ্বেন কেনাপ্যহো
নিত্যক্রীড়তয়া গৃহীত মিহকে বিদ্যুর্ন গৌরাশ্রয়াঃ॥২॥

টীকা—যত্র শ্রীবৃন্দাবন মহিমনি, মহতাং (জ্ঞান যোগাদি সাধনলব্ধ সূক্ষ্ম-দৃষ্টীনাং) মনোঽপি ন প্রবিশেৎ; তত্র শাস্ত্রানাং পুনঃ কাবার্ত্তা? (শাস্ত্রোদ্দিষ্টে-সূক্ষ্মতমে ব্রহ্মরূপবস্তুনি যাবৎ মহতাং মনঃ কথমপি কথঞ্চিৎ প্রবেষ্টুং সমর্থং ভবতি, নতু বৃন্দাবন মহিমনি,—(তস্মাদপি পরম দুর্লক্ষ্যত্বাৎ—ইতিভাবঃ)

যচ্চ শ্রীবৃন্দাবনং ভগবতাবাসুদেবেন (অন্যস্মৈঅনাখ্যে) ভঙ্গ্যা (ইঙ্গিত সাহা-য্যেন,—সম্যক্‌তয়া তেনাপি কথয়িতু মশক্যত্বাৎ) ভক্তোদ্ধবে (স্বপ্রাণসম উদ্ধ বাখ্যেভক্তে) জ্ঞপিতং (বোধিতং); তদ্ ইহ বৃন্দাবনং কেনাপি (অনির্ব্বচনীয় মহিমবতা) উন্মদেন (উদ্‌ভ্রান্তেন) রসিক দ্বন্দ্বেন (স্মর কেলি-রসিক যুব যুগলেন-শ্রীরাধামাধবেন) নিত্যক্রীড়তয়া গৃহীত মিতি (তত্নি গূঢ় তত্ব মপি) কে গৌরাশ্রয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত চরণাশ্রিতাঃ) ন বিদুঃ? অপিতু সর্ব্ব এব জানিয়ুঃ ইত্যর্থঃ। অনেন শ্রীবৃন্দাবন মহিমা জ্ঞানার্থায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত করুণামাত্র পরমোপায়' ইতি প্রদর্শিতং॥ ২ ॥

আভাসাদি—শ্রীবৃন্দাবনের পরমানন্দরসতত্ব ও দুর্জ্জ্বেয় মহিমাদি শাস্ত্রলোকা-তীতবস্তু, তথাপি কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ভক্তগণের হৃদয়ে স্বতঃই সমুদিত হন, যথা—

বৃন্দাবিপিনের বারতাসাগরে মহা মহতেরোমন—
পশেনা; তাহার গূঢ় সমাচার কি:বলিবে শাস্ত্রগণ?
হায়রে! যাহার অপার মহিমা-প্রেম-বিমোহিত হরি,
ভকত উদ্ধবে আকুল হইয়ে বলেন ভঙ্গীমা করি।
রসে উনমদ রসিক মিথুন নিজ রহে, রস লীলা-
সাধিবার তরে পরম আদরে যাহাকে গ্রহণ কৈলা।
গৌর পদাশ্রয় বিনে নাহি হয় তার অনুভব কভু,
এ মহাগেয়ানে সবে অধিকারী গৌরা যাহাদের প্রভু।

শুণৈঃ সর্ব্বৈ হীনোঽপ্যহমখিল জীবাধমতমোঽ
প্যশেষৈ দোষৈঃ স্বৈরপিচ বলিত দুর্ম্মতিরপি।
প্রসাদাদ্ যস্যাবিদং মহোঽহ রাধাং ব্রজপতেঃ—
কুমারং শ্রীবৃন্দাবনমপি সগৌরো মমগতিঃ ॥৩॥

টীকা—পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ফল প্রদং,—স্বানুভূত-গৌরাঙ্গ-কৃপাবিলাসং বর্ণয়ন্ তদাশ্রয়ং প্রার্থয়তি—যথা—অহোঽ। সর্ব্বৈগুণৈ হীনোঽপি অখিল জীবাধমতমোঽপি (অখিল জীবেভ্যো খ শূকরাদিভ্যো অতিনিকৃষ্ট-তমোঽপি স্বৈ রশেষৈর্দোষৈঃ বলিত যুক্তোঽপি, দুর্ম্মিতি রপি (অসূয়া মাৎসর্য্যহিংসাদিভিদুষ্টামতির্যস্য স দুর্ম্মতিঃ তথাবিধোঽপি) যস্য প্রসাদাৎ—শ্রীরাধাং—শ্রীব্রজপতেঃ কুমারং—শ্রীবৃন্দাবনমপি অবিদং—(মাদৃশজীবাধমস্যাপি মুনীন্দ্রদৌর্লভ্য লাভোজাতঃ ইতিভাবঃ) স গৌরং (স প্রসিদ্ধ নির্ম্মর্য্যাদ-করুণাবর্ধকঃ শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্রঃ) মমগতিঃ আশ্রয়ঃ শরণ্য-মিতি যাবৎ ॥ ৩ ॥

আভাসাদি—যাহার নির্ব্বিচার করুণায় আমারমত জীবাধমের হৃদয়েও শ্রীশ্রীরাধাব্রজেন্দ্র নন্দন ও তাঁহাদের প্রেম ধাম শ্রীবৃন্দাবন বিষয়ক সাধারণ জ্ঞান, প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এ সমস্তের সবিশেষস্ফূর্ত্তি ও পূর্ণানুভবও তাহারই কৃপাসাপেক্ষ অতএব সেই অসীম-করুণাবর্ধক শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রই আমার এক মাত্র গতি। যথা—

যাবতীয় জীবাধম সর্ব্বগুণ হীনতম, অশেষদোষের মহাখনি,
অতিশয় দুরমতি স্বদোষে দোষীর প্রতি, পরসাদ বিতরিলা যিনি।
যারমহাকরুণায়, জানিনু এ অভাগায় "সে মধুর রসের মুরতি-
রাধাব্রজেন্দ্র নন্দন", "প্রেমধাম বৃন্দাবন" সেই গোরাচাঁদমোরপতি।
(বৃন্দাবন সু মহিমা, প্রেমরসনিরুপমা, যুগলের মধুর বিলাস—
পাইব মনের সাধে, আস্বাদিব নিরবাধে, গোরাপহু! পূর মোর আশ (ঞ)

(ঞ) বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলি মূলের অনুবাদ নহে, প্রসঙ্গত-সঙ্গত প্রার্থনা রূপে ইহা আমরা যোজনা করিয়াদিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনকেলিরঙ্গসহজং সৌন্দর্য্য শোভাবয়ো।
বৈদগ্ধ্যাদি চমৎকৃতেঃ পরতরং বিশ্রান্তি ধামাদ্ভূতং।
তন্মে মোহন দিব্যনাগরবরদ্বন্দ্বং মিথোজীবনং
গৌরশ্যামল মুজ্জ্বলোন্মদ রসাবিষ্টং হৃদিস্ফূর্জ্জতু ॥৪॥

টীকা—উন্মদোজ্জ্বল রসাবিষ্টয়োঃ রাধামাধবয়োশ্চেতসিস্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়তি যথা—বৃন্দাবনে কেলিরঙ্গঃসহজ (স্বাভাবিকঃ) যস্মিন্, তৎপ্রসিদ্ধং পরতরং (সর্ব্বোত্তমং) মোহনদিব্যনাগরদ্বন্দ্বং মে হৃদি স্ফূর্জ্জতু :(স্ফুরতু); কিম্ভূতং? মিথোজীবনং (একস্যজীবনংঅন্য – ইত্যর্থঃ) :পুনঃ কিম্ভূতং? গৌরশ্যামলং—একাগৌরীঃ অন্য-শ্যামলশ্চ) পুনঃ কিম্ভূতং? উজ্জ্বলোন্মদ—রসাবিষ্টং—(অপ্রাকৃত স্মরক্রীড়োন্মত্ত মিত্যর্থঃ) তথা—সৌন্দর্য্য শোভা বয়ঃ—বৈদগ্ধ্যাদিভির্যাচমৎকৃতি তস্য বিশ্রান্তিধামং (বিশ্রামালয়ং) অতএব অদ্ভুতং, (শোভা–কান্তি; সৌন্দর্য্য—"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশযথোচিতং সুশ্লিষ্ট সন্ধিবন্ধঃ--স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্য মিতীর্য্যতে"। বয়ঃ—"বয়শ্চতুর্ব্বিধং তত্র কথিতং মধুরে রসে। বয়ঃসন্ধিস্তথানব্যং ব্যক্তং পূর্ণ মিতি ক্রমাৎ" (যৌবন সন্ধি, নবযৌবন, ব্যক্তযৌবনঃ, পূর্ণযৌবনঃ ইতিচতুর্দ্ধা বিভক্তং ॥ ৪ ॥

আভাসাদি—শ্রীবৃন্দাবনে উজ্জ্বলরসের লীলোন্মাদে নিত্যআবিষ্ট শ্রীরাধা-মাধবের রূপ, গুণ ও লীলা সততচিত্তে স্ফূর্ত্তিরচেষ্টাই সকল সাধ্য সাধনের সার (•) শ্লোকে তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন যথা—

সাহজিক কেলিরসাবেশে, উনমদ সু মধুর রসে।
দোঁহদেহে দোঁহার পরাণ, সদাবৃন্দাবনে বিস্তমান ॥
কিশোর কোমলতনু শোভা, মধুরিমা জগমনোলোভা।
চমৎকার চাতুরী আদির, পরতর আধারমন্দির।
শ্যামল গউর রূপধারী, যে সুদিব্য নাগর নাগরী।
সদারহু আমার হৃদয়ে, লীলারসে স্ফুরিত হইয়ে।

(•) যথা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়-মনের স্মরণ প্রাণ, মধুর মধুরধাম, যুগল বিলাস-স্মৃতিসার, সাধ্যসাধন এই, ইহা পর আরনেই, এইতত্ত্ব সর্ব্ববিধি সার।

ইহ ভ্রামং ভ্রামং জগতিনহি গন্ধোঽপি কলিতো
যদীয়স্তত্রৈবাখিল নিগম দুর্লক্ষ্য সরণৌ।
অপারে শ্রীবৃন্দাবনমহিমপীযূষ জলধৌ
মহাশ্চর্য্যোন্মীলন্মধুরিমনি চিত্তং লগতুমে ॥৫॥

টীকা—পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত 'শ্রীবৃন্দাবন কেলিরস সহজং * * গৌরশ্যামল দ্বন্দ্ব মিত্যাদি পদেন শ্রীরাধামাধবয়োর্ম্মধুর-নিত্যলীলাসম্পাদনাদিকং-শ্রীবৃন্দাবনস্য মহামহিমত্ব স্মরণাৎ,—তত্র স্বচিত্তংলগয়িতুং প্রার্থয়তি যথা—

ইহ জগতি ভ্রামং ভ্রামং—যদীয়ঃ গন্ধোঽপি ন কলিতঃ (ন দৃষ্টঃ) শ্রীনারদ গোপকুমারাদি ভক্ত জনেনেতিশেষং ; তত্রৈব অপারে বৃন্দাবন মহিম পীযূষজলধৌ মে চিত্তং লগতুর্লগ্নং ভবতু। (⁂) কিম্ভূতে ? অখিল নিগমানাং (সমগ্রবেদানাং) দুর্লক্ষ্যে (দুঃখেনলক্ষয়িতুং শক্যে) সরণৌ (মার্গভূতে ইত্যর্থঃ) পুনঃ কিম্ভূতে ? মহাশ্চর্য্যঃ উন্মীলন্মধুরিমা যস্মিন্ তস্মিন্--মহাশ্চার্য্যোন্মীলন্মধুরিমনি ॥ ৫ ॥

আভাসাদি—"বৃন্দাবনে যাহাদের সদা সাহজিক কেলিরস" ইত্যাদি-পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বাক্যের দ্বারা--শ্রীশ্রীরাধামাধবের সুমধুর নিত্য-লীলা সমাধানাদি--বৃন্দাবনের মহামহিত্ব প্রাণে জাগরিত হওয়ায়--"অহো। পরমতম শ্রেয়ো লাভের এমন সুমহান্ পন্থাটিও বেদের দুর্লভ্য ! আর শ্রীনারদ ও গোপকুমারাদির ভ্রমণ ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে, এমন মহামৃত সমুদ্রের গন্ধ পর্য্যন্ত--বহির্জ্জগতে কোথাও নাই। ইত্যাদি আক্ষেপ প্রকাশান্তর তাহাতে নিজ চিত্তের নিত্যসংলগ্নতা প্রার্থনা করিতেছেন যথা—

বিচরণ করি, ইহজগতরি, গন্ধও না মিলে যার,
বৃন্দাবিপিনের সে মহামহিমা--অমৃতের পারাবার।
উছলিত নিতি, মহাঅদভূত মাধুরি-লহরী যাতে-
নিখিলনিগমে সুদূর লক্ষিত রসের সে সরণীতে।
অভাগিয়ামোর, সতত চপল-চিত, অচঞ্চল হয়ে
হে পহু ! লাগিয়ারহু দিবানিশি সমুদয় বিসরিয়ে।

(⁂)অবশ্যই পরমবন্দনীয় গ্রন্থকর্ত্তা সমগ্রইহজগৎ কখনও ভ্রমণ করেন নাই সুতরাং "ইহ জগতে কোথাও এ মহিমারগন্ধনাই"ইহা বৃহৎভাগবতামৃতাদি শাস্ত্রোক্ত শ্রীগোপকুমারেরও শ্রীনারদাদির ভ্রমণ বৃত্তান্তের নির্ভরে বলিয়াছেন।

জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যমানন্দ সিন্ধো—
রনুপমমিবসারং সারদা কোট্য কথ্যৈঃ।
খগ মৃগ তরুবল্লী কুঞ্জবাপি তড়াগ
স্থল গিরি হৃদিনীনা মদ্ভূতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ ॥৬॥

টীকা—বৃন্দাবন মহিম্নাং সর্ব্বোত্তমতাং নিশ্চিন্বানঃ পরমানন্দ পরবশঃ প্রণমতি। যথা—(ক্ষীরাব্ধেরমৃতমিব) আনন্দ-সিন্ধোরনুপমসারং বৃন্দাবনং—জয়তি—জয়তি, (পরমাদরেবীপ্সা) অত্র জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্তঃ, সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপত্তিরেব জয়তেরর্থং। নমস্কারস্তু স্বাপকর্ষ বোধকং ব্যাপার বিশেষং।

কিম্ভূতং বৃন্দাবনং? খগমৃগাদিনাং—(পক্ষীপশ্বাদিনাং) সৌভগাদ্যেরুপলক্ষিতং কিম্ভূতৈঃ? সারদাকোটি অকথ্যৈঃ (বাগ্দেবতাকোটি বক্তু মশক্যৈঃ অতএবাদ্ভুতৈঃ। অত্র ইব শব্দ উৎপ্রেক্ষাবাচকঃ ॥ ৬ ॥

আভাসাদি—বৃন্দাবনীয় মহিমামধুরিমার সুনিশ্চিত সর্ব্বোৎকর্ষে হৃদয়াধিকার করায় আনন্দ গদগদকণ্ঠে বারংবার জয়োচ্চারণ দ্বারা, তদ্ গুণ গানের অদম্য বাসনা চরিতার্থ করিতেছেন যথা—

জয়রে জয়রে জয়! বৃন্দাবনধাম, আনন্দ সিন্ধুর সার পরমানুপাম।
ভূমি বারি গিরিপশুপাখী লতাতরু, অপরূপ কুঞ্জ বাপি সরিতে সুচারু।
সমুদয়অদভূত সৌভগে ভূষিত, গুণ গানকোটি সারদার সাধ্যাতীত (*)
(নিবেদন বন্দনে কিঞ্চিৎ গুণ গান, তথাপি করিতে মোর আকুলপরাণ।
প্রণমি শ্রীবৃন্দাবন জয়শ্রী ভূষিত, উৎকর্ষের পরমাবধিতে বিরাজিত)

(*) বৃন্দাবনের শোভাসম্পদ্ গুণমহিমাদি—সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় অসীম, সুতরাং তাহার সম্যক্ বর্ণন কোটি কোটি সরস্বতীরও সাধ্যাতীত জানিয়াও তদর্থে আমার প্রাণের আকুলতার কারণ এই যে—নিবেদন ও বন্দন উপলক্ষে কিঞ্চিৎ গুণ গান নাকরিয়া আমি থাকিতে পারিতেছিনা অথচ এক সঙ্গে এত কথা মনে আসিতেছে, যে কোনওটিই আনন্দাধিক্য হেতুক বলিতে পারিতেছিনা। ইহাই আমাদের গ্রন্থকর্ত্তার মনোভাব; শেষেরপয়ারদুটি জয়শব্দেরব্যাখ্যা।

বৃন্দারণ্যে চর চরণ! দৃক্! পশ্য বৃন্দাবনশ্রী
জিহ্বে! বৃন্দাবন গুণ গনান্ কীর্ত্তয় শ্রোত্রগৃহ্যান্।
বৃন্দাটব্যাং ভজপরিমল ঘ্রাণ! গাত্র! ত্বমস্মিন
বৃন্দারণ্যে লুঠ পুলকিতং কৃষ্ণ কেলিস্থলীষু॥ ৭॥

টীকা—মহিমোন্মত্তঃ শ্রীবৃন্দাবনৈকতানার্থং স্বেন্দ্রিয়বর্গানাদিশতি, হেচরণ! ত্বং বৃন্দাবনেচর। হেদৃক্! (হেনয়নদ্বয়!) ত্বং বৃন্দাবন শোভাপশ্য। হে জিহ্বে! ত্বং বৃন্দাবন গুণ গনান্ কীর্ত্তয়; কিম্ভূতাং? শ্রোত্র-গৃহ্যান্ শ্রবণেন্দ্রিয় পেয়ান্ ইত্যর্থঃ। (অত্রাপি হে শ্রোত্র! ত্বং তদাকর্ণয় ইতি ব্যাখ্যেয়ং, অন্যথা ক্রমভঙ্গ দোষপ্রসঙ্গ স্যাৎ) হেঘ্রাণ! (হে নাশিকে!) ত্বং বৃন্দাটব্যা পরিমলং ভজ। হে গাত্র! ত্বং বৃন্দারণ্যে কৃষ্ণ কেলিস্থলিষু (✣) উৎপুলকিতং যথাস্যাৎ তথা লুঠ॥৭॥

আভাসানুবাদ—বৃন্দাবনেরমহিমা ও মধুরিমায় উন্মত্ত হইয়া—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে, লুব্ধ আপন ইন্দ্রিয়বর্গকে বৃন্দাবন নিসেবন দ্বারা তত্তদ্বিষয়ক পরানন্দাস্বাদনের আদেশ করিতেছেন যথা—

সদাবিচরণ করবে চরণ! বৃন্দাবনভূমেভূমে
আখি! নিরীক্ষণ করঅনুক্ষণ, সুষমা সুমনোরমে।
গাওরে রসনা, পুরায়ে বাসনা, বৃন্দাবন গুণ রাজি
শ্রবণ যুগল! পিব অবিরল-সে সুধা, সকল ত্যজি।
তুচ্ছ সৌরভাশা ত্যজিভজ নাশা! বৃন্দাবন পরিমল
জুড়ায় জীবন, দেহ প্রাণ মন যাহে হয় সুশীতল।
ওরে কলেবর! লুঠ নিরন্তর এই কৃষ্ণ কেলি স্থলে
পরমরতন, প্রেম মহাধন, যথা অবহেলেমিলে।

(✣) "বৃন্দাবনস্থকেলিস্থানসকলে গড়াগড়ি দেও" ইহাই এখান কার তাৎপর্য্য। রাধা কৃষ্ণের লীলাস্থলী না বলিয়া কেবল কৃষ্ণলীলাস্থলী বলিয়াছেন, এইজন্য—যে হেতুক--শ্রীরাসস্থলী, সহকারাটবী প্রভৃতি স্থানে শ্রীরাধার প্রধান্যেবহু কান্তারসহিত লীলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে কেবল শ্রীরাধার সহিত লীলা বিলাসের স্থান সমূহও কৃষ্ণকেলিস্থলী শব্দের বাচ্য।

মহোজ্জ্বল রসোন্মদ প্রণয়সিন্ধু নিঃস্যন্দিনী
মহামধুর রাধিকারমণ খেলনানন্দিনী।
রসেনসমধিষ্ঠিতা ভুবনবন্দ্যয়া বৃন্দয়া
চকাস্তু হৃদিমে হরেঃ পরমধামবৃন্দাটবী ॥৮॥

টীকা—অতুাৎ সৌক্যেন স্বহৃদয়ে—স্বরূপেন বৃন্দাবনস্ফূর্ত্তি মাসাস্তে যথা—হরেঃ (সর্ব্ব দুঃখ হরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য, মনোপ্রাণাদি হরস্যবা) পরমধাম বৃন্দাটবী মে হৃদি চকাস্তু। কিম্ভূতা ? মহোজ্জ্বল রসোন্মদ প্রণয় সিন্ধু নিঃস্যন্দিনী (উন্মদ শৃঙ্গার রসস্য মহা-প্রেম-সমুদ্র স্রাবিনী) ; পুনঃ কিম্ভূতা ? মহামধুর রাধিকারমণ খেলনানন্দিনী (রাধিকারমণস্য শ্রীরাধয়াসহ শ্রীকৃষ্ণস্যঃ যা মহামধুরাখেলা ইত্যর্থঃ তেষু আনন্দপ্রদা, যদ্বা তেন (তৎ সাধনেন) তয়োসদানন্দপ্রদা, সিদ্ধসাধকাভেদে সর্ব্ব ভক্তস্যণা। পুনঃ কিম্ভূতা ? ভুবন বন্দ্যয়াবৃন্দয়া রসেন (আনন্দেন) সমধিষ্ঠিতা (অধ্যাসিতা) ; শ্রীপদ্মপুরাণাদৌ বৃন্দায়াঃ দেবর্ষি-নারদস্যাপ্যোপদেষ্ট্রীত্ব স্মরণাৎ অপিচ শ্রীভগল্লীলাসহায়িনীত্ব স্ফুরণাৎ ভুবনবন্দ্যয়াবৃন্দয়েতি প্রয়োগঃ ॥ ৮ ॥

আভাসও অনুবাদ—অহো কি মহাদ্ভুত! সাধারণ আরণ্য প্রদেশ হইতে প্রসৃত নদ্যাদির ন্যায় বৃন্দাটবী হইতে "প্রেমের সমুদ্র"-নিঃস্যন্দিত হইতেছে!! আবার মূর্ত্তানন্দ-মিথুনের আনন্দক্রীড়াতেও শ্রীধাম বৃন্দাবন আনন্দাধিক্য প্রদায়ক!! তদুপরি লীলানন্দের পূর্ণ সমাধান জন্য তদর্পিত প্রাণা নারদোপদেষ্ট্রী শ্রীবৃন্দাদেবীর দ্বারা পরমানুরাগে অধ্যাসিত, এহেন শ্রীবৃন্দাবনেরস্বরূপ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইলে—কি না হইতে পারে ? ইত্যাদি আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যথা—

মহোজ্জ্বল উনমদ, প্রেমরস পারাবার, সরিতের রীতে নিঃস্যন্দিনী
মহাস্মর কেলিরসে, সদারাধারমণের, ক্রীড়ানন্দামোদ বিধায়িনী। (*)
"মনোপ্রাণ হারী, দুরভগ-দুঃখ-শোকহর"—হরির পরম প্রেমধাম,
পরমানুরাগভরে, অধিষ্ঠিতনিতি যাহা, ভুবন বন্দিতা বৃন্দা সেবিকানুপাম।
করুণাকলিতমহা-মহিমা-নিলয়সেই,—বৃন্দাটবীশুভদ মধুর-
নিরুগুণ মহিমায়, অবিচার করুণায় হৃদয়কন্দরে সন্দীপিত হন মোর।

(*) রাধারমণের ক্রীড়ায় আমোদ প্রদান কারিণী কিম্বা রাধারমণের ক্রীড়া দ্বারা অর্থাৎ ক্রীড়া সম্পাদনের দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ বিধায়িনী, অথবা সিদ্ধ সাধক ভক্ত সকলের আনন্দিনী।

জন্মনি জন্মনি বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকেন্দ্র বন্দ্যায়াং
অপি তৃণ গুল্মক ভাবে ভবতু মমাশা সমুল্লাসং ॥৯॥

টীকা—অবিচ্ছিন্ন-বৃন্দাবন-বাস লালসা-পরবশঃ প্রার্থয়তে। যথা---মমজন্মনি জন্মনি দেবেন্দ্রবন্দনীয়ায়াং (তদ্‌ভূরিভাগ্যজন্মমিহকিমপ্যটব্যাং---যৎগোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকমিতি ব্রহ্মস্তুতৌ) বৃন্দাবন ভুমৌ (ভৌমবৃন্দাবনে) * তৃণ গুল্মকভাবে (ক্ষুদ্র তৃণ গুল্ম জন্মনি আশায়াং সমুল্লাস ভবতু। বৃন্দাবনে তৃণ গুল্মাদিজন্মনঃ পরমদৌর্ল্লভ্যাৎ তত্রৈবাশাপ্রার্থিতা ॥৯॥

আভাসও অনুবাদ—বৃন্দাবনে অবিচ্ছিন্ন চিরবাস, তৃণ গুল্মাদি হইতে পারিলে যেমন নিরাপদ এবং সুনিশ্চিত, অন্য কোনও উপায়েই সেরূপ আশঙ্কা-শূন্য হইতে পারেনা, বিশেষতঃ তদ্দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভের পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণেরও তৎ ভক্তগণের সাক্ষাৎ-পদধূলী নিরন্তর লভনীয়, তাহাতেই বিঘ্ন বিড়ম্বনাদির দ্বারা অবাধিত পরমনিরাপদ লতা গুল্মত্বলাভকরিয়া---যতবার প্রারব্ধকর্ম্মফলে---জন্ম লাভের কথা ততবার--শ্রীবৃন্দাবনে জন্মাকাঙ্ক্ষা করিয়া কহিতেছেন যথা—

দেবেন্দ্র বন্দিতবৃন্দাবনে—
জনমে জনমে মুক্তি, যেন তৃণ গুল্ম হই (সুরলোকসুখাদিচাহিনে)
এ আশায়আনন্দিত, হউক আমারচিত, শয়নে স্বপনে জাগরণে,
এ আশার সমুল্লাস, হৃদয়েকরুকবাস, সুখে দুখে জীবনে মরণে।
(তৃণাদি হইলে আর, আনদেশে যাইবার, দুরদশা জীবনে হবেনা,
গোপিকারপদরেণু, পরশেঅধমতনু, পূতহয়ে পূরিবে বাসনা।
বৃথাকথাবলিবনা, বৃথালাপ করিবনা মনে'দুঃখদিবনা কাহারে,
কামাদির অধীনতা, ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রালুতা, ছুইতেও নারিবে আমারে)

(*) বৃন্দাবনের অপ্রকটপ্রকাশে অর্থাৎ গোলোক-বৃন্দাবনে রাধামাধবের জন্ম, বাল্য ও পৌগণ্ডলীলা এবং পারকীয় রস নাই, সেই জন্য ভৌম-বৃন্দাবন গ্রন্থকর্ত্তার প্রার্থনীয়।

হরিপদপঙ্কজ সম্বাহন রস মনুভূয় পূর্ণোঽপি
যত্রোদ্ধব আশাস্তে তৃণতাং তন্নৌমি রাধিকাবিপিনং ॥১০ ॥

টীকা—বৃন্দাবনেতরে ধাম্নি—সাক্ষাৎভগবৎসেবানন্দাদপি অত্র তৃণ গুল্মতা সুখ-সৌভাগ্যপ্রদা, ইতি স্বনিরূপণ স্যোদাহরণ ব্যপদেশেন বৃন্দাবনগুণ ব্যঞ্জয়ন্ প্রণমতি যথা—হরিঃ ভক্তদুঃখাদিহরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্যপদপঙ্কজসম্বাহনরসং (সাক্ষাৎ পদসেবানন্দং) অনুভূয় (আস্বাদ্য) পূর্ণকামোঽপি উদ্ধবঃ (তদাখ্যভক্তবর্য্যঃ—"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ নচ শঙ্কর্ষণো নশ্রী র্নৈবাত্মাচ যথা ভবান্" (ক্ষঃ) ইত্যাদি ভগবদ্ বাক্যে যন্মহিমা সুবিদিতং—সোঽপি) যত্র (বৃন্দাবনে) তৃণতাং আশাস্তে (প্রার্থয়তি) (যথা শ্রীমদ্ ভাগবতে—"আসামহোচরণ রেণুজুষামহংস্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম লতৌষধিনাং"—ইত্যাদিবাক্যেন পরিব্যক্ত মস্তি) তদ্রাধিকাবিপিনং নৌমি; অহমিতি শেষঃ ॥১০॥

আভাস ও অনুবাদ—দ্বারকা মথুরাদি ধামে ভক্ত দেহে সাক্ষাৎ হরিপাদ-পদ্ম সেবনেরসুখাপেক্ষাও বৃন্দাবনেগুল্মলতাজন্মসার্থক, ভক্তবর্য্য শ্রীযুক্ত উদ্ধব মহাশয়ের অনুভব-লব্ধ উক্তি, এ বিষয়ের অখণ্ডনীয় প্রমাণ। যথা—

পূরে হরি পাদপদ্ম সেবিনিরন্তর, পূর্ণমনোরথ যে উদ্ধব ভক্তবর।
তিনিও যখন সে আনন্দ পরিহরি, বৃন্দাবনে তৃণ জন্ম লাভের ভিকারি।
অতএব নত শিরে কাতর বচনে, প্রণমি সতত সেই রাধার কাননে।
(নিরূপাধি নিরমল তুলনা রহিত, সাহজিক প্রেম-রসে সদাউল্লসিত
গোপগোপী তৃণ তরুলতা পশুপাখী, সবেকৃষ্ণগতপ্রাণ কৃষ্ণসুখেসুখী।
কৃষ্ণ লাগি সবার নিখিল চেষ্টাহেরি, বিমোহিত-উদ্ধবেরবাণী মনোহারি,
ভাগবতে সেইবাণী অমিয়-আখরে, বিলিখিত 'আসামহো' শ্লোকেরভিতরে।

(ক্ষঃ) এটি শ্রীমদ্ ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ, ১৪শ, অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক। ইহার অ হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, শিব, শঙ্কর্ষণ, এমনকি অর্দ্ধাঙ্গিনীলক্ষ্মী বা নিজদেহও তোমারন্যা আমার প্রিয় নহে।

রাধাবল্লভপাদপল্লবজুষাংসদ্ধর্ম্মনীতা-য়ুষাং
নিত্যং সেবিতবৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি রজসাং বৈরাগ্যসীমাস্পৃশাং।
হন্তৈকান্ত রস প্রবিষ্টমনসামপ্যস্তি যদ্ দূরত-
স্তদ্রাধাকরুণাবলোকমচিরাদ্ বিন্দন্ত বৃন্দাবনে ॥১১॥

টীকা—মহানন্দেন বৃন্দাবনস্য পরমোৎকর্ষপরসৌন্দর্য্য-বৈশিষ্টাদীন্ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শয়তি। যথা—রাধাবল্লভস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) পাদপল্লব সেবিনাং—(তচ্ছায়ৈকা-শ্রয়িনাং অর্চ্চকানাং); সদ্ধর্ম্মেন (বৈষ্ণব ধর্ম্মেন) নীতানি (যাপিতানি) আয়ুংষি যে তেষাঞ্চ; নিত্যং (প্রত্যহং) সেবিত বৈষ্ণবপদ ধূলিনাঞ্চ, বৈরাগ্য সীমানং স্পৃশতীতিবৈরাগ্য সীমাস্পৃক্- তেষাঞ্চ; (হন্ত বিস্ময়ে) একান্ত ভক্তানাং—("ঐকান্তিনে যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যেবৈভগবৎ প্রপন্না" ইতি গজেন্দ্রোক্তলক্ষণানাং—); রসে (পরমানন্দ বিশেষে) প্রবিষ্টানি মনাংসি যেষাং তেষামপি, যৎ দূরতোঽস্তি তৎরাধাকরুণাবলোকং (কৃপাদৃষ্টিং) অচিরাৎ বৃন্দাবনেবিন্দন্তি (লভন্তে); অন্যত্র স্থিতানাং মহতামপি অতি দুর্লভ ইত্যর্থঃ।

আভাসও অনুবাদ—শ্রীরাধার করুণাদৃষ্টিই নিখিল শ্রেয়ো লাভেরসার। অন্যত্রকৃষ্ণার্চ্চন, বৈষ্ণব সেবাদি মহোত্তম ধর্ম্মযাজনেও উহা সহজে লাভ হয়না, কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালেই বৃন্দাবনে বৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপাবলোকন লাভহয়, এই মহাসত্য-টির সহিত মহানন্দোনর পরমৌদার্য্যও মহিমাকীর্ত্তন করিতেছেন যথা—

আনদেশে রাধেশের পদার্চ্চন, সু-ধরমাচারে (*) জীবনযাপন-
বৈষ্ণবেরপদ-রজো নিসেবন—এ সবেও যাহাসুলভনয়।
অসীমবিরাগ একান্তানুরাগ—আশুদিতে নারে যে পরমভাগ
সে রাধাকরুণাবলোকনলাভ—বৃন্দাবন ভূমে অচিরে হয়॥

(*) এই অর্চ্চনও ধর্ম্মাচরণ, বিধি-বোধিতবৈষ্ণব পদ্ধতি অনুসারি,—ব্রজানুগানহে, আরশ্রীভগবদ্গীতোক্তকুলধর্ম্মাতিতস্বধর্ম্ম—অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মাচরণই সুধরমাচার।

রাধানন্দকিশোরৌ নিরবধিরসসাগরে নিমগ্নৌ—
নিজকেলিধাম বৃন্দাবিপিন মুদ্বীক্ষ্যেব সৌখ্যমাপয়তঃ ১২

টীকা—আনন্দোল্লাসেন সদানন্দমূর্ত্তি-স্বেশ্বরাধিশ্বরীসম্বন্ধে—শ্রীবৃন্দাবনস্য সুখদত্বং কথয়তি। যথা—নিরবধি রস সাগরে মগ্নৌ (প্রেম-পয়োনিধৌ লীলানন্দে নিমগ্নৌ) রাধানন্দকিশোরৌ নিজকেলিধামং বৃন্দাবনং উদ্বীক্ষ্যেব (দূরাৎদর্শয়িত্বা এব) সৌখ্যং (সুখসমূহং) আপয়তঃ (লভেতে) অতএব ভাগ্যবন্তঃ ভক্তাঃ বৃন্দাবন-দর্শনে পরমানন্দাম্বধিং লভন্তে ইত্যর্থঃ; অহো! এতাদৃক্ মহানন্দ-নিঃস্যন্দি সুখধাম কুত্রাস্তি? ইতি তাৎপর্য্যঃ ॥১৩॥

আভাসও পদ্যানুবাদ—কি চমৎকার! দূর হইতে বৃন্দাবনের শোভাদি সন্দর্শন করিয়াই নিত্যরসমগ্ন আনন্দবিগ্রহ নন্দকুলচন্দ্র ও বৃষভানু সুকুমারীর আনন্দা-ম্বুধি উচ্ছলিত হইয়া উঠে! আহা! এমন মাহানন্দপ্রদ-সুখধাম অন্য কোথাও হইতেই পারেনা। তাহাতেই ভাগ্যবান্ ভক্তবৃন্দ এই আনন্দ ধামের আশ্রয়লাভই, মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য এবং সংসারযন্ত্রনা নিবারণের পরমোপায় জানিয়া বৃন্দাবনবাসে কৃতার্থহন। তাহাই পরমানন্দে বলিতেছেন যথা—

সকলরসের সারে সুমধুর—মধুর রসের সাগরেনিতি—
বিহরিত রাধানন্দকিশোর-নিরমলপ্রেমমধুতে মাতি।

নিজ কেলিধাম বৃন্দাবিপিনের-দূর দরশেই সুখের রাশি-
উপজেদোহার দেন সন্তরণ-অপরূপ-রস সাগরেভাসি।

(ধামের এমন মহাসুমহিমা কোথাও কখনশুনেছভাই।
সে মহাপশুর বিফলজীবন হেনধামে যার পীরিতি নাই।।

(✱) উদ্বীক্ষণ—উকিদিয়া দূর হইতে দেখা। অতএব বৃন্দাবনে অন্তঃপ্রবিষ্টতার অনন্তসুখবেকি দিব্যাদ্ভুত মহাবস্তু, সে কেবল ভাগ্যবান্‌ভক্তের অনুভববেদ্য।

হস্তলিখিত আদর্শগ্রন্থেরপাঠ-সৌখ্যমাপন্নত। ভুলবিবেচিত হওয়ায় সে পাঠ মূলে গৃহীত হইলনা। কোনও পুস্তকেরপাঠ—সৌখ্যমাপ্লুতঃ।

উদ্দামপ্রমোদোজ্জ্বলৈক রসসম্ভক্ত্যাবিধূতাবৃতে
ব্যক্তং কস্যচিদেব চিত্ত মুকুরে তত্তদিগাভোগবৎ।
যস্মিন্ দিব্য বিচিত্র কেলি মিথুনং তৎশ্যামগৌরংবিধু
জ্যোৎস্নাবৎ পরিচারয়েত্তদিহকিং বিন্দেঽথবৃন্দাবনং?॥ ১৩॥

টীকা—শ্রীরাধাকৃষ্ণস্ফোরকস্বভাবত্বাৎ শ্রীবৃন্দাবনস্থদৌর্লভ্যংস্ফূর্ত্ত্যা দৈন্যেন বর্ণয়তি। যথা—(অবাধপরমানন্দপ্রদঃ) একঃ অদ্বিতীয়োজ্জ্বল-রসস্যভক্ত্যা-বিধূতং (দূরীকৃতং) আবৃতং (মালিন্যাবরণ মিত্যর্থঃ) যস্য; তথাভূতে কস্যচিৎ (মহাসৌভাগ্য-বতঃ পরমভাগবতস্য) চিত্তমুকুরে এব কেবলং—তত্তদ্দিগাভোগবৎ (সুপ্রসিদ্ধং-পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিশাং সমাপ্তিজ্ঞানবৎ) ব্যক্তং (প্রকাশিতং) তৎ শ্যামগৌরং দিব্যবিচিত্র কেলি-মিথুনং (দিব্যবিচিত্রকেলিপরং নারীপুরুষং রাধাশ্যামসুন্দরং ইত্যর্থঃ) যস্মিন্ (আত্মনি) যদ্বৃন্দাবনং, বিধু-জ্যোস্নাবৎ (চন্দ্রিকেব) পরিচারয়েৎ (প্রকাশয়তিইত্যর্থঃ) ইহ (এতজ্জন্মনি) কিং তদ্বৃন্দাবনং বিন্দে? (লভেয়ম্?) যথা দিগ্‌বলয়ানাং অসমাপ্তিজ্ঞানেঽপি নয়নে তত্তৎ সীমানুভূতি প্রতীতমস্তি, তদ্বৎ রাধামাধবয়োঃ লীলাদে রনন্তত্বেপি সসীমায়মানবৎ প্রকটতীতিদিগাভোগবৎ শব্দস্যতাৎপর্য্যঃ।

আভাস ও পদ্যানুবাদ—উচ্ছলিতমহানন্দোচ্ছাসেবৃন্দাবনের গুণ-মহি-মাদি গানকরিতে করিতে তৎদুর্ল্লভতা স্ফূর্ত্তি হওয়ায় সদৈন্যে প্রার্থনা করিতেছেন যথা—

সুদিব্য বিচিত্র কেলি, আচরিয়া কুতুহলী, বৃন্দাবনে যেমিথুনশ্যামলগউর
সেতুইজনেরেহায়। চাঁদের জোছনাপ্রায়, সেবি প্রকাশেনবৃন্দাবন-রসপূর।
যায় হৃদি-দরপণ, বিদূরিত আবরণ (মলিনতাবিহিন—উজ্জ্বল মহারসে)
তারি দরশনেহায়। দিকের সীমার প্রায়, যে দোহার অপাররূপাদিপ্রকাশে (*)
সেই মহাসুমহিমা, মাধুরী আদির সীমা, পরানন্দময়-মহালীলানিকেতন
এজনমে কিআমায় কৃপাকরিবেনহায়। লভিবকি আমি সেসুখের বৃন্দাবন?

(*) আমরা যেমনপূর্ব্বপশ্চিমাদি দিক্ সকলকে দেখিয়াও তাহার আভোগ অর্থাৎ সীমাঅনুভবকরিতে পারিনা, তেমনি রূপ-গুণ-লীলার অসীমত্বের সহিত [বৃ]ন্দাবনের কেলি-মিথুন, নির্ম্মলহৃদয় ভক্তজনের হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিতহন।

বিশুদ্ধাদ্বৈতৈক প্রণয়-রস-পীযূষজলধৌ
ঘনীভূতদ্বীপে সমুদয়তি বৃন্দাবন মহো !
মিথঃপ্রেমোদ্‌ঘূর্ণ প্ররসিকমিথুনাক্রীড় মনিশং
তদেবাধ্যা সীনঃ প্রবিশতিপদেকাপি মধুরে ॥১৪॥

টীকা—সদাসর্ব্বত্র দেশকালপাত্রসমবায়ে আশায়াস্তু সাফল্যং ভবতি, কিন্তু বৃন্দাবনরূপ দেশস্ত গুণাতিশয়াৎ সর্ব্বে সর্ব্বোত্তমাভীষ্টং লভন্তে। অত্র কালপাত্রা পেক্ষা নাস্তি। যথা-বিশুদ্ধঃ (স্বসুখাদের্গন্ধ বর্জ্জিতঃ নিরুপাধিঃ) অদ্বৈতঃ-(কুত্রাপি যস্য তুল্যবস্তুনাস্তি) একঃ (সর্ব্বোত্তমঃ) এবম্ভূতস্য প্রণয়রসপীযূষ-জলধের্ঘনীভূতদ্বীপে। (প্রেমামৃত সমুদ্রস্য রসঘনান্তঃ প্রদেশে ইতিভাবঃ) বৃন্দাবনং (দেহভৃদ্বৃন্দানাং অবনম্বাৎ বৃন্দাবনাখ্যং মহাধামং) সমুদয়তি (চন্দ্রসূর্য্যবৎ স্বকান্ত্যাদিগন্তমুদ্ভাসয়ন্ প্রকাশতীত্যর্থঃ) কিম্ভূতং ? অনিশং (নিরন্তরং) মিথোপ্রেমোদ্‌ঘূর্ণং রসিক মিথুনেন আক্রীড়ং (নিত্য-কেল্যন্বিতং) তৎ (তস্মাৎ) বৃন্দাবনে অধ্যাসীনঃ (চিরবাসীর্জনাঃ) কুত্র মধুরেপদে প্রবিশতি। শ্রীরাধাদাস্যং লভন্তে ইত্যর্থঃ ॥১৪॥

আভাসও পদ্যানুবাদ—সার্ব্বত্রিক প্রথানুসারে বৃন্দাবনে দেশকাল পাত্রের সমবায় অনাবশ্যক। কেবলমাত্রদেশের পরমগুণাধিক্যেই এখানে যাবতীয় সর্ব্বোত্তমাভীষ্ট লাভহয়, যে হেতুক যে স্থানের জল, স্থল, বৃক্ষলতা জীবাদি সমস্তই প্রেমসুধারসে নির্ম্মিত, তথায় :প্রবেশলাভের সৌভাগ্যসংঘটিত হইলেই—অন্তরে বাহিরে প্রেমরসের সঞ্চার সুনিশ্চিত, তাহাই কহিতেছেন যথা—

সর্ব্বোত্তম নিরমল প্রণয় সুধার—মহা প্রণয়সুধার—
অদভূত পারাবারে, রসঘনদ্বীপ সারে, বৃন্দাবনধাম সমুদিত চমৎকার।

রসিকমিথুনসেই, কেলি-পিপাসিত—নিতি কেলি পিপাসিত—
দোহারপিরিতেদোহে রসেবিঘূর্ণিত তাহে, দিবানিশি বিবিধবিহারেবিলসিত

তাইচিরদিন নিবসিলে বৃন্দাবনে—নিবসিলেবৃন্দাবনে—
সেরস পরশঅঙ্গে, আপনি লাগয়ে রঙ্গে, পরম মধুর পদে প্রবেশ আপনে।

নাহং বেদ্মি কথং নু মাধব পদাম্ভোজ দ্বয়ীং ধ্যায়তি
কা বা শ্রীশুকনারদাদ্যকলিতে মার্গেঽস্তি মে যোগ্যতা।
তস্মাদ্ ভদ্রমভদ্রমেব যদি নামাস্তাং মমৈকং পরং
রাধাকেলি-নিকুঞ্জমঞ্জুলতরং বৃন্দাবনং জীবনং ॥১৫॥

টীকা—বৃন্দাবনাশ্রয়েন স্বতঃ সর্ব্ব সাধন ফলং ভবতি, ইতি প্রখ্যায় স্বকীয় বৃন্দাবন নিষ্ঠামাহ। যথা—নু ভোঃ মাধবস্য (ভগবতঃ লক্ষ্মীকান্তস্য চরণাম্ভোজ যুগলং কথং ধ্যায়তি তদহং নবেদ্মি, যদ্ বা মাঃ রাধা (সর্ব্বলক্ষ্মিময়ীত্বেন) তস্যাঃধব-পাণিগ্রাহকপতিঃ। অনেনার্থেন স্বকীয়-রস-নায়কস্য মাধবস্য পদকমলয়োর্ধ্যান-পদ্ধতিং কথম্ভূতং-অহং নজানে; নমুশুকনারদাদিনাং উপদিষ্ট পদ্ধতি রস্তি তদনুসর, ইত্যত আহ—শ্রীশুকনারদাদিনাং কলিতে (গৃহীতে) মার্গে (ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্র—ভজন-বর্ত্মনি) মে মম কাযোগ্যতাঅস্তি? (শক্ত্যাভাবে তন্মার্গে অগ্রসর সামর্থং নাস্তি, ইতি ভাবঃ) তস্মাৎ যদ্ভদ্রাভদ্রং যদিনাম (যদি সম্ভাবনীয়) আস্তাং (ভবতু); একং (কেবলং) পরং (শ্রেষ্ঠং) রাধা-কেলি-নিকুঞ্জ—পুঞ্জেন মঞ্জুলতরং (সুমনোহরং) বৃন্দাবনমেব মমজীবনং (প্রাণ রূপং, প্রাণবৎতুস্ত্যজ্য ইত্যর্থঃ ॥১৫॥

আভাস ও পদ্যানুবাদ—আমি ইহা সুনিশ্চিত বুঝিয়াছি প্রাণের ন্যায় আদেহান্ত বৃন্দাবনাবলম্বন করিয়া থাকিতেপারিলে-যে পরম শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাআর কিছুতেই হয়না, অত এব বৃন্দাবনকে আমার প্রাণস্বরূপ মনে করিয়াছি, এই রূপ ভাবোল্লাসে বলিতেছেন—

লক্ষ্মীকান্তমাধবের চরণ দুখানি, ঐশ্বর্য্যে কি মাধুর্য্যেতেধ্যেয় নাহিজানি।
কিম্বা যেমাধব-স্বকীয়ারসনায়ক, জানিনাতাহারোধ্যান কি সুখদায়ক।
শুকনারদাদির দর্শিতসর্ব্বেশ্বর, সেবনের শকতি কিছুইনাই মোর।
রাধাকেলি-নিকুঞ্জে পরম মনোরম, বৃন্দাবনধাম মোর জীবনের সম।
(নিকুঞ্জের দরশে লীলার উদ্দীপন, তাহে লীলাবিহারীর স্বরূপস্ফুরণ
শ্রীবৃন্দাবনের অপরূপ মহিমায়, বৃন্দাবনে যেথান আপনি উপজায়।)

যৎসীমানমপিস্পৃশে ন্নিগমোদূরাৎ পরং লক্ষ্যতে
কিঞ্চিদ্ গূঢ়তয়া যদেব পরমানন্দোৎ সবৈকাবধি।
যন্মাধুর্য্য কণোপ্যবেদিনশিব স্বায়ম্ভবাদ্যৈরহং
তদ্বৃন্দাবননামধামরসদং বন্দামি রাধাপতেঃ ॥১৬॥

টীকা—নিগমঃ (বেদ সমূহঃ) যৎ (শ্রীবৃন্দাবন ধামস্থ) সীমান মপি নস্পৃশেৎ (ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদাঃ ইত্যাদি শ্রীভগবদ্ গীতোক্ত কারণাৎ) দূরাৎ পরং লক্ষ্যতে (জ্ঞানকর্ম্মাদিনামন্তরে স্থিতি হেতুনা পরং কেবলং দূরাল্লক্ষ্যতে) অপিতু যদ্বৃন্দাবনং, এব [কেবলং] কিঞ্চিদ্গূঢ়তয়া [অতিরহস্যত্বেন] পরমানন্দোৎসবৈকাবধি [অপূর্ব্ব-প্রেমানন্দ-ময়ানাং রহোলীলাদিনাং চরমসীমাভূতং ধাম ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, যদ্ [যস্য বৃন্দাবনস্য]মাধুর্য্য-কণোপি শিবশনকাদিভি নঁ অবেদি, অহং তৎ [প্রসিদ্ধমহিমান্বিতং] বৃন্দাবননামং--রাধাপতেঃ [শ্রীকৃষ্ণস্য] ধামরসদং [আনন্দধামং] বন্দামি;"শিব স্বায়ম্ভবাদ্যঃ [দেবেশ যোগীন্দ্রানা] অবেদি" ইত্যনেন যোগাদেঃ প্রভাবেন, অসাধারণ শক্তিভির্ব্বা—বৃন্দাবন রসলাভং কদাপি ন সম্ভবতি ইতিব্যঞ্জিতং। অপিচ বৃন্দাবন বন্দনমেব সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্বন্দনং-তয়োর্লীলাবন্দনঞ্চ, ইত্যপিধ্বনিতং। "তস্মাৎ রাগানুগীয় মানসি-সেবানুশীলনাদি কালাগমেস্বতঃআগমিষ্যতি" ইতি ভজন বিজ্ঞানাং উপদেশোহপি নিজবন্দন-ব্যাজেন প্রকাশঞ্চকার ॥১৬॥

আভাস ও অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্লোকের টীকায় ও অনুবাদের আভাসে বিলিখিত সিদ্ধান্ত, বেদাদিঅন্বেষণেনাপাইলেও উহা কদাপি উপেক্ষনীয় নহে, তদ্যুক্তি বৃন্দাবনের মহামহিমাগানও বন্দনার অনুসঙ্গে প্রদর্শন করিতেছেন যথা—

পরবেশদূরেরহ পরশিতেনারে, যারবাহিরেরসীমা নিগমনিকরে;
কুতুহলাকুলহয়ে রয়েছেনেহারি, দূরেরহিবেধামের রসেরলহরী।
যাহাতে পরমানন্দরসের অবধি, নাজানেমাধুরীযার শিব-শনকাদি (*)
সেই-রাধানাথের মহিমাময়ধাম, নিরবধিবন্দি বৃন্দাবন যারনাম॥

(*) শিব-শনকাদিযাহাজানেন তাহা বৃন্দাবন-মহিমার অনুকণিকাওনহে ইহাই এখান কার তাৎপর্য্য।

কদানুবৃন্দাবন কুঞ্জমণ্ডলে-
ভ্রমন্ ভ্রমন্ হেমহরিম্মণি প্রভং ।
সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য তদদ্ভুতপ্রিয়
দ্বয়ং দ্বয়ং বিস্মৃতিমেতুমেঽখিলং ॥১৭॥

টীকা—নন্বুকিং ত্বং ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মতং শনকাদি মহতাচরিতঞ্চ সদ্ধর্ম্ম পন্থানং বিহায় উন্মার্গগামী ভবসি ? নহি ; অহং শ্রীগৌরভগবন্মতানু সারেণ (ক্ষঃ) রাগমার্গা-শ্রয়ি-সাধকোচিতং—সর্ব্বশাস্ত্রসারধর্ম্মাচরণং করোমি। যথা—বৃন্দাবনকুঞ্জমণ্ডলে ভ্রমন্ ভ্রমন্ (লীলাস্ফুরণার্থং - পুনঃ পুনঃ ভ্রমণং কৃত্বা) তদদ্ভুতং হেমহরিন্মণিপ্রভং প্রিয়দ্বয়ং দ্বয়ং (মহাশ্চর্য্য হেমমণি প্রভং শ্রীরাধাং, তথৈব ইন্দ্রনীলমণি প্রভং-শ্রীকৃষ্ণঞ্চ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (নৈরন্তর্য্যেন সংস্মরন্) মে (মম) অখিলং (শয়ন ভোজন সুখ দুঃখাদিকং) বিস্মৃতিং এতু ? (প্রিয়দ্বয়ং দ্বয়ং ইতি, পরমানন্দেবীপ্সা) অহো ! (বৃন্দা-বনস্য কৃপয়া মহিম্নাবা, (নু ইতি বিতর্কে) 'এতাদৃক্ভাগ্যকদা ভবিষ্যতি' ইতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

আভাসানুবাদ—তুমি কি তবে ধর্ম্ম শাস্ত্র-মিমাংসিত ও শনকাদি মহাপুরুষ গণের অনুষ্ঠিত সদ্ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিয়া উন্মার্গ গামী হইবে ? উত্তর কখনই না। আমি পরাৎপর ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রের উপদিষ্ট রাগমার্গাবলম্বি-সাধকোচিত সর্ব্ব ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম আচরণ করিব। কিন্তু হায়! মাদৃশ অভাজনের কি সে সৌভাগ্য ঘটিবে ? যথা—

হায় ! কবে হেন দিন হবে ?
প্রেমধামবৃন্দাবনে, লালসাআকুলপ্রাণে, কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিয়া রজনী দিন যাবে ?
সবঠাঁই অন্বেষিব, হেমনীলমণি প্রভ, অপরূপ সে যুগলপিরিতি-মূরতি,
সে মাধুরী স্মউরিয়ে, যাবসব বিসরিয়ে, শয়ন ভোজনস্নান পানাদিক রীতি।

(ক্ষঃ) তদ্যথা—আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং-
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূ বর্গেন যা কল্পিতা ।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণ মমলং প্রেমাঃ পুনোঽর্থমহান্ ।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মত মিদং তত্রাদরো না পরঃ ॥

সাধকদশায়াং—ইত্যনু সারেণ মানসানুশীলনং এবঞ্চ সিদ্ধদেহে সাক্ষাৎ সেবনং কার্য্যঃ। এতচ্ছ্লোকঃ শ্রীমদ্ কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদস্যগুরুণা শ্রীমৎ শ্রীনাথচক্র-বর্ত্তিনা বিরচিতঃ [শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষানামক শ্রীমদ্ ভাগবত টীকাতঃ সমুদ্ধৃতঃ অস্মাভিঃ]

ছিদ্যেত খণ্ডশইদং যদি মে শরীরং
ঘোরাবিপদ্ বিততয়ো যদিবা পতন্তি।
হাহন্ত! হন্ত! ন তথাপি কদাপি ভূয়াদ্
বৃন্দাবনাদিতর তুচ্ছ পদে পিপাসা ॥১৮॥

টীকা—মথুরা দ্বারকাদি সুখপূর্ণ ভগবদ্ধামং বিহায়, বৃন্দাবনস্থ বনান্তর্বাসে· ব্যাধি-বিপদাদেঃ কথং তরিষ্যসি? এতদুত্তরেণ স্বকীয়াং বৃন্দাবন-নিষ্ঠাং প্রদর্শয়তি। যথা—যদি মে [মম] ইদং [সবলসুস্থং পরিদৃশ্যমানং] শরীরং খণ্ডশঃ [বহুখণ্ডভূত্বা] ছিদ্যেত, [দুর্ব্বৃত্তাদীনাং অস্ত্রাঘাতেন, রোগেনবা ছিন্নং ভবেৎ] কিম্বা ঘোরাঃ [ভয়ঙ্করাঃ] বিপদ্ বিততয়ঃ [মহাবিপত্তিঃ শ্রেণয়ঃ] নিপতন্তি [বৃন্দাবন-বাস ফলেন ভবন্তীত্যর্থঃ] হাহন্ত! হন্ত!! তথাপি বৃন্দাবনেতর তুচ্ছ পদে [ক্ষুদ্র ধামাদিষ্বপি] মম পিপাসা কদাপি ন ভূয়াৎ। [বস্তুতঃ বৃন্দাবনে ব্যাধি বিপদাদের্নাম-মাত্র ভোগেন প্রারব্ধ-কর্ম্মফলস্থ চূড়ান্তক্ষয় রূপ সৌভাগ্যং উদয়তি, ইতি বিজ্ঞ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তঃ] ॥ ১৮ ॥

আভাস ও অনুবাদ—মথুরা দ্বারকাদি সর্ব্ব সুখপূর্ণ ধাম ছাড়িয়া তুমি বৃন্দাবনের বনান্তে বাস করিলে, কি করিয়া ব্যাধি বিপদাদি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে আপনার বৃন্দাবন নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন যথা—

খণ্ড খণ্ড হয় যদি এই কলেবর, যদিবা বিপদঘটে অতি ঘোরতর—
বৃন্দাবনবাসে, তবু কভুযেন হায়! বাহিরেবাসের আশা, মনেও নাভায়।
তদিতর ধামাদি সকলি তুচ্ছ পদ, কোথাও নাহিকহেন প্রেমসুসম্পদ।
[যদি নিজ দোষে বৃথাযায়রে জীবন, নিশ্চিত-শ্রেয়োদবৃন্দাবনের মরণ]

[*] শাস্ত্রানুসারেও বৃন্দাবনে ব্যাধি বিপদাদির সামান্য ভোগে প্রারব্ধ কর্ম্মফল চূড়ান্ত রূপে ক্ষয় হইয়াযায়, সুতরং এইরূপ স্থলে অনিবার্য্য ব্যাধি বিপদাদির ভোগ বৃন্দাবনে হওয়াই প্রার্থনীয়, কিন্তু বন্দনীয় গ্রন্থকর্ত্তার প্রার্থনা—শাস্ত্রবিচারেনহে, অনুরাগে। "ইহাদুর্ভাগ্য নহে, সৌভাগ্য, অত এব কাহারও পক্ষেই অবাঞ্ছনীয় নহে" ইহাই প্রতিপাদনার্থ আমরা টীকায় তত্ত্ব ব্যাখা করিয়াছি।

স্বয়ং পতিত পত্রকাণ্য মৃতবৎ ক্ষুধাভক্ষয়ন্ (*)
তৃষা মিহির-নন্দিনী শুচিপয়োঽঞ্জলি ভিঃ পিবন্।
কদামধুর রাধিকারমণ-রাসকেলিস্থলা
বিলোক্য রসমগ্নধী রধিবসামি বৃন্দাবনং ॥১৯॥

টীকা—কিং পিত্বা কিংভুক্ত্বা কিম্ভূতেন আনন্দেন বৃন্দাবনমধিবসসি ? তদাহ-স্বয়ং পতিত পত্রকানি [তরুলতাভ্রষ্ট পত্রাবলিঃ] অমৃত বৎ ভক্ষয়ন্ [দেহস্বভাবেন বুভুক্ষয়া ভোজনং কৃত্বা] তৃষা, মিহির নন্দিন্যাঃ [সূর্য্যপুত্রীশ্রীযমুনায়াঃ ইত্যর্থঃ] শুচিপয়ঃ [পবিত্রং বারি] অঞ্জলীভিঃ পিবন্ [ক্ষুধা তৃষ্ণা চ নিবারয়ামি ইতি শেষঃ] অহো ! কদা অনেন প্রকারেণ [দেহমনস্বভাবাদিকং নির্ম্মলংকৃত্বা] রাধিকা রমণস্য মধুর রাসকেলিস্থলীং বিলোক্য, রসমগ্নধীঃ সন্ [তদ্বিলোকন ফলাৎ লীলাস্ফুরণানন্দে বিমগ্ন-বুদ্ধিঃ সন্] বৃন্দাবনং অধিবসামি [বৃন্দাবনে মরণান্ত-বাসং] করিষ্যামি ॥ ১৯ ॥

আভাস—কি আহার করিয়া এবং কোন্ অনন্দোন্মাদে তুমি বৃন্দাবনে আমরণ বাস করিবে ? যেন এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

ভাবানুবাদ—তরুলতাহোতে বিগলিতপত্রকাদি—
সুধাসম ক্ষুধায় ভখিয়া, রহিবরে সদানিরখিয়া
রাধেশের রাসস্থলীপ্রেম-উনমাদি।

[২]

কবে হেন শুভদিন হইবে উদয় !
পুতবারি তিয়াসে পিবিয়া—কালিন্দীর, করে করপুটে,
আজীবন বৃন্দাবনে করিব নিলয় ?

[৩]

সে পানাহারের গুণে নাশিবে আমার
চিরতরে, মনের দেহের,—সুসঞ্চিত সব মলিনতা
লীলাভূমি করিবেন প্রেমের সঞ্চার।

[*] কদাপি আহারের জন্য বৃক্ষ লতাদির পত্রচ্ছিন্ন করিয়া অপরাধীহইবনা। ইহাই ভাবার্থ। এবং বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাদির পত্র ছিন্ন করিয়া শোভানষ্ট করা, ও বৃক্ষাদির কষ্টোৎপাদন করা কিছুতেই কর্ত্তব্যনহে, ইহাই বাক্যের মর্মার্থঃ।

ভূমির্যত্র সুকোমলা বহুবিধ প্রদ্যোতি রত্নচ্ছটা
নানা চিত্র মনোহরা খগ মৃগাদ্যাশ্চর্য্য রাবাদিমৎ।
বল্লী ভূরুহ জাতয়োঽদ্ভুত তমা যত্র প্রসূনাদিভিঃ
তন্মে নন্দকিশোর কেলি ভবনং বৃন্দাবনং জীবনং ॥ ২০ ॥

টীকা—ত্বক্কর্ণ নয়নাদি বহিরিন্দ্রিয়-সুখাভাবে কুত্রাপি চিরাবস্থানং ন সম্ভবতি। বৃন্দাবনে তদুপাদানং কিমস্তি? এতদুত্তরে সানন্দেন বৃন্দাবনস্য স্বরূপং কথয়তি। যথা—যত্র শ্রীবৃন্দাবনে ভূমি সু কোমলা, (গিরি দরি প্রান্তর পুলিনাদি বর্ত্তি নিখিল মৃত্তিকা সুমৃদুলা, অত এব স্পর্শ-সুখদা); এবঞ্চ প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা (নানাবর্ণ-পদ্মরাগ, হেম-হিরক-হরিন্মণি-প্রমুখ রত্নানাং কান্তি চ্ছটা-দ্যোতিতা) যত্রচ নানা চিত্র-মনোহরা খগ মৃগাদি (পশু পক্ষ্যাদি) আশ্চর্য্য রাবাদিমৎ (সুদিব্য শব্দোচ্চারী) আদি শব্দেনাত্র মৃগাদে র্গমন ভঙ্গ্যাদিকং বোদ্ধব্যং। কিঞ্চ, যত্র বল্লী ভূরুহ জাতয়ঃ (বল্লী লতা; ভূরুহ জাতয়ঃ—বৃক্ষ সমূহাঃ) প্রসূনাদিভিঃ (পুষ্প, পল্লব, ফল মুকুলাদিভিঃ) অদ্ভুত তমাঃ, তৎ নন্দকিশোরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কেলিভবনং বৃন্দাবনং মে জীবনং (প্রাণ রূপং) দুস্ত্যজ্যপরমাবলম্বন মিত্যর্থঃ। (যুগপৎ সর্ব্বকালোচিত পুষ্পান্বিতা, সদৈব সম্যবিকশিত কুসুমাঃ, নব পল্লবযুতাঃ,বিবিধরস পূর্ণ পক্কাপক্কফলান্বিতাঃইতি হেতুনা বৃন্দাবনস্য বৃক্ষলতাঃ-অদ্ভুতাঃ); নন্দ—আনন্দ; অতঃ নন্দকিশোরেতি ব্যাখ্যান্তরে মূর্ত্তানন্দ-নিত্যকিশোর-বিগ্রহঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥২০॥

আভাস ও পদ্যানুবাদ—চক্ষু কর্ণাদির সাক্ষাৎ-সুখসাধক বিষয়াভাবে কোথাও চিরবাস করা চলেনা। বৃন্দাবনে তাহার কি কি আছে? উত্তরে বৃন্দাবনের স্বরূপ বর্ণন, যথা—

ভূমি যথা পরম কোমলা, নানামণি ছটায় উজ্জ্বলা।
অপরূপরবে মুখরিত, পশু পাখী বিচিত্র চরিত।
সভাকার চারু কলেবর, নানা চিত্র-বিচিত্র সুন্দর॥
অদ্‌ভূত তম তরুলতা, ফুলেফলে সতত ভূষিতা।
কালিয়ার কেলি নিকেতন, বৃন্দাবন আমার জীবন। (*)

(*) প্রাণ তুল্য : দুস্ত্যজ্য পরমাবলম্বন ও পরম প্রিয়তম, ইহাই বাক্যের ভাবার্থ।

সাক্ষাৎ পুরো (*) শ্রীপুরুষোত্তমাঙ্ঘ্রি,
সেবা রসাদপ্যধিকো রসৌঘঃ।
স্যন্দেত বৃন্দা বিপিনেপ্য দৃষ্টে,
রাধাপ্রিয়েঽত্রোদ্ধব এব সাক্ষী ॥ ২১ ॥

টীকা — যতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য কেলিভবনত্বাৎ বৃন্দাবনধাম তব এতাদৃক্ প্রিয়তমং তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ মেব তব সর্ব্বস্বং ইতি বোধিতং। তর্হি, মথুরাদি তদ্ধামং কথং প্রিয়ত্বেন ন প্রার্থয়সি ? কথং বা তুচ্ছপদ শব্দেন তৎ সর্ব্বং বর্ণয়সি ? উত্তর মাহ-পুরো (মথুরাদিষু) পুরুষোত্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সাক্ষাদঙ্ঘ্রি সেবা রসাদপি অধিকো (সাক্ষাৎ পদসেবানন্দাদপি বহু সমুৎকৃষ্টঃ) রসৌঘঃ (প্রেমানন্দ প্রবাহঃ) রাধাপ্রিয়ে অদৃষ্টে ঽপি (রাধায়াঃ প্রিয়ঃ, যদ্বা রাধাযস্যপ্রিয়া স রাধাপ্রিয়ঃ) তস্য—(শ্রীকৃষ্ণস্য) অদর্শনেঽপি (আবেশে তদ্দর্শনানুভব, তল্লীলাস্ফুরণাদি ভাবতয়া) অত্র বৃন্দাবনেস্যন্দেত (নিঃস্যন্দতি) উদ্ধব এব এতস্য সাক্ষী। "আসামহোচরণ রেণু যুষামহংস্যাৎ, বৃন্দাবনে কি মপি গুল্ম লতৌষধিনাং" ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় উদ্ধবোক্তি প্রমাণেন। ইত্যত্রভাবঃ ॥ ২১ ॥

আভাসাদি — শ্রীকৃষ্ণের কেলি কানন বলিয়াইতো বৃন্দাবনধাম তোমার প্রাণ-প্রিয়, তাহা হইলে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই তোমার সর্ব্বস্ব। তবে আর মথুরা দ্বারকাদি তল্লীলাধামে তোমার উপেক্ষা কেন ? এবং 'তুচ্ছপদ' বাক্যে এই সকল ধামকে অবজ্ঞা কর কেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন যথা—

মথুরায় দ্বারকায়, পুরুষোত্তমেরহায় ! সাক্ষাৎ শ্রীপদসেবিযত সুখোদয়।
বৃন্দাবনে নিরন্তর, ততোধিক রসভর, রাধেশের দরশ বিনেই লাভ হয়।
হরিপদ সেবারত, উদ্ধবের নিগদিত, ইহার পরম পরমাণ সরবথা
তৃণ হোয়ে বৃন্দাবনে, জনমের আকিঞ্চনে ভাগবতে বেকত তাঁহার যেই কথা।
("প্রেম-ধাম বৃন্দাবনে, বিলসিতরাধাসনে" তেজি্র সে মাধব আমা সভাকার প্রিয় ॥
দ্বারকা-মথুরাপুরে, যদি সে ঘুরিয়া ফিরে, রাধাছাড়ি তবেকেনহইবে মদীয় ?)

(*) পুরি (স্ত্রী) পুরী ইত্যমর টীকায়াং ভরতঃ।

(+) বৃন্দাবনে যে সময়ে উদ্ধব মহাশয়ের আগমন হয়, সে সময় শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় ছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ তুল্য প্রিয় তম উদ্ধব—বৃন্দাবনে তৃণ গুল্মজন্ম শ্লাঘ্য মনে করেন।

জাগর্ত্তি দুন্দুভিরবপরমোহত্রৈরাধা-
বৃন্দাবনে বন ইতি প্রকটঃ পুরাণে।
তস্যাবিধেয় মসমোর্দ্ধ মহানুরাগ
মূর্ত্তেস্তদঙ্গন মপোহ্য হরিংক্বপশ্যেঃ ?॥ ২২ ॥

টীকা—আনন্দোল্লাসেন রাধাপদৈক-নিষ্ঠাসমন্বিত—স্বকীয় বৃন্দাবন-প্রিয়তাং ব্যঞ্জয়ন্ উপদিশতি। যথা—"রাধাবৃন্দাবনে বনে" ইতি পরমপ্রকট দুন্দুভি রবঃ (বাগ্দুন্দুভি ধ্বনিঃ) পুরাণে জাগর্ত্তি (শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বাতিশায়ী কৃষ্ণপ্রিয়ত্ব প্রকাশনায় ধ্বনয়তি ইত্যর্থঃ) অসমোর্দ্ধ-মহানুরাগ-মূর্ত্তেঃ (যৎ সমা, অধিকা বা কুত্রাপি নাস্তি এবম্ভূতায়াঃ প্রেম-প্রতিমায়াঃ—শ্রীরাধায়াঃ ইত্যর্থঃ) তদঙ্গনং (প্রসিদ্ধং শ্রীবৃন্দাবনং) অপোহ্য (বিহায়) তস্যাঃ রাধায়াঃ বিধেয়ং (বাগ্বশং) হরিং কপশ্যেঃ ? (দুঃখার্ত্তি হারিনঃ হরের্দ্দশনং কুত্র কুর্য্যাঃ ?) বৃন্দাবনত্যাগে তস্য সামর্থ্য নাস্তি; "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সক্বচিন্নৈবগচ্ছতি" ইতি শাস্ত্র বাক্যপ্রমাণং ইতি তাৎপর্য্যঃ॥ ২২ ॥

আভাস ও পদ্যানুবাদ—"রাধাপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণেরঅদর্শনেও" পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত এই বাক্যাবলম্বনে যদি কেহবলেন "সে সময়েও কি কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইবনা ?" ইহার উত্তরে আপন রাধাপ্রেমও বৃন্দাবননিষ্ঠাপ্রকাশকরিয়া কহিতেছেন—শ্রীরাধার অঙ্গন অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন ছাড়িয়া রাধার বাক্যাধীন (বৃন্দাবনের দুঃখহারী) হরি, অন্ত কোথাও যাননা। তাঁহার অদর্শন, কেবল নিজ জনের প্রেমসংবর্দ্ধ লীলা মাত্র, তদ্ব্যতিত আর কিছুই নহে অতএব তুমি রাধাঙ্গন-বৃন্দাবন ছাড়িয়া, অদর্শন লীলা বিলাসী কৃষ্ণকে দর্শনার্থ আর কোথায় যাইবে ? লীলাবসানে তিনি আপনি বৃন্দাবনে দর্শনদিবেন, (৩২নং শ্লোকের নোটদেখ)

রাধাবৃন্দাবনে বনে, পুরাণের প্রবচনে, দুন্দুভির রবে জাগরিত এই বাণী (*)
পীরিতির পরভাগে, অতুলিত অনুরাগে, নিরমিত-মুরতি আমার রাধারাণী।
তদঙ্গন পরি হরি, কোথাও না যান হরি, তিনিমোর রাধার বচনাদেশভাজী
অদরশকালে তারে, দরশন করিবারে, কোথাযাবে রাধাঙ্গন বৃন্দাবন ত্যজি ?

(*) যথা—বৈকুণ্ঠেকমলাদেবী দ্বারাবত্যাঞ্চরুক্মিণী, জানকীদণ্ডকারণ্যে রাধা বৃন্দাবনে বনে। ইতি মাৎস্যে।

মিলন্তি চিন্তামণি কোটি কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতি বা হরিঃ
তথাপি বৃন্দাবন ধূলিধূসরং
ন দেহ মন্যত্র কদাপি যাতুমে ॥ ২৩ ॥

টীকা—যদি চিন্তামণি সদৃশ মহাসম্পদ্ স্বয়মাগমিষ্যতি, যদিবা অন্বেষণীয়ো হরিঃ প্রত্যক্ষঃ ভবিষ্যতি, তদপি ত্বং বৃন্দাবন বহির্নগচ্ছসি? কদাপি ন গচ্ছামি। যথা—যদি কোটি কোটয়ঃ (সংখ্যাতীতাঃ) চিন্তা.মণয়ঃ (চিন্তামাত্রেন যঃ কোঽপি সম্পদ্-প্রদ রত্ন বিশেষঃ চিন্তামণি রিত্যর্থঃ) মিলন্তি (স্বয়মাগচ্ছন্তি); অপিতুবা স্বয়ং শ্রীহরি বহির্দৃষ্টিং (চক্ষুগোচরংউপৈতি, তথাপি মে মম বৃন্দাবন ধূলিধূসরং দেহং কদাপি অন্যত্র (বৃন্দাবন বহির্দ্দেশে ইতি ভাবঃ) নযাতু (ন গচ্ছতু); যতঃ রাধাব্রজেন্দ্রনন্দনস্য প্রেম সেবা এব মম বাঞ্ছিতা; তৎ প্রদানে প্রাকৃত চিন্তামণেঃ কিম্ সামর্থং? অন্যচ্চ বৃন্দাবন-বহিস্থ রাধাসঙ্গত্যাগি-হরিঃ বৃন্দাবন-সুখহারী; তর্হি মম অপ্রেক্ষনীয়ঃ ইতি তাৎপর্য্যঃ ॥ ২৩ ॥

আভাসও পদ্যানুবাদ—তোমার উপদেশ বুঝিলাম। এখন আমি জিজ্ঞাসাকরি যদি বিনাচেষ্টায় বহু চিন্তামণি লাভহয় অথবা এই অন্বেষণীয় হরি স্বয়ং দর্শন দেন তাহা হইলে তুমি কি করিবে? তবুও বৃন্দাবনের বাহিরে যাইবেনা? ইহার উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন যথা—

বৃন্দাবন রজঃ যার দেহের ভূষণ, কি ছার তাঁহার কাছে চিন্তামণি গণ!
কোটি কোটি চিন্তামণি যদি আমি পাই, তবুবৃন্দাবন ত্যজি আনত না যাই।
চিন্তামণি মোরে কি যুগল-সেবা দিবে? উহাবিনা মোর প্রার্থনীয় নাই ভবে।
হরি বিনে বৃন্দাবনে ধূলায় লুঠিব, তবু তারে দেখিতেও বাহিরে না যাব। (*)
(যে দরশে রাধা-প্রেমানন্দ সুখনাই, তাহোতে মানসে বৃন্দাবনে দেখোভাই।)

(*) বৃন্দাবনের বহিস্থ হরি—রাধাসঙ্গ-বিরহিত এবং বৃন্দাবনের সুখহারি, তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াবেনা। ইহাই এখানকার আস্বাদনীয় ভাব। ইহারই নাম গোপী ভাবের আনুগত্য।

কৃপয়তু ময়ি বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞী মনাগ-
প্যতি বহল কৃপোরু স্নেহ ভারাচ্চুদশ্রুঃ।
ফলতু তদনু কম্পা কল্পবল্লী ফলং ত্ব-
দ্ভুত মধি বসতির্মে তৎপ্রিয়ারাম সীম্নি ॥২৪॥

টীকা—এতাদৃক্ মহতী প্রতিজ্ঞা চির সংরক্ষণ-সামর্থং কিং তবাস্তি? নহি। কেবলং মৎসর্ব্বেশ্বর্য্যাঃ করুণামাত্র মম সম্বলং। ইতি তৎ প্রার্থনা মাহ। যথা—অতি বহুল কৃপায়াং, উরু স্নেহ ভারাচ্চ (বিস্তীর্ণ স্নেহাধিক্যেনচ) উদশ্রু (অশ্রুপূর্ণ-লোচনা) বৃন্দারণ্য রাজ্ঞী ; (বৃন্দাবনে কর্ত্তৃ মকর্ত্তৃ মন্যথা কর্ত্তুং অধ্যাহত সমর্থা শ্রীরাধা) ; মনাক্ (বারমেকং) ময়ি কৃপয়তু (কৃপাদৃষ্টিং করোতু) তেন তৎপ্রিয়ারামস্য (প্রিয় কাননস্য বৃন্দাবনস্য) সীম্নি (মধ্যে) মে (মম) অধিবসতি রূপং (মল্লক্ষণ-স্যাধমস্য পূর্ব্বোক্তেন দৃঢ় সঙ্কল্পেন চিরবসতি রূপং) অতঃ অদ্ভুতং, তদনুকম্পা-কল্প বল্লী ফলং ফলতু ॥ ২৪ ॥

আভাসও অনুবাদ—তুমি যে রূপ কঠিন সঙ্কল্প করিয়াছ এতাদৃশ মহতী প্রতিজ্ঞা চিরদিন রক্ষা করিবার শক্তি কি তোমার আছে? মনের বিকল্প-জাত এই প্রশ্নের উত্তর—অবশ্যই আমার সে শক্তি নাই কিন্তু আমার সর্ব্বেশ্বরী শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর অপার করুণা আমার সম্বল। সে করুণায় কি না হইতে পারে! এই রূপ ভাবোদয়ে সন্দেহে তদুচিত প্রার্থনা করিতে ছেন যথা—

করুণাবহুল মহালেহময় (*) সজল-লোচনদিয়ে
বৃন্দাবনেশ্বরী, বারেক আমারে, হেরুণ সদয় হয়ে।
তদীয়াদভূত, করুণাকল্প-লতা ফলবতী হয়ে।
রাখুক তাঁহার, প্রিয় বৃন্দাবনে, মোরে চিরবাস দিয়ে।

(*)উরু অর্থ-বিস্তীর্ণ। উরুস্নেহ-অপারস্নেহ। 'মহালেহ'ঠিক তদর্থ বাচক প্রতিশব্দ। উজ্জ্বলনীলমণিতে স্নেহের লক্ষণ এই রূপ—"আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠা প্রেমাচিদ্দীপদীপন। হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে "তত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তি দর্শনাদিষু।"

স্নেহ কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নহে—প্রেমেরই পরিপক্কাবস্থার নাম স্নেহ যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে "প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়" ইত্যাদি। শ্লোকের ধন্যর্থ এই যে—শ্রীরাধারাণীর প্রিয় কানন বৃন্দাবনে প্রেমবান্ জন গণের প্রতি এই রূপ প্রীতি ও অপরিসীম করুণা প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করেন।

তেনাকারি সমস্ত এব ভগবদ্ধর্ম্মোঽপি তেনাদ্ভুতঃ
সর্ব্বস্মাৎ পুরুষার্থতোঽপি পরম কশ্চিৎ করস্থী কৃতঃ।
তেনাধারি সমস্ত মূর্দ্ধনি পদং ব্রহ্মাদয়স্তং নম-
ন্ত্যাদেহান্ত মধারি যেন বসতৌ বৃন্দাবনে নিশ্চয়ঃ ॥২৫॥

টীকা—বিধি-বোধিত যোগজ্ঞান ভক্ত্যাদি সাধন প্রভাবে কৃচ্ছ্রসাধ্য পুরুষার্থ ামুহো বা প্রেমানন্দো-লভনীয় ভবতি, তে বিনা কেবলং বৃন্দাবন বাসেন কিং ফলং ? এতদুত্তরঃ—বৃন্দাবন বাসস্থ মহা মহিমা দূরেঽস্তু আমরণ-তদ্‌বাস-সঙ্কল্পাত্মক ক্ষেত্র ন্যাসেঽপি সর্ব্ব সাধন-সাফল্যং স্বতঃ সমুদয়তি, তদাহ—যেন জনেন আদেহান্তং ন্দাবনে বসতৌ নিশ্চয়ং অধারি (অবধৃতঃ) তেন সমস্ত ভগদ্ধর্ম্ম অকারি, তেনচ সর্ব্ব াৎ পুরুষার্থতোঽপি কশ্চিৎঅদ্ভুতঃ (আশ্চর্য্যবস্তুঃ পঞ্চমপুরুষার্থঃ-নিরুপাধিক-প্রেমঃ ইত্যর্থঃ) করস্থী কৃত। পুন স্তেনচ সমস্ত মূর্দ্ধনি (সর্ব্ব সুখাদে মস্তকে) পদং মধারি। তং মহাভাগ্যবন্তং জনং ব্রহ্মাদয়ো নমন্তি। শ্রীগোপাল তাপন্যাং "তাসাং ধ্যে সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম গোপাল পুরীহীতি" শ্রীভাগবতে "বদ্‌গোদ্বিজ দ্রুম মৃগাঃ পুলকান্য বিভ্রনেতি" শ্রীভাগবতামৃতে "যত্র গোলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুল বৈভব মিতি" বৃহৎ গীতমীয়ে "ইদমানন্দ কন্দাখ্যং বিদ্ধি বৃন্দাবনং মম, যস্মিন্ প্রবেশমাত্রেন নপুনঃ ঃস্থিতিং বিশেৎ ইত্যাদয়ঃ এতদ্‌সিদ্ধান্তানুকূল বচনানি বিবেচ্যং।

আভাস—টীকায় উদ্ধৃত শাস্ত্র-বচন গুলির তাৎপর্য্যানুসারে, শ্রীকৃষ্ণের ায় শ্রীবৃন্দাবনও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুশীলনের ও হৃদয়ে ধারণেরবস্তু। বৃন্দাবনের াধুরী-মহিমায় মুগ্ধ হইয়া কোনও ভাগ্যবান্—তচ্চিন্তনরত এবং তদ্‌বাসে ব্যাকুল ইলেই তিনি মহাপ্রেমপ্রাপ্ত হন সুতরাং যথারীতি বৃন্দাবন বাসের ফল দূরে থাকুক ন্দাবনে অবিচলিত-চিরবাসের দৃঢ় সঙ্কল্প ধারণ করিতে পারিলেই সর্ব্ববিধ সাধনের ল আপনাআপনি আসিয়া সমুদিত হয়। সকল ধর্ম্মাচরণের, সমুদয় পুরুষার্থের ফল াপেক্ষাও সুদুর্লভ ব্রহ্মাদিরবাঞ্ছিত প্রেমাধিকারী হন। ইহাই এশ্লোকের তাৎপর্য্য।

দ্যানুবাদ—সে করেছে মহাপূত, যাবতীয় অদ্ভুত, ভাগবত ধরমাচরণ,
বর-পরমাতিশয়, পুরুষার্থসমুদয়, করতলে করেছে ধারণ।
ব্রহ্মাদির সে নমিত, সুখাদিক আছে যত, সমস্তের শিরে পদতার-
আজীবন বৃন্দাবনে, বাসের বাসনামনে, সুদৃঢ় সুনিশ্চিত যাহার (ঃ)

(ঃ) আজীবন কোনও ধামবিশেষে বাসের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের নাম-ক্ষেত্র সন্ন্যাস। হা এক অতি উচ্চ সাধনাঙ্গ, সেই জন্য জগদৈকগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু, পণ্ডিত-াস্বামীকে নীলাচলের ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ত্যাগকরিতে নিষেধ করেন এবং গৌড়দেশ য়া বৃন্দাবন যাত্রাকালে তাঁহাকে সঙ্গে লয়েন নাই।

পুলিনে পুলিনে কলিন্দজায়া
বিচরং শ্চাপিতলেতলেতরুণাং
প্রণয়াদ্‌ভুতসৌখ্যকন্দ বৃন্দা-
বিপিনে হন্ত কদা দিনানি নেষ্যে ॥২৬॥

টীকা—শ্রীবৃন্দাবনে কুত্র গৃহাদিকং কৃত্বা ত্বং নিবসিতু মিচ্ছসি? কুত্রাপি গৃহাদিকং নকরোমি, সদাসর্ব্বত্র সর্ব্বলীলাস্থলীষু লীলোদ্দীপনায় বিচরামি। তৎ প্রার্থনামাহ যথা—হন্ত (অহো!) কদা কলিন্দজায়াঃ (শ্রীযমুনায়াঃ) পুলিনে পুলিনে (প্রতি পুলিন ভূমি) তরুণাং তলেতলে (বৃক্ষাণাং তলে তলে—শ্রীবেণু-গীত লীলা-স্থানং শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রতি তরুতলং) বিচরয়ন্, অদ্ভুত প্রেম-সৌখ্যকন্দ-বৃন্দাবনে (নিরুপাধি সুদিব্যালৌকিক-প্রেমসুখনিকরস্য উৎপাদন-সম্বর্দ্ধনত্বেন তৎকন্দায়মানে শ্রীবৃন্দাবনে) কদা দিনানি নেষ্যে?। জীবনাশিষ্ট দিন যামিনী-যাপয়ামি, মমাধমস্য এতদ্ভাগ্যং কদাভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আভাস ও পদ্যানুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনের কোন্‌স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ-করিয়া তুমি অবস্থানের ইচ্ছুক? ইহারউত্তর-বৃন্দাবনে গৃহস্থালি অযুক্ত, তাই আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক মনোভাব ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন—আমি কোথাও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবনা। লীলাবলী উদ্দীপনেরআনন্দ লাভাকাঙ্ক্ষায় আমি সর্ব্বত্র বিচরণ করিব, ইহাই আমার মনের সাধ, হায়! কবে আমার এই প্রকারে দিন যাপনের ভাগ্যোদয় হইবে? শ্রীযমুনার সমস্তপুলিনই প্রেম-লীলার-সীমা-শ্রীরাসকেলির রঙ্গভূমি, এবং সমস্ত তরুতল,—গো-বিহঙ্গ-বৃক্ষ-মৃগাবধি যাবতীয় স্থাবরজঙ্গমের প্রেম-পুলক প্রদ-বেণু-বাদ্যের স্থান, এই নিমিত্ত বিশেষভাবে ইহাদেরনামোল্লেখকরিয়াছেন।

পুলিনে পুলিনে কলিন্দ-সুতার করিবরে বিচরণ,
তরু তলে তলে বিহবির কবে তেজি তুচ্ছ-নিকেতন।
কবে অদভুত প্রেম-সুখ-কন্দ (✽) সু মধুর-বৃন্দাবনে,
কাটাইব দিন এই রূপে হায়! পরম আনন্দ মনে?

(✽) আলু মূলকাদিরনাম কন্দ, ইহা যেমন বৃক্ষ লতাদির উৎপাদকও সংবর্দ্ধ অথচ স্বয়ংও পুষ্টিকর খাদ্য, তেমনি শ্রীবৃন্দাবনও অলোক-সাধারণ-প্রেম সুখের উৎপাদনাদি গুণান্বিত।

গৌর শ্যামল মিথুনং খেলতি কন্দর্প লীলয়াযত্র
রাধামাধব নাম্না প্রথিতং তন্নৌমি কাননং কিমপি ॥২৭॥

টীকা—শ্রীবৃন্দাবনং দিব্যাদ্ভুত-প্রেম সুখানাং কন্দৎ ইতি ধ্রুবং, পরন্তু ত্বয়ি তৎপ্রেমানন্দং কথং ভবিষ্যতি? বৃন্দাবনস্য স্মরণদর্শনধ্যানবন্দন প্রভাবেণ শ্রীশ্রীরাধা-মাধবয়োঃ চিত্তশুদ্ধিসাধিনী(*)লীলাস্ফূর্ত্তিঃ আপ্নোতি, তত্র সংবাস-সংভ্রমণেন সর্ব্ব সৌভাগ্য-সার সিদ্ধির্ভবিষ্যতি। ইতিমহাদ্ভুত-বৃন্দাবনমহিমা নির্ভরেণ মল্লক্ষণস্য পরমাযোগ্যাধমস্য তল্লাভাকাঙ্ক্ষা, ইত্যাবেশাৎ বৃন্দাবনং স্তৌতি যথা—

রাধামাধব নাম্না প্রথিতং (সুবিখ্যাতং) গৌরশ্যামল মিথুনং (নারী পুরুষং) যত্র কন্দর্পলীলয়া খেলতি (অপূর্ব্ব-প্রেম-ধর্ম্মাচরণেন নিত্যং ক্রীড়তি ইত্যর্থঃ) তৎ কিমপি বর্ণনাতীতং মহামাধুরী শোভা সম্পদ সমন্বিত মিতি ভাবঃ), কাননং নৌমি সদানমস্করোমি) অহমিতি শেষঃ। অসাধারণ বিশেষণেন অত্র—কাননার্থে বৃন্দাবনং বোদ্ধব্যং। অত্র শ্লোকে 'সকাতর-প্রণতিঃ, সলালস-কৃপাভিক্ষাচ করুণালাভার্থায় পরমকর্ত্তব্যা" ইতিব্যঞ্জিতং।

আভাসাদি—শ্রীধামবৃন্দাবন দিব্যাদ্ভুত-প্রেমসুখেরকন্দ ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু সে প্রেমানন্দ তুমি কি করিয়া লাভ করিবে? উত্তর—বৃন্দাবনের যে মহাদ্ভুত মহিমা আমাকে পরিচালিত করিতেছে তাহাই আমার ভরসা এবং আমিজানি ধ্যানদর্শন নিসেবনাদিরন্যায়, নিরন্তর বৃন্দাবন বন্দনও তৎপ্রেমানন্দপ্রাপ্তির এক অপূর্ব্ব উপায়, অতএব আমি সেই বর্ণনাতীত মহামাধুরীও শোভা-সম্পদ্-সমন্বিত শ্রীবৃন্দাবনকে সর্ব্বদা প্রণাম করি। ইহাই কবিবিদ্যাপতির ভাষায় নিম্নে বিবৃত। যথা—

রাধা-মাধব-নাম জগত-চিত-চোর—
শামর গোরী নাহ-বর ভামিনী, যহি মনোভব রসভরে নিতি ভোর।
সোই পরম-মধুরিম ময় মোহন—অনুপম পরম উজোর—
প্রেমসুখদ বরণাতীত কানন—প্রণমি মনোরথ পূর।

(*) যথা শ্রীচক্রবর্ত্তী পাদস্য নিকুঞ্জবিরুদাবল্যাং—"শ্রীকৃষ্ণলীলা হৃদয়ং পুনাতুমে, লীলাচ যা প্রেমরসানুভাবিনী। রসশ্চ কান্তাপরিশীলতোঽপিযঃ, কান্তাচযা বল্লব যৌবতাগ্রণী"।

খগবৃন্দং পশুবৃন্দং ক্রমবল্লী বৃন্দমুন্মদ প্রেম্না
প্রীণয়দমৃত রসেন শান্তং বৃন্দাবনং নমত ॥ ২৮ ॥

টীকা—রাধামাধবয়োঃ কন্দর্পক্রীড়াভূমিত্বেন শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রেম-প্রদান-মহিম কঃ? মাং তন্মহিমানং শ্রাবয়। ক্রমশঃ শৃণু—অনেন শ্রীবৃন্দাবনস্য—সদাসংবর্দ্ধনশীল পরম-প্রেম-প্রবাহে সংপ্লাবন-কর্তৃত্বরূপ মহামহিমা ব্যঞ্জিতং। (*) তেন পশু পক্ষ্যাবধিং প্রেম্না প্রীণয়ৎ!! এতন্মহিম-কণা-কথনেপি মৎ সামর্থ্য নাস্তি। বৃন্দাবনং নমস্কুরু, তৎকরুণয়া তন্মহিম-স্ফূর্ত্তি ভবতি; ইত্যাহ—

উন্মদ প্রেম্না (উন্মাদনা-প্রদ-প্রেম্না) খগ বৃন্দং (পক্ষী সমুহং) পশু বৃন্দং,—ক্রম বল্লী বৃন্দঞ্চ (বৃক্ষলতা বৃন্দঞ্চ) প্রীণয়ং, (প্রীতিপ্রদং) অমৃত রসেন (নব-প্রাণদ-প্রেমানন্দেন) শান্তং শমগুণ-পূর্ণং (রাধাকৃষ্ণ-নিষ্ঠতাময়ং) বৃন্দাবনং নমত, (যূয়ং নমস্কুরুত) "শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধিঃ" ইতি শ্রীভাগবতৈকাদশে উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বচনং। নমস্কার ফলাৎ—বৃন্দাবন-মহিমোপলব্ধিঃ প্রেমোন্মাদ-প্রাপ্তিঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ নিষ্ঠাচ ভবতি, ইতি শ্লোকাক্ষরাণাং ধ্বনিঃ॥২৮॥

আভাস ও পদ্যানুবাদ—'শ্রীশ্রীরাধাব্রজমোহনের প্রেম-কেলির স্থান" পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত এইকথায় বৃন্দাবনের প্রেমদান মহিমা কিপ্রকাশ হইল-বুঝিতে পারিতেছিনা। বৃন্দাবনের ঐ মহিমা বলুন। উত্তর-ঐবাক্যেই বৃন্দাবনের-অপূর্ব্বাদ্ভুত-প্রেম-প্রবাহেপরিপ্লাবনের ক্ষমতারূপ মহামহিমা পরিব্যক্ত হইয়াছে। হে বন্ধুগণ! অনবরত ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনকে প্রণাম কর, তদ্দ্বারা তদীয় মহিমাজ্ঞান, প্রেমানন্দলাভ, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণে নিষ্ঠা, নিশ্চয় সংঘটিত হইবে। আহা! কে না জানে আমার প্রাণের বৃন্দাবন—পশু পক্ষী তরুলতা পর্য্যন্ত সমুদয় স্থাবর জঙ্গমকে প্রেমদানে প্রীত করেন। ইহাই কবি বিদ্যাপতির ভাষায় বলা হইতেছে যথা—

উদমদ প্রেম অমিয় রস দানে—
নিতি নিতি প্রীতি-পরফুর যো করতহি বিহগ বনগ-তরুবল্লীবিতানে।
প্রশমহ সতত, প্রেমভরে, সু-মহিম, সোই পিরীতি-রসধাম
আন পিয়াস-তাপদব শান্তক "বৃন্দা-বিপিন" মধুর যছুনাম।

(*) যে প্রেমের নিকট অনাদিনিধন সর্ব্বেশ্বরের সর্বৈশ্বর্য্য পদে পদে পরাজিত হয়, উহাকেবল মাত্র বৃন্দাবনবাসীরই নিজ ধন, এ কথা সর্ব্বসম্মত, আর উহা প্রদানের অধিকারও কেবল শ্রীবৃন্দাবনের, তাই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অন্য ধামে নিজপ্রিয়পরিকরকেও ইহা প্রদান করিতে অপারগ। পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে, টীকোক্তপূর্ব্বপক্ষের উত্তর-পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

ঊষর মপি হরিভক্তের্নানাদুর্মার্গ নিষ্ঠ মপ্যধমং
বৃন্দাবিপিন মচিন্ত্য প্রভাব মুন্মাদয়েৎ প্রেম্না ॥২৯॥

টীকা—স্থাবরতীর্য্যগাদেঃ দুর্মার্গাচার-সমুত্থ কিম্বা দুঃসংসর্গজ অপরাধ নাস্তি। সাপরাধানামস্মাকং কথং তাদৃক্ সৌভাগ্যং ভবতি? এতদুত্তর-'বৃন্দাবনস্থ অত্যচিন্ত্য প্রভাবাৎ তদাশ্রয়ে—গন্ধদ্রব্যভাণ্ড-নির্গন্ধ বস্তুবৎ যুষ্মাকমপরাধমপি ক্ষয়ং যাস্যতি,—তেন সৌভাগ্যঞ্চ ভবিষ্যতি। তদাহ—

হরিভক্তে ঊষরমপি (হরিভক্ত্যোদয়ত্বে অনুর্ব্বর ভূমিবৎ অযোগ্য মপি) নানা দুর্মার্গ-নিষ্ঠং অধমঞ্চাপি (নিষিদ্ধাচারং নীচঞ্চাপি) অচিন্ত্যপ্রভাবং বৃন্দাবনং প্রেম্না উন্মাদয়েৎ। ইত্যস্য বহুদৃষ্টান্তং সর্ব্ব গোচরত্বাৎ লোক প্রসিদ্ধ; অতঃ বঃ ক্ষোভস্য কারণাভাবঃ সবিশ্বাস-ভক্ত্যা অচিরে বৃন্দাবনাশ্রয়ং কুরু। ইতি ভাবঃ। গঙ্গা শত গুণ প্রোক্তং যত্র কেশীনিপাতিতঃ, কেশ্যাঃ শত গুণং প্রোক্তং যত্র বিশ্রামিতো হরীতি আদি বারাহে বৃন্দাবন মহিম লবশেস-মাত্র ব্যক্তং।

আভাসাদি—বৃক্ষাদি স্থাবর জাতির এবং পশ্বাদি তীর্য্যগ্ জাতির দুর্মার্গাচরণ-সঞ্জাত অথবা কুসঙ্গ-সমুত্থ ভীষণাপরাধ নাথাকায়, বৃন্দাবন তাহাদিগকে প্রেম দান করেন আমরা বহু অপরাধী, আমাদের সে প্রকার সৌভাগ্য লাভ হইবে কেন? উত্তর, বৃন্দাবনের অত্যচিন্ত্য-প্রভাবে—গন্ধ দ্রব্যে নিমগ্ন নির্গন্ধবস্তুর, সৌগন্ধ-লাভের ন্যায়—নিশ্চয়ই তোমাদেরও যুগপৎ সর্ব্বাপরাধ ক্ষয় এবং সর্ব্ব সৌভাগ্য লাভ হইবে অচিরাৎ-বৃন্দাবনাশ্রয় কর। কালীয়সর্পের ন্যায় মহাদুষ্টের অপরাধ ক্ষয়, প্রেমোদয়ও শ্রেয়োলাভ, যাহার প্রভাবের অভ্রান্ত উদাহরণ—তাহার মহিমায় অবিশ্বাসী হইও না। শ্রীবৃন্দাবনের সমুদয় রজো-কণাই রাধামাধবের পদরেণু, পরমপাবন—পরম-প্রেমপ্রদ ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত সুদুর্লভ ধন। এই নিমিত্ত বৃন্দাবনের অত্যচিন্ত প্রভাব অননুভবনীয়।

বৃন্দাবিপিনের, মহাপরভাব, ভাবনার অগোচর (*)
বরণিবেকেবা, সে মহামহিমা, নাহিক যাহার ওর।

হরিভকতির, বিশোষক মরু—ভূমি সম চিত যার,
বিবিধ বিপথে, ধাবিত যে সব অধম সুদুরাচার।

তাহারাও বৃন্দাবন-মহিমায় প্রেমে উন মদ হয়
(কতশত হেন হয়েছে হোতেছে বিদিত জগতময়।)

(*) শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীপদরজের এক একটি কণিকার কত মহিমা। (৩৮ নং শ্লোকেদেখ।)

ভক্ত্যৈকয়াঽন্যত্র কৃতার্থ মানীনো
ধীরান্তদেতন্নবয়ং বিদামঃ।
শ্রীরাধিকা মাধব বল্লভং নঃ
পরন্তু বৃন্দাবনমেব সংশ্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা—ভগবদ্ধামমাত্রস্য অচিন্ত্যশক্তিঃ শাস্ত্রানুমোদিতা। এবঞ্চ বহু মহাত্মা ধামান্তরে ভক্তি বিধানেন আত্মনং কৃতার্থং মন্যতে। তথাপি ন ত্বদুপদেশং ন করোসি? ধ্রুবং ন;

অন্যত্র (ধামান্তরে তীর্থাদৌবা) একয়া ভক্ত্যা (একাগ্রভক্তি বিধানেন) কৃতার্থ মানীনোজনাঃ "ধীরাঃ" বয়মিতি ন বিদাম (নজানীম) (✽) পরন্তু শ্রীরাধিকামাধব-বল্লভং (রাধামাধবয়োঃ প্রিয়তমং) বৃন্দাবনমেব নঃ অস্মাকং সংশ্রয়ং (পরমগতি ইত্যর্থঃ)

অন্যত্রানুরাগী 'মহতাদপিমহৎ' খ্যাতিমন্তোঽপি পন্থানামনুসরণংঅবাঞ্ছনীয়ং। ইতি শ্লোকস্যোপদেশঃ। 27022

আভাসও পদ্যানুবাদ—বগবদ্ধাম মাত্রেরই অচিন্ত্য-শক্তিশাস্ত্রানুমোদিত। দেখিতেও পাওয়াযায় অনেক মহাত্মা ধামান্তরে একাগ্র ভক্তি বিধান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, তবুও কি তুমি আমাদিগকে তদুচিত উপদেশ প্রদানে অসম্মত? উত্তর—হাঁ অসম্মত, কারণ রাধামাধবের জন্মাদি লীলা এবং পরের শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত কারণ এবং শাস্ত্রোক্তি অনু সারে বৃন্দাবনের ন্যায় অপূর্ব্বাদ্ভুত মহাধাম আরনাই।

পরমভকতি করি কোনোধামান্তরে, যাহারাকৃতার্থ করি মানে আপনারে।
হোন তারা শাস্ত্রবিদ হোনখ্যাতিমান, আমি "ধীর" বলি কভুনাহিকরিজ্ঞান।
রাধামাধবের প্রিয় লীলার নিলয়, প্রেম ধাম বৃন্দাবন আমার সংশ্রয়।
(রাধামাধবের মহা লীলা যাহে নাই, সে কিসের সুখধাম তারমুখে ছাই)

(✽) তৎ প্রমাণং বারাহে—গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং গুহ্যং পরমানন্দ কারণং, অত্যদ্ভুত রহস্যানাং রহস্যং পরমং শিবং। দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং সর্ব্বমোহনং, সর্ব্বশক্তিময়ং দেবিঃ সর্ব্বতন্ত্রে সুগোপিতং। নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরিসংস্থিতং॥ পূর্ণ ব্রহ্ম সুখৈশ্বৈর নিত্য মানন্দ মব্যয়ং। বৈকুণ্ঠাদিতদংশাংশে স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি॥

দোষাকরোহং গুণ লেশ হীনঃ
সর্ব্বাধমো দুর্লভ বস্তুকাঙ্ক্ষী।
বৃন্দাটবী মুজ্জ্বল ভক্তি সার—
বীজং কদাপ্রাপ্য ভবামি পূর্ণঃ ॥৩১॥

টীকা—কিন্তু মমভাগ্যেকিং বৃন্দাবনাশ্রয়ং ভবিষ্যতি? অহো! কদা তল্লাভে পূর্ণ মনোরথঃ ভবামি! লালসোৎকণ্ঠা পূর্ণ দৈন্যোদয়ে ইতি আক্ষেপাকাঙ্ক্ষা মাহ—সর্ব্ব দোষাকরঃ (দোষাবলীনাং খনিঃ) পুনঃ গুণ-লেশ হীনঃ এবঞ্চ সর্ব্বজীবা ধমঃ (কুক্কুর শূকরাদপি নিকৃষ্টঃ) তথাপি অহং দুর্লভ দ্রব্যাকাঙ্ক্ষী।। অহো! কদা তং (সুদুর্লভং) উজ্জ্বলভক্তি সারবীজং বৃন্দাটবীং (মধুর রসাত্মিকা ভক্ত্যেরবার্থ বীজরূপং বৃন্দাবনং) প্রাপ্য (তৎসংশ্রয়ং প্রাপ্য ইতিভাবঃ) পূর্ণো ভবামি? অত্র সারবীজ শব্দস্তু ধৃত্যর্থে—উজ্জ্বলো ভক্তিঃ কল্প-লতায় মানা ইতি ব্যঞ্জিতং ॥ ৩১ ॥

আভাসাদি—শ্রীল রামানন্দ রায়ের মুখে "কান্তাপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার" এই কথা শ্রবণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন "এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়" শ্রীবৃন্দাবন সেই উজ্জ্বল রসময়ী প্রেমার অবিনশ্বর-বীজস্বরূপ, কিন্তু সর্ব্ব জীবাধম আমার কপালে কি আজীবন বৃন্দাবনাশ্রয় ঘটিবে? দিনতো গেল, হায়! কবে সে সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব, এইরূপ লালসায়ও উৎণ্ঠায় আকুল হইয়া সদৈন্যে কহিতেছেন।

যথা—নিখিল দোষের খনি গুণ-লেশহীন
জগত মাঝারে আমি সর্ব্বাধম-দীন।
তথাপি লভিতে আশা সুদুর্লভ-ধন—
উজ্জ্বল-ভকতি-সার-বীজ-বৃন্দাবন!!
হায়! কবে পাব-বৃন্দাবনের আশ্রয়-
পূর্ণ মনোরথ হইব রে! সুনিশ্চয়।

(*) এই রূপ দৈন্যই সাধকের সর্ব্বস্ব এবং প্রেম রত্নের পেটিকা, সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাতে হীন বুদ্ধি, ব্রজানুগা প্রেমের লক্ষণ। ইহার ন্যায় ইষ্ট সাধক আর কিছুই নাই, তাহাতেই শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তি—"ন প্রেম শ্রবণাদি ভক্তি রপিবা যোগোহথবা বৈষ্ণবো। জ্ঞান ম্বা শুভকর্ম্মবা কিয়দহো! সজ্জাতি রপ্যন্থিবা", ইত্যাদি। (৫৬ নং শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখ।)

শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেম রসামৃতাব্ধে
রনন্ত পারস্য কিমপ্যুদারং।
রাধাভিদং যত্র চকাস্তি সারং
তদেব বৃন্দাবিপিনং গতির্মে ।।৩২।।

টীকা—শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেম-সার স্বরূপা শ্রীরাধা, বৃন্দাবনে সদাবিদ্যোততে, তস্মাৎ তদ্রত্নাকরং বৃন্দাবনং মমৈকাশ্রয়ং ইতি পরমাপূর্ব্বরাধানুরাগেণসমং স্বকীয় বৃন্দাবন নিষ্ঠামাহ—

অনন্ত পারস্য (অসীমস্য) শুদ্ধোজ্জ্বল প্রেমরসাব্ধেঃ সারং (আত্মসুখ-বাঞ্ছা-বর্জ্জিত-নির্ম্মল-মধুর রস-সাগরস্য সারং (সার বস্তুরূপং) কিমপ্যুদারং রাধাভিদং পরম দান-শীলং-রাধেতি নামাখ্যাতং) যত্র চকাস্তি (প্রকাশতি) (ক্ষ) তদ্বৃন্দাবিপিনং মে গতিঃ (মম অনন্যাশ্রয়ঃ) ॥ ৩২ ॥

আভাসও পদ্যানুবাদ—শুদ্ধোজ্জ্বল-প্রেম-সার প্রতিমা, কৃষ্ণকান্তাগণের মৌলীমণি—পরম করুণাময়ী শ্রীরাধা, বৃন্দাবনে সদাবিদ্যোতিতা, সুতরাং সেই পরম চিন্তামণির আধার শ্রীবৃন্দাবন আমার এক মাত্র গতি। বৃন্দাবন ব্যতিত আর কোথাও আমার আশ্রয় স্থান নাই। এই রূপ ভাবোদয়ে স্বকীয় বৃন্দাবন-নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন যথা—

পরিসীমাবিরহিত অনন্ত অপার, সুবিমলোজ্জ্বল রস সাগরের সার।
পরম মধুর রাধা নামে অভিহিতা, প্রেম চিন্তামণি ধনী ভূবন বিদিতা।
বচন, লেখনি, কলপনা, বা-ধারণা, বরণিতে অপারগযার গুণ-কণা।
যে থানে তাঁহার প্রেমকেলি নিতিনিতি, সেই প্রেমধাম বৃন্দাবনমোরগতি।

(ক্ষ) "দেবী কৃষ্ণ ময়ী প্রোক্তারাধিকাপরদেবতা, সর্ব্ব লক্ষ্মীস্বরূপাচ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিনী"। "ততঃ সাপ্রোচ্যতেবিপ্র হ্লাদিনীতি মনীষিভিঃ, যৎ কলাকোটি কোট্যংশাদুর্গাদ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকা। ইতি বৃহৎগৌতমীয়শ্লোকেন শ্রীরাধায়াঃ মহিম্ন লবলেশ মাত্র দিগ্‌দর্শিতং।

"যো মামেব প্রপন্নশ্চ মৎপ্রিয়াং ন মহেশ্বর। নকদাপি স প্রাপ্নোতি মামেবং তে ময়োসিতং ॥" (স কৃদেব প্রপন্নো য তবাস্মীতি বদে দপি। সাধনেন বিনাপ্যেব মামাপ্নোতি ন সংশয় ॥' এতদ্বয়েন শ্রীরাধাশ্রয়ং অতি কর্ত্তব্যং প্রতিপন্নঃ।

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈবগচ্ছাম্যহং কচিৎ। নিবসাম্যনয়াসার্দ্ধ মহমত্রৈচ সর্ব্বদা" এতেন শ্রীবৃন্দাবনে বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং নিত্যাবস্থান মভিব্যক্ত।

সর্ব্ব সাধন হীনোঽপি বৃন্দারণ্যৈক সংশ্রয়ঃ।
যঃ কোপি প্রাপ্নুয়াদেব রাধাপ্রিয় রসোৎসবং ॥৩৩॥

টীকা—তব রাধানুরাগং যথেষ্ট মস্তি; অতঃ যত্র তত্র স্থিত্বা বিধিবৎ সাধনানুষ্ঠানং কুরু, দ্বয়োর্মেলনাৎ-পূর্ণ মনোরথঃ ভব। বৃন্দাবন বাসার্থং এতাদৃগ্ অত্যাগ্রহেণ কিংফলং? তদাহ—অহংসাধনাসমর্থঃ অভাজনঃ বৃন্দাবনাশ্রয়ং বিনা মৎ সম্বন্ধে উপায়ান্তরং নাস্তীতিমৎসুনিশ্চিতাভাবধারণা;ঃ অত্র শ্রীগৌর-সর্ব্বেশ্বর-সম্মতং সিদ্ধান্তং শৃণু, যথা—সর্ব্বসাধনহীনোঽপি যঃ কোপি—বৃন্দারণ্যৈক সংশ্রয়ঃ(শ্রীবৃন্দাবনমেব একং সংশ্রয়ঃ অনন্যাশ্রয়ঃ যস্যসঃ) রাধাপ্রিয়-রসোৎসবং প্রাপ্নুয়াৎ।

রাধায়াঃ প্রিয় যঃরসোৎসবঃ তং (রসলীলাসংঘটনাদিকং) যদ্বা রাধাপ্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য যঃ রসানন্দং (রাস কেলি জললীলাদিকং) অথবা শ্রীরাধা যেষাং প্রিয় তেসাং রসোৎসবং (প্রীতি ময়ং তদ্দাস্যং) রাধাপ্রিয় রসোৎসবং ॥৩৩॥

আভাস ও পদ্যানুবাদ—তোমার যথোচিত রাধানুরাগ রহিয়াছে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব যে কোনও স্থানে থাকিয়া বিধিবৎ সাধনানুষ্ঠান কর, এই অনুরাগেরও সাধনের সংমিলনে অবশ্যই মনোরথ পূর্ণ হইবে, বৃন্দাবন বাসের জন্য এত অত্যাগ্রহের প্রয়োজন কি? উত্তর—আমি সাধনে অসমর্থ, চিত্ত চঞ্চল, দেহ মন মলিন ও স্বভাবের নাগপাশে বিজড়িত। পরম অভাজন আমার পক্ষ্যে এক মাত্র বৃন্দাবনাশ্রয় ভিন্ন আর কোনও গতি নাই। এসম্বন্ধে আমার সর্ব্বেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মত সিদ্ধান্ত বলিশুন (*)

সকল সাধন বিহিন যে জন, সেও যদি সারকরে বৃন্দাবন, অনন্যশরণ হয়ে,
জাতি বিদ্যাকুল নাথাকুকতার, নাথাকুকযথোচিত সদাচার, থাক্‌সুতাসুত লয়ে।

শ্রীরাধারাণীর প্রিয়রসানন্দ,ঃঅথবা যেরসে হরষগোবিন্দ—অথবা যে দাসী-ভাবে-
শ্রীরাধাতে অতি প্রিয়তাযাদের, মহাসুখোদয় হয় তাহাদের, তাহাই সেজন লভে।

(*) যাহারা আর্ষবাক্য ব্যতিত কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহারা পদ্ম পুরাণের বচন শুনুন—"অতঃ প্রভোঃ প্রিয়নাঞ্চ ধামশ্চ সময়স্যচ। অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘট॥" শ্রীবৃন্দাবনের অবিচিন্ত্য প্রভাবের নিকটে, যতই কেন অদ্ভুত হউকনা কোনও সৌভাগ্যই দুর্ঘট নহে।

ত্যজন্তুস্বজনাঃ কামং দেহবৃত্তিশ্চ মাস্তবা
ন বৃন্দাবন সীমান্তঃ পদংমে চলতু কচিৎ ॥৩৪॥

টীকা—স্বভীষ্ট দেবতায়াঃ শ্রীগৌরচন্দ্রস্যানুমোদিতাব্রজবাস-কর্ত্তব্যতা, য "কস্থেয় ? ব্রজ এব" ইতি শ্লোকাক্ষরেণ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীকবিকর্ণপ গোস্বামী অগদৎ ; তৎস্ফুরণানন্দাৎ বৃন্দাবনত্যাগে অসামর্থ্যং প্রার্থয়তি। যথা- স্বজনাঃ (স্ত্রীপুত্র মাতৃ-পিতৃ-বান্ধবাদয়ঃ সর্ব্বে) ত্যজন্তু (মাংপরিহরন্তু) ; বৃন্দাব সীমান্তঃ কচিদপি মে (মম) পদং নচলতু। (※) দুর্ভাগ্যাধিক্যবশাৎ এতাদৃশায় দুর্ব্বুদ্ধৌ জাতায়ামপি পদং গমনাপটুভবতু ইত্যর্থঃ ॥৩৪॥

আভাসও পদ্যানুবাদ—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পাঁচটি ভজনাঙ্গকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। যথা—"সাধু সঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, কৃষ্ণ সেবা ব্রজে বাস প্রধান সাধন। এ পাঁচের মধ্যে এক অল্প যদি হয়, সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়" কিন্তু সাধুসঙ্গ ও ভাগবতশ্রবণে পাত্রাপেক্ষা ; নাম কীর্ত্তনে তৃণাদপি সুনীচতাও বৃক্ষবৎ সহিষ্ণুতাদি গুণাপেক্ষা ; শ্রীমূর্ত্তিসেবায়—পদে পদে পরাপেক্ষা, এক মাত্র বৃন্দাবন বাসই স্বাধীন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাপদ ভজন। আবার কবিকর্ণপুর গোস্বামীর পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকেও কেবল মাত্র বৃন্দাবনকেই অবস্থানের স্থানরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এই মহাত্মাদ্বয়ের বাক্য, আমার শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদেরই উপদেশের প্রতিধ্বনি মাত্র সুতরাং বৃন্দাবন ব্যতিত আমার গতি নাই।"

বৃন্দাবন ত্যাগের প্রসঙ্গ আমার নিকটে প্রাণত্যাগের কথা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর, কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য দুর্দ্দৈব ও কালেরপ্রভাবে কি না হইতে পারে ? সুতরাং এই বৃন্দাবনের বাহিরে যাওয়ার দুর্ব্বুদ্ধিও আমারমনে উপজাত হইতে পারে, অতএব আমার এই প্রার্থনা। 'আশ্রম ধরম তেয়াগি' বলিয়া, ত্যজয়ে সকল স্বজনেযদি,

যথা প্রয়োজন কামনানুরূপ নাথাকয়ে কোনোজীবিকাআদি।
তবু যেন মোর নাচলে চরণ বৃন্দাবনতেজি বাহিরে যেতে
হেন দুরমতি, কালপরভাবে দৈবের বিপাকে হোলেও চিতে।

(※) বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইয়া তৎ পরিত্যাগ শাস্ত্রানুসারেও মহানিষিদ্ধ যথা—"মদ্বনং প্রাপ্য যোমূঢ় পুনরন্যত্রগচ্ছতি। স আত্মহা মহাদেব সর্ব্বথা নাত্র সংশয়।"

সমে ন মাতা সচমে পিতান
সমে ন বন্ধুঃ সচমে সখান।
সমে ন মিত্রং সচমে গুরুর্ন
যোমে ন বৃন্দাবন বাস মাদিশেৎ ॥৩৫॥

টীকা—মাতৃ পিত্রাদয়ঃ শাস্ত্রানুমোদিত মহাগুরুণা, নিজগুরুণাচ আদিষ্টেপি ত্বং বৃন্দাবনাদ্ বহির্নযাস্যসি? বন্ধুবান্ধবানাং হিতোপদেশেনাপিচ কিংনগচ্ছসি? তদুল্লঙ্ঘনাপরাধং করিষ্যসি? এতদুত্তরমাহ—যঃ মে (মহ্যং) বৃন্দাবন বাসং নআদিশেৎ (বৃন্দাবন বাসরূপ সারধর্ম্মাচরণে আদেশং ন দদ্যাৎইত্যর্থঃ) স মম মাতানহি (গর্ব্ভধারিণ্যপি মাতৃ-গুরু নহি, সচ মে পিতানহি (জনকোপি পিতৃ-গুরুর্নহি) সবন্ধুরপি বন্ধু নহি, সখাচ (সমপ্রাণতাভাবে) সখানহি, মিত্রংচ (হিতৈষণা ভাবে) মিত্রংনহি, গুরুরপি (লঘুধর্ম্মত্বেন) গুরুর্নহি (সদ্ধর্ম্মোপদেষ্টা সদ্‌গুরুর্নহি ইত্যর্থঃ) তাদৃশান্ জনান্ মাত্রাদি রূপেণ ন গণয়ামি। ভক্তবর্য্য শ্রীমদ্‌প্রহ্লাদস্য অবৈধ-পিত্রাজ্ঞালঙ্ঘনবৎ তান্‌সর্ব্বান্ শ্রীমন্মহাপ্রভোর্ম্মত-বিরুদ্ধাজ্ঞোল্লঙ্ঘনে কদাপি অপরাধং ন ভবতি ইতি তাৎপর্য্যঃ।

আভাস ও অনুবাদ—শাস্ত্রানুমোদিত মহাগুরু-পিতামাতার দ্বারা আদিষ্ট কিম্বা নিজগুরুর স্পষ্ট আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও, কিম্বা সুবিজ্ঞ বন্ধুজনের হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইলেও কি তুমি বৃন্দাবনের বাহির হইবে না? গুর্ব্বাজ্ঞালঙ্ঘন ও বন্ধুবাক্যে অবহেলা করিয়া অপরাধী হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন বৃন্দাবনবাসের ন্যায়পরম ধর্ম্মাচরণে যাহারা বিরোধী, তাহারা গুরুজন নহেন বন্ধুও নহেন।

সে আমার মাতানয় পিতাও সেনয়, সুহৃদ স্বজন সখা কিছুই নাহয়।
বৃন্দাবন বাসে নাহি আদেশে যেজন, মিত্রনয় গুরুনয় সেই অভাজন।
(পরমভক্তবর প্রহ্লাদ যেমন, ধরমে পিতার বাণী করিলা লঙ্ঘন
ভরত নারাখিলেন মায়ের বচন, রাজাসনে নাহি করিলেন আরোহণ।
সোদরেরনিদেশ উপেখি বিভীষণ, লইলেন শ্রীরামের চরণে শরণ।
নাশুনি পতির বাণী যজ্ঞপত্নীগণ, রামকৃষ্ণে করিলেন অন্ন অরপণ।
গুরুর বিরোধী হয়ে মহারাজাবলী, বামন দেবেরে দান করিলা সকলি।
তথা গুরুজনের এ অনুচিতা দেশ, অপালনে কদাপি হবেনা দোষ লেশ)

তচ্ছাস্ত্রং মম কর্ণমূল মপি ন স্বপ্নেপি যায়াদহো
শ্রীবৃন্দাবিপিনস্য যত্র মহিমা নাত্যদ্ভুত শ্রূয়তে।
তে মে দৃষ্টি পথং নযান্তু নিতরাং সম্ভাষ্যতা মাপ্নুয়ুঃ
যে বৃন্দাবন বৈভব শ্রুতি গতে নোল্লাসিন স্তে খলাঃ ৩৬

টীকা—তব নিগদিত বৃন্দাবন-মহিমা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মতঃ কিংবা সর্ব্ব মহদানু মোদিত নহি, তস্মাৎ তল্লাভায়কিং সর্ব্ব সাধন-বর্জ্জনং বিধেয়ং? ইত্যাশঙ্কয়েণ "শ্রীগৌড়েশ্বরসম্প্রদায়-সমাদৃত-শাস্ত্রাণাং ঔৎকর্ষ্যং ব্যঞ্জয়ন্ (*) সগৌরব মাহ—যত্র শাস্ত্রে—শ্রীবৃন্দাবিপিনস্য (বৃন্দাবনস্য) অত্যদ্ভুতঃ (অতিবিচিত্রঃ) মহিমা (মাহাত্ম্যং) নশ্রূয়তে তৎ শাস্ত্রং স্বপ্নেপি মম কর্ণমূলমপি (কর্ণ সমীপমপি) নযায়াৎ (ন গচ্ছতু); অপিচ যে খলাঃ (দুর্জ্জনাঃ) বৃন্দাবন-বৈভবে (বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে) শ্রুতি গতে (শ্রুতে সতি) উল্লাসিনো ন (প্রেমানন্দাবিষ্টাঃ নভবন্তি) তে মে দৃষ্টি পথং নিতরাং (অবশ্যং) নযান্তু, (নগচ্ছন্তু) নয়ন গোচরাঃ মাভবন্তু ইতি ভাবঃ। সম্ভাষ্যতাঞ্চ ন আপ্নুয়ুঃ (মম সম্ভাষণার্হতাঞ্চ ন প্রাপ্নুয়ুঃ); অহো! ইতি খেদে।

বৃন্দাবন মাহাত্ম্যশূন্য-শাস্ত্রবাক্যং প্রাণান্তেপি অহং—জাগ্রতে নশৃণোমি, অপিতু স্বপ্নেপি দূরে তিষ্ঠতু ইতি ভাবঃ।

আভাসও পদ্যানুবাদ—তুমিঃ বৃন্দাবনের যে প্রকার পরমাদভুত মাহাত্ম্য বলিতেছ ইহা তো আর সর্ব্বাদৃত-শাস্ত্র-সমূহের কথানয়, এবং সমুদয় সুবিজ্ঞ মহৎ গণেরও অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নহে। অতএব ইহার উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বসাধন-পরিত্যাগ কি যুক্তি যুক্ত? ইহার উত্তরে শ্রীমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে সমাদৃত গ্রন্থ সকলের উৎকর্ষ প্রকাশে কহিতেছেন—

বৃন্দাবিপিনের পরম-মহিমা, নাহি যাহে বরণিত
মোর শ্রুতিমূলে, সেশাস্ত্রের বাণী, নালাগুক কদাচিত।
স্বপনেও যেন নাহি হয় ইহা। আর, যাহাদের চিত-
বৃন্দাবন গুণ-বৈভব শ্রবণে নাহি হয় উলসিত—
তাহাদের সনে, কোনও কারণে, কখনও যেন হায়!
দরশ সম্ভাষ নাহি ঘটে। তারপ্রয়োজন (ও) নাহিপায়।

(*) শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু পুরাণ, বরাহ সংহিতা, পদ্মপুরাণ, যামল পঞ্চরাত্রাদি—শাস্ত্রসমূহের ঔৎকর্ষ্য।

অলমলমিহ যোষিৎ গর্দ্দভীসঙ্গরঙ্গৈ
অলমলমিহ বিত্তাপত্য বিদ্যাযশোভিঃ।
অলমলমিহ নানা সাধনায়াস দুঃখৈ (*)
র্ভবতভবত বৃন্দারণ্য মাশ্রিত্য ধন্যাঃ ॥৩৭॥

টীকা—বৃথা বিচারেণদিনক্ষয়ং মাকুরু, বিত্তাপত্য-বিদ্যা-বনিতা-সেবনাদিং বিহায়-নানাসাধনায়াসঞ্চ পরিহর। অচিরাৎ বৃন্দাবনাশ্রয়েণ ধন্যোভব। মহোচ্ছাসেন ইত্যুপদিশতি। যথা—

ইহ (সংসারে) যোষিতঃ (কান্তাঃ) এব গর্দ্দভ্যঃ তাষাং সঙ্গেন যে রঙ্গাঃ (আনন্দাঃ) তৈঃ অলং অলং (ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ইত্যর্থঃ) ইহসংসারে বিত্তাপত্য বিদ্যাশোভিঃ (ধন-পুত্র-বিদ্যা-কীর্ত্তিভিঃ) অলং অলং। ইহ সংসারে নানাসাধনানি (সিদ্ধেরুপায়াঃ) তেষু আয়াসদুঃখৈঃ (প্রয়াসজক্লেশৈঃ) অলং অলং (ন কিমপি প্রয়োজন মিত্যর্থঃ); বৃন্দারণ্যং আশ্রিত্য ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ) ভবত ভবত। যূয় মিতিশেষঃ।

আভাসাদি—স্ত্রীসঙ্গরঙ্গী পুরুষ দিগের পরিণামফল গর্দ্দবের দশাপ্রাপ্তি; নিস্তেজতাও অপবিত্রতালাভ; সুতরাং যোষিৎ গণেতে আর গর্দ্দভীতে প্রভেদকি? এই মরজগতে যোষিৎ গর্দ্দভীর সঙ্গরঙ্গে এবং বিত্ত অপত্য বিদ্যাপ্রতিষ্ঠাদিতে অন্ধ হইলে ও নানা প্রকার সাধনের আয়াসজনিত পণ্ড শ্রমে সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম গোঙাইলে আর উদ্ধারের উপায় থাকিবে না। এই সকলেতে কোন ও প্রয়োজন নাই; বৃন্দবনাশ্রয়ের ন্যায় সর্ব্বোত্তম নিরাপদ-সাধন আর কিছুই নহে, অতএব অচিরাৎ বৃন্দাবনাশ্রয়, করিয়া ধন্য হও। ইহাই এশ্লোকের উপদেশ। পদ্যানুবাদ যথা—

ত্যজ ত্যজ ভাই! আর কাজ নাই নারী-গর্দ্দভীর সঙ্গে,
বিদ্যা-যশোধনে, পুত্র পরি জনে, মাতিয়া সংসার রঙ্গে।
এসবে কেবল, সংসারশৃঙ্খল পরাইয়া মারে। তাই—
বিবিধ সাধন, সহ বরজন, কর এসকল ভাই!
নানা সাধনায়, সব বৃথা যায়। মধুর শ্রীবৃন্দারণ্য—
প্রেম সুখ ময়, চির-সমাশ্রয়—করিয়া হওরে ধন্য।

(*) সদ্গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তদুপদিষ্ট ব্রজরসে না মজিয়া নানা বিদসাধনের আয়াসে দুঃখ মাত্র সার।

বৈকুণ্ঠং কোটি কোটি প্রগুণিত মপিনোযদ্রজো লেশমাত্রং
প্রোন্মীলৎ সৌভগর্দ্ধের্লবমপি লভতে শুদ্ধভাবোজ্জ্বলায়াঃ
কুর্ব্বারন্ ভক্তিকোটিভগবতি নতথাপ্যদ্ভুত প্রেমমূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়া অভক্তৈঃ কিমপিনকলিতাংনৌমিবৃন্দাটবীংতাং ৩৮

টীকা—পূর্ব্বাম্নুবৃত্তেঃ বৈকুণ্ঠাদপি শ্রীবৃন্দাবন-মহিমোৎকর্ষংকথয়তিযথা—বৈকুণ্ঠং (শ্রীমন্নারায়ণ ধাম) কোটি কোটি প্রগুণিত মপি (বহু কোটি সংখ্যাভিঃ প্রকর্ষেণ গুণিত মপি সংবর্দ্ধিত মপি—ইত্যর্থঃ) যৎ যস্যরজস্য (ধূলেঃ) লবলেশ মাত্রং ন (ক্ষুদ্রাংশবৎ গণ্যংনভবতি) ; তস্মাৎ-যা-শুদ্ধভাবোজ্জ্বলায়াঃ (পরম প্রেম্না প্রোদ্ভাসিতায়াঃ বৃন্দাটব্যাঃ ইত্যর্থঃ) সৌভগর্দ্ধেঃ (শোভাসম্পদস্য) লবমপি (বিন্দুমপি) ন লভতে (নপ্রাপ্নোতি) ; তথা ভগবতি (শ্রীবৈকুণ্ঠনাথে) ভক্তি কোটী কুর্ব্বারন্,—তথাপি অদ্ভুত প্রেম মূর্ত্তেঃ শ্রীরাধায়াঃ ন (ন ভক্তিং কুর্য্যুঃ) এতাদৃগ্ভিঃ অভক্তৈর্যা কিমপি (কথমপি) নকলিতাং (অলব্ধাং) ; তাং বৃন্দাটবীংনৌমি।

সমগ্র বৈকুণ্ঠ শক্তিঃ শ্রীবৃন্দারণ্যৈক রজঃ কণস্য সমতাং নযাতি, যথা—শ্রীস্তবাবল্যাং

"বৈকুণ্ঠাদপি সোদরাত্মজবৃতা দ্বারাবতীসাপ্রিয়া,
যত্র শ্রীশতনিন্দিপট্টমহিষীবৃন্দৈঃ প্রভুঃ খেলতি।
প্রেম ক্ষেত্র মসৌততোঽপি মথুরা শ্রেষ্ঠাহরের্জন্মতঃ"

"যত্র ক্রীড়তি মাধবঃ প্রিয়তমৈঃ স্নিগ্ধঃ সখীনাং কুলৈঃ
নিত্যং গাঢ় রসেন রাম সহিতোপ্যস্থাপি গোচারণৈঃ।
যস্যাপ্যদ্ভুত মাধুরী রস বিদাং হৃন্তেব কাপিস্ফুরেৎ,
প্রেষ্ঠংতন্মথুরাপুরাদপিহরের্গোষ্ঠংতদেবাশ্রয়ে" ॥

আভাসানুবাদ—শ্রীবৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ হইতেও অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ যথা—

নিরবধি নিরমল, ভাবরসে উজোরল, শ্রীরাধারাণীর বৃন্দাবন,
যার রজো-লব-লেশ, মহাসৌভাগ্যের শেষ, নিরবধি করে বিকীরণ।
কোটী কোটী বৈকুণ্ঠের, মহিমা ও বৈভবের, সমাহারে সুমহাশকতি-
ধরিলেও হায় হায়! পরব্যোম নাহি পায়, যার শকতির একরতি।
কোনও জগতে আর, নাহি যার পরচার, সে অমলোজ্জল-ভাবরসে-
মূরতি গঠিত যার, প্রেমময়ী সেরাধার, ভকতেরা যাহাতে বিলসে।
শ্রীরাধার অভকত—জনে, যদি অবিরত, বৈকুণ্ঠের পতি ভগবানে—
কোটি সুভকতি করে, তভুনাহি লভে যারে প্রণমহসেই বৃন্দাবনে।

ইদমপি ভবিতাকিং ? যত্রকুত্রাপি বৃন্দা
পদমপি মমযাতং শ্রোত্র-বীথিং মকস্মাৎ।
মধুর মধুর রাধামাধবানঙ্গখেলা-
বন মুপনয়দন্তর্দাস্যতিপ্রেমমূর্চ্ছাং ? ॥:৯॥

টীকা—শ্রীবৃন্দাবনস্য সর্ব্বাতিশায়ি-গুণ-মহিম-প্রভাবেণ, তৎপ্রেমান্বিতভক্ত-বিশেষে যন্মহাসৌভাগ্যং সংঘটয়তি, সদৈন্যং তৎ প্রার্থয়তে। যথা—অকস্মাৎ যত্র কুত্রাপি "বৃন্দা" ইদং পদং (শব্দং), মম শ্রোত্র-বীথিং (কর্ণ পথং) যাতং (গতং) শ্রুতং-সদিতিশেষঃ; রাধামাধবয়োঃ অনঙ্গখেলাবনং (কন্দর্প ক্রীড়াবনং বৃন্দাবনমিতি) অন্তঃ (মনসি) উপনয়ৎ (উপস্থাপয়ৎ) প্রেম মূর্চ্ছাং (সম্বর্দ্ধিতপ্রেমমোহং) দাস্যতি (জনয়তি) ইদং (এবম্ভূতং সৌভাগ্যং) ভবিতা কিং ? ইত্যন্বয়ঃ।

বৃন্দেতি-বৃন্দাবননামার্দ্ধে শ্রবণেসতি তন্মাধুর্য্য-মহিমাদিনা সাকং রাধানন্দ-কিশোরয়োঃ রসকেলি-সম্ভূত-পরানন্দস্ফুরণাৎ অসম্বরণীয়রসোচ্ছ্বাসেন কদা মূর্চ্ছাং জনয়তি ইতি ভাবঃ।

আভাসাদি—শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বাতিশায়ি-গুণমহিমার প্রভাবে, তৎ প্রেমাধীন হইয়া যাহারা বৃন্দাবনাশ্রয় করেন, তাঁহাদের কোনও সৌভাগ্যই অলভনীয় থাকেনা; তাহাতেই দৈন্যের স্বভাবে আপনাকে অযোগ্যজ্ঞান করিয়া ক্ষোভের সহিত এই শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রেম প্রকর্ষ লাভের লালসা প্রকাশ করিয়াছেন (:!:)

যদি মোর হয়, "বৃন্দা" বর্ণদ্বয়, শ্রুতি-পথগত অমনি হায়!
"রাধা মাধবের, অনঙ্গরসের, ক্রীড়াবন" মনে পড়িয়াতায়
ত্যজিয়া সম্বিত, প্রেমে মুরছিত, যে থানে সে থানে, অমনি হব,
আমি অভাজন, কভুকি এমন, শুভ দিন এজনমে লভিব ?

:!: পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত প্রেমের এক উত্তম পরিচয় এই যে প্রিয়তমের অসম্পূর্ণ নামাক্ষর শুনিলেই অসম্বরণীয়-আনন্দাধিক্যে অঙ্গ অবশ, বাহ্যজ্ঞান বিশূন্যতা ইত্যাদি সুদিব্য ভাব উদয় হয়। ইহারদৃষ্টান্ত—শ্রীলগোবিন্দকবিরাজেরপদে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রাধা প্রেমোৎকর্ষ বর্ণনায় যথা—রাধা-নাম আধ শুনি চমকই ধরইনাপারই অঙ্গ" ইত্যাদি।

কদানু বৃন্দাবন বীথিকাস্বহং
পরিভ্রমন্ শ্যামলগৌরমদ্ভুতং।
কিশোরমূর্ত্তি দ্বয়মেকজীবনং
পুরঃ স্ফুরদ্বীক্ষ্য পতানি মূর্চ্ছিতঃ ॥৪০॥

টীকা—লালসা পরবশঃ এতেন বৃন্দাবনাশ্রিত-তৎপ্রেমবতাং মহাদ্ভুতসৌভাগ্যবিশেষং প্রার্থয়তি যথা নু ভো! কদা অহং বৃন্দাবন-বীথিকাসু (বৃন্দাবন বর্ত্মসু) পরিভ্রমন্ (সমুৎকট প্রেম ভরেণ স্বপ্রেষ্ঠয়োরন্বেষণপরঃ সর্ব্বতঃ বিচরন্) অদ্ভুতং (অলোক সামান্যং) শ্যাম-গৌরং (একঃশ্যামঃ অন্যা গৌরীতার্থঃ) একজীবনং (*) (অভিন্ন প্রাণং) কিশোর মূর্ত্তি দ্বয়ং (যুবযুগলং) পুরঃ (অগ্রতঃ) স্ফুরৎ (পরিদৃশ্যমানমিব রাজৎ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) মূর্চ্ছিতঃ (মোহং গতঃ) পতানি? প্রেমোন্মাদেন বাহ্যবিস্মৃতৌ বনভ্রমণ-লীলা-বিলসিতৌ রাধানন্দকিশোরৌ সম্মুখে বিরাজিতৌ অবলোক্য সহসা বর্দ্ধিত-প্রেমাধিক্যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্যঃভবামি ইতি তাৎপর্য্যঃ। কিশোর মূর্ত্তি দ্বয়ং ইত্যস্য "মূর্ত্তি মতি-কৈশোর-দ্বয়মেব বিরাজিতং যুবদ্বন্দ্বং" ইত্যর্থোঽপি ভবিতা।

"একজীবনং শ্যামল গৌর মদ্ভুত কিশোর মূর্ত্তিদ্বয়ং—ইতি অসাধারণ বিশেষণেনাত্র "অয়মুদয়তি মুদ্রা-ভঞ্জনঃ পদ্মিনীনাং" অনেন প্রভাকরস্য প্রতীতিবৎ শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরৌ জ্ঞেয়ৌ।

আভাসানুবাদ—পূর্ব্ব শ্লোকের অনুবৃত্তিতে প্রার্থনা করিতেছেন যথা—

কবেহেন শুভদিন হইবে আমাররে! হইবে আমার—
বৃন্দাবিপিনের পথে, প্রেমাকুলচিতেরে—বেড়াইয়া গবেষণ করিব দোহার।
রসময় অনুপম শ্যামল গউররে! যুগল মুরতি সেই যুগল মুরতি—
অদভূত সুকৈশোর, শোভায় সুন্দররে! তনুযুগে-একই পরাণে নিবসতি।
প্রেমভরে সে দোহায় নয়নেনেহারি রে! নিপতিত হব ভূমে মোহগতহয়ে
আনন্দ পুলকেতনু পূরিত হইবেরে! মহা রস পারাবারে রহিব ডুবিয়ে।

(*) প্রেমই প্রেমময়-প্রেমময়ীর :প্রাণ, প্রেমেই বাঁচন প্রেমেই মরণ। একই দীপাধারস্থ একই বর্ত্তিকারপার্শ্বদ্বয়ে-প্রজ্জ্বালিত দীপদ্বয়, যেমন একই তৈলে বা ঘৃতে প্রদীপ্তথাকে তেমনি এদুজন একই প্রেমস্নেহে সঞ্জীবিত। (১০১) নং শ্লোক দেখ।

কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তে রপিভবে
ন্নিবাসো দেহান্তাবধি যদিহ বৃন্দাবনভুবি।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোর্নবনব বিলাসৈ র্বিহরতো
পদজ্যোতিঃ পূরৈঃ রপিত্বনু মম সঙ্গোঽনুভবিতা ? ৪১

টীকা—নম্বেবম্ভূতং কদাচিদ্দর্শনং বৃন্দাবনাৎ বহিরপি সম্ভবতি, এ তদুত্তরং "দেহান্তাবধি বৃন্দাবনবাস-ব্রতানুষ্ঠানেন তত্র নবনব বিলাসৈর্বিহরতো শ্রীদম্পত্যোঃ সন্দর্শনমপি ভবতি, স্থানান্তরে কদাপি তৎসম্ভাবনং নাস্তি। সাধকোচিত দৈন্যোদয়ে আত্মনঃ অযোগ্যতাস্ফুরণাৎ এতৎসহ আক্ষেপোক্তাতঃ "অহো! কলুষিতাত্মানঃ প্রায়শঃ বৃন্দাবনভূমৌ-চিরনিবাসং ন প্রাপ্নোতি, তেনএতাদৃগ্ভাগ্যং ন লভতে। হাহন্ত! মদ্দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিস্বভাবাদি সর্ব্বং নিরবচ্ছিন্ন পাপেন নির্ম্মিতং! মল্লক্ষণস্থ পাপমূর্ত্তিঃ পুংস র্ভাগ্যে আদেহান্তং বৃন্দাবন বাসং কথং ভবিষ্যতি ?" শ্লোকেনএতদভিব্যক্তি যথা—ইহ (পরিদৃশ্যমানে) বৃন্দাবনভুবি—যদ্দেহান্তাবধি নিবাসঃ তাদৃগ্ভাগ্যং কলুষ মূর্ত্তেঃ মে মম অপি কিং ভবেৎ ? অপিতু নব নব বিলাসৈঃ (নূতনৈঃ কেলিরঙ্গৈঃ) বিহরতো (ক্রীড়তো) তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোঃ (রাধাশ্যামযোঃ ইতি তাৎপর্য্যঃ) পদজ্যোতিঃ পূরৈঃ (চরণ কান্তি পুঞ্জৈঃ সহ) কিং অনু (তৎপশ্চাৎ, তৎফলেন ইতি ভাবঃ) মম সঙ্গ ভবিতা ? ইত্যন্বয়ঃ। ইহ বৃন্দাবন ভুবি—জন্মাদিলীলান্বিত-পারকীয় রসাত্মিকা-প্রেমলীলা যত্র বিদ্যতে তদিহ ভৌমবৃন্দাবনেত্যর্থঃ।

শ্রীদম্পত্যোঃ—দম্পতি-শ্রী-রূপয়োঃ যূনোঃ। শাস্ত্রসঙ্গত উদ্বাহানুষ্ঠানং বিনা দাম্পত্য-সম্বন্ধ-নভবতি, তর্হি, শ্রীশব্দস্থ—সৌভাগ্য, সম্পদ্ সৌন্দর্য্য, ত্রিবর্গাদি নানার্থ বশাৎ তৎসংযোগে শ্রীদম্পত্যোঃ শব্দস্থ তাৎপর্য্যার্থ অত্র, পরম-প্রেম-ধর্ম্মাচরণাৎ এবঞ্চ অসমোর্দ্ধ—রূপ গুণ লীলা, বৈদগ্ধ্যাদিবশাৎ, ব্রহ্মসাবিত্রী, হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণাবধি দম্পতিনাং সৌভাগ্য-সম্পদ-সৌন্দর্য্য স্বরূপেণ বিরাজিতয়োঃ, যদ্বা—ধর্ম্মার্থ কামবৎ তেষাং সাধনীয়রূপয়ো যুনোঃ। অত্রাপি পূর্ব্ব শ্লোকস্থ টীকানুসারতঃ অসাধারণ বিশেষণেন রাধামাধবয়োঃ ইতি বোদ্ধব্যং।

আভাস—কোনও কোনও গ্রন্থের বর্ণনানুধাবনে শ্রীবৃন্দাবনের বাহিরেও তো অত্যানুরাগী ভক্তের সাক্ষাতে স্বাভীষ্টদেবতার কদাচিত দর্শনদানের

কথা দৃষ্ট হয়। অত এব ইহা দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের অসাধারণ-মহিমা কি পরিব্যক্ত হইল? এই প্রশ্ন নিরসনের নিমিত্ত শ্লোকের শব্দধ্বনি সবিশেষ অনুধাবনীয়, তদ্ যথা—"আজীবন দৃঢ় সঙ্কল্পে বৃন্দাবন বাসের অনুষ্ঠান-ফলে, নবনব-বিলাসে বিহরিত-শ্রীদম্পতির সন্দর্শন লাভ হয়। অন্যত্র কদাপি এই মহাসৌভাগ্য সংঘটনের সম্ভাবনা নাই।" তথাপি নিজকে অযোগ্য জানিয়া আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন যে—কলুষিত চিত্ত ব্যক্তিগণ প্রায়ই অস্খলিত-সঙ্কল্পে বৃন্দাবনে চিরবাস-ব্রতানুষ্ঠানের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়না। অহো! আমার দেহেন্দ্রিয়, মন স্বভাবাদি সমস্তই পাপে নির্ম্মিত! আমি প্রকৃতই পাপের মূর্ত্তি!! হায়রে! আমার দশা কি হইবে? রাধারসিকেন্দ্রের জন্মাদি লীলান্বিত-পরমোজ্জল-পারকিয়রসাত্মিকা প্রেমলীলার-ভূমি এই শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসের সৌভাগ্য কি আমার অদৃষ্টেঘটিবে? এবং তদনুষ্ঠানের মহা ফলে শ্রীদম্পতি-রাধামাধবের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহাদের শ্রীচরণের জ্যোতিঃ পুঞ্জের সঙ্গলাভ করিয়া অর্থাৎ তাহা অঙ্গে মাখিয়া কি আমি পূর্ণ মনোরথ হইব?

পদ্যানুবাদ—জনমে জনমে মহা অপরাধী পাপের প্রতিমা আমি,
এই বৃন্দাবন হবেন কি হায়! মোর চিরবাস-ভূমি?
সদানবনব-নানাসুবিলাসে পরম-হরষ ভরে—
যথা শ্রীদম্পতি (✠) বিলসিত নিতি প্রেম-মহা-পারাবারে।
অবিচল হয়ে লভিবকি সেই—"এই বৃন্দাবনে" স্থিতি
রস-দরশের সনে, সে যুগের পাইব চরণ জ্যোতি!

(✠) যথাশাস্ত্রবিবাহ ব্যতিত দাম্পত্য সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়না। শ্লোকোক্ত শ্রীদম্পতি শব্দ, বিশেষার্থ বাচক-অসাধারণ-বিশেষণ। যথা—শ্রীশব্দের অর্থ—সৌন্দর্য্য, সম্পদ্ সৌভাগ্য, ত্রিবর্গ ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মাসাবিত্রী, হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণাবধি যে খানে যত দম্পতি আছেন শ্রীশ্রীরাধাব্রজেন্দ্রনন্দন—সমস্তের সাধনীয়বস্তু; সুতরাং তাঁহারা "শ্রীদম্পতি"। এই ব্যাখ্যার নিষ্কর্ষমর্ম্ম এই যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভৌম-বৃন্দাবনে যে রস নির্য্যাস আস্বাদনে ও যে সর্ব্বাতিশায়ী-পরমতম-প্রেমধর্ম্মাচরণে নিত্যবিলসিত উহা এবং তাঁহাদের-রূপ, গুণ, লীলা, বৈদগ্ধ্যাদি লক্ষ্মীনারায়ণাবধি সমগ্র পতি-পত্নির সৌভাগ্য সম্পদাদিরন্যায় প্রার্থনীয় এবং ধর্ম্মার্থকামের ন্যায় সাধনেরধন। অন্য পতিপত্নির—কা কথা সত্যভামার সহিত স্বয়ং দ্বারকানাথই উহা আলোচনায় বিহ্বল হইয়া উঠিয়া ছিলেন (বৃহৎ ভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য) অতএব কেবল মাত্র শ্রীরাধামাধবই শ্রীদম্পতি শব্দের বাচ্য।

ভূতং স্থাবর জঙ্গমাত্মকমহোযত্র প্রবিষ্টং কিম
প্যানন্দৈক ঘনাকৃতি স্বমহসা নিত্যোৎসবং ভাসতে।
মায়ান্ধীকৃতদৃষ্টিভিস্তু কলিতং নানা বিকল্পাত্মনা
তদ্‌বৃন্দাবিপিনং কদাধিবশতঃ স্যান্মেতনুশ্চিন্ময়ী ॥৪২॥

টীকা—বিনা প্রেম-নেত্রাভ্যাং অপ্রকট-লীলা-বিলাসিনঃ ভগবতঃ দর্শনং নভবতি, বৃন্দাবনে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বনেনকিং প্রাকৃতাক্ষিভ্যাং ইহজন্মনি—দলীল-ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বস্য সন্দর্শনংস্যাৎ? ধ্রুবমেবস্যাৎ। বৃন্দাবন-প্রবিষ্টং স্থাবর জঙ্গমাত্মকং দর্ব্বং, দিব্যানন্দঘনস্বরূপায়িতম্ভবতি, তস্মাৎ অপ্রাকৃত-নয়নেন সন্দর্শনাধিকারো প্রজায়তে। তদাহ—যত্র প্রবিষ্টং স্থাবর জঙ্গমাত্মকংভূতং (পশুপক্ষী কৃমিকীট পতঙ্গ মানবাদিকং বৃক্ষ লতাদিকঞ্চেত্যর্থঃ) কিমপি (অনির্ব্বচনীয়েন ইতি ভাবঃ) আনন্দৈক ঘন (আনন্দসার মাত্র পূর্ণেত্যর্থঃ) আকৃতির্যস্য তাদৃশং যৎ স্বস্য (নিজস্য) মহঃ (জ্যোতিঃ) তেন, নিত্যোৎসবং (নিত্যানন্দ যুক্তং সৎ ইত্যর্থঃ) ভাসতে (রাজতি); তু(কিন্তু) মায়য়া (অবিদ্যয়া) অন্ধীকৃতাদৃষ্টি র্যেষাং তাদৃশৈর্জনৈঃ (সংসার মোহান্ধৈরিতি নিষ্কর্ষঃ) নানাবিকল্পাত্মনা (বিবিধ বিকৃত স্বরূপেণ) কলিতং, (দৃষ্টং; প্রাকৃত বস্তুবৎ প্রতীতং ইতি তাৎপর্য্যঃ); তদ্‌বৃন্দাবনং অধিবশতঃ (সম্যক্‌তিষ্ঠতঃ) মে (মম) তনু (দেহং) কদাচিন্ময়ীস্যাৎ? (জ্ঞানঘনাঅজড়াবিকৃতরূপাচ স্যাৎ)

আভাস—সঙ্কল্পপূর্ব্বক আজীবন বৃন্দাবন-বাস-ব্রতানুষ্ঠানের ফলে কি অপ্রকট-লীলা-বিলসিত রাধাশ্যাম সুন্দরকে প্রাকৃতনয়নেই ইহজন্মে সন্দর্শনের মহাসৌভাগ্য ঘটিয়া যায়? উত্তর—হয়বৈকি? সর্ব্বতোভাবে বৃন্দাবনে প্রবেশলাভ অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে বাহিরে না রাখিয়া মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি সর্ব্বতত্ত্বেরসহিত বৃন্দাবনাশ্রিত মানবগণ দিব্যাবস্থা প্রাপ্তহন, তাহাতেই তাহাদের নয়নাদি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই চিন্ময় হইয়া যায় এবং অপ্রাকৃতনয়নে, ভাগ্যবান্‌গণ যুগলের সাক্ষাদ্দর্শনলাভ করেন—

পদ্যানুবাদ—অহো কি মহিমা! পশু পাখী নর নারী, বৃন্দাবনগত তরুলতা আদি করি।
সকলি আনন্দ ঘন দেহে বিরাজিত, নিজ তেজে উজোর সতত উৎসবিত।
মায়ান্ধতা-বশেতে তথাপি হীন জন, নেহারে প্রাকৃত সম নানা বিকল্পন।
হরি হরি! নিবসিয়া এই বৃন্দাবনে, চিনময় হবে মোর কায়া কতদিনে?

যত্র প্রবিষ্টঃ সকলোঽপি জন্তুঃ
সর্ব্বঃ পদার্থো প্যবুধৈ রদৃশ্যঃ
স্বানন্দ সচ্চিদ্ ঘনতা মুপৈতি
তদেব বৃন্দাবন মাশ্রয়স্ত ॥ ৪৩ ॥

টীকা—ননু বৃন্দাবনস্থ শূকর গর্দ্দভাদিজন্তুঃ মল-মার্জ্জকাদি ঘৃণার্হ নরোঽপি কিমত্রস্পর্শনীয়ঃ ? আহ-সর্ব্ব এব যথাযোগ্য পূজনীয়ঃ কৃমিকীটাদি গর্হিততম প্রাণ-ভৃৎ, অস্পৃশ্য পদার্থাবধিচ অত্র সচ্চিদানন্দরূপতা মুপৈতি। শ্লোকেন এতদ্বিবৃতিঃ যথা—যত্র (বৃন্দাবনেত্যর্থঃ) প্রবিষ্টঃ (সম্যক্‌লব্ধপ্রবেশঃ ইতিভাবঃ) সকল জন্তুরপি (উত্তমাধমনির্ব্বিশেষেণ সমস্তজীবোপি) সর্ব্বপদার্থোঽপি (শুদ্ধাশুদ্ধ বস্তু মাত্রমপী-ত্যর্থঃ) অবুধৈঃ অজ্ঞৈঃ অদৃশ্যঃ (অদর্শনীয়সন্) সু (উত্তম) যঃ আনন্দঃ (প্রেমানন্দ-রিতিভাবঃ) তৎ সংবীত ঘনত্বং (সমুত্তমসান্দ্রানন্দময়ত্বং) এতি (প্রাপ্নোতি); তদেব বৃন্দাবন মাশ্রয়স্ত, হে সর্ব্বেবুধা ইতি শেষঃ।

আভাস—তাহা হইলে কি বৃন্দাবনস্থ কুক্কুর শূকরাদি অস্পৃশ্যজন্তু এবং মলমূত্রপরিষ্কারক নীচ জাতিও অস্পৃশ্যনহে ? উত্তর—সকলেই পবিত্রবস্তু। কেবল ইহারাকেন—কৃমিকীটাদি গর্হিততম-প্রাণীগণ এবং অস্পৃশ্যবস্তুপর্য্যন্ত বৃন্দাবনের সমস্তদ্রব্যই পরানন্দঘনতত্ত্ব, অবিদ্যাগ্রস্ত-অবোধ জনের অদৃশ্য-সান্দ্রমহানন্দঘন স্বরূপে বিরাজিত। হেয়, ঘৃণনীয়, অস্পৃশ্য, বস্তু বৃন্দাবনে নাই। (※)

পদ্যানুবাদ—কৃমি কীটাবধি যাবতীয় জীবচয়, চর্ম্মপাদুকাদি যত পদার্থআছয়,
প্রবেশের মহাভাগ্য লভিলে যথায়, সৎ-চিদানন্দ ঘন বস্তু হয়ে যায়।
এ মহিমা হয় অবোধের অগোচর, বৃন্দাবন সমাশ্রয় করজ্ঞানী নর!

(※) তবে কোনও সাধুসজ্জনেই গর্দ্দভাদি অস্পৃশ্যজন্তুকে কিম্বা ভাঙ্গী, চণ্ডা-লাদি নীচজাতিকে স্পর্শকরেন নাকেন ? উত্তর—উচ্চাধিকারী মহাত্মাগণের অন্তরে সততই এই রূপ বুদ্ধি বিদ্যমান আছে যে বৃন্দাবনের কুক্কুর গর্দ্দভাদি এবং ভাঙ্গী প্রভৃতি নীচজাতি এবং ব্রজরজোস্পৃষ্ট মন্দদ্রব্যাদিও পবিত্র বস্তু, কিন্তু শ্রীভগবদ্ বিগ্রহ এবং ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও ভক্ত মণ্ডলী, যাহাদের হৃদয়কমলে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা স্বরূপেবিরা-জিত, তাঁহারা এইসকল নিকৃষ্টপশু ও মানবাদিহইতে বহু গুণে পবিত্র। অতএব ইহাদিগকে স্পর্শকরিয়া শ্রীভাগবৎ বিগ্রহকে কিম্বা ঐ সকল মহান্‌কে স্পর্শ, কিম্বা তাঁহাদের সেবোপচারাদি প্রস্তুত, বহন, বা স্পর্শ করিলে শাস্ত্রানুসারে অপরাধ হইবে। ইত্যাদি কারণে স্পর্শ করেন না। "আমিবড়" এই অভিমানে নহে।

বৃন্দাবনস্থেষ্বপি যে হত্র দোষা
নারোপয়ন্তি স্থিরজঙ্গমেষু।
আনন্দ মূর্ত্তিষ্বপরাধিনস্তে
শ্রীরাধিকা মাধবয়োঃ কথংস্যুঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকা—সচ্চিদানন্দ ঘনতাংপ্রাপ্তে বৃন্দাবনস্থে স্থাবরজঙ্গমে কিমপি দোষ সংস্পর্শঃ ন যাতি, তস্মাৎ তেষু দোষারোপিণঃ (ধামাপরাধিনঃ) রাধামাধবয়োর্নিজগণ স্থান্তঃ প্রবেশং ন লভন্তে। যথা—যে জনাঃ অত্র বৃন্দাবনস্থেষু অপি স্থির জঙ্গমেষু (অচল সচলেষু প্রাণভৃৎসুচ) দোষান্ আরোপয়ন্তি (মিথ্যাদোষান্ স্থাপয়ন্তি) তে আনন্দ-মূর্ত্তিষু অপরাধিনঃ শ্রীরাধিকামাধবয়োঃ কথংস্যুঃ? (কিদৃশং ভবেয়ুঃ) নৈবতে রাধামাধবয়ো নিজজনত্বং লভন্তে ইতিভাবঃ।

আভাস—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইহজীবনেই সচ্চিদানন্দ-ঘন-দেহধারী ভাগ্যবান্ গণের আর কোনও প্রকার দোষের সংস্পর্শপর্য্যন্ত সম্ভব হয়না, সুতরাং তদবস্থাপ্রাপ্ত বৃন্দাবনের মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির অথবা বৃক্ষ লতা গুল্মাদির উপরে যাহারা নানা বিধ দোষারোপকরে, সেই সকল ধামাপরাধী ব্যক্তিগণ এই অপরাধে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ হইতে পারেনা, সুতরাং রাধাশ্যামের সাক্ষাৎ দর্শনাদি কোনও মহাসৌভাগ্যই এজীবনে লাভ করিতে পারেনা। ইহাদের সুদুর্ল্লভ মানব জন্ম বৃথা হইয়া উঠে। রাধারসিকেন্দ্রে প্রীতিপোষণ করিয়াও তাঁহাদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়!

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবনে বিরাজিত স্থাবর জঙ্গম
সকলি আনন্দ ঘন-তনু-অনুপম।
যে সকল অভাজন, দোষাবলী আরোপণ—
তাঁহাদের উপরে করয় হায় হায়।
এই অপরাধ-ফলে, যায় তারা রসাতলে—
রাধামাধবের জন হইতে না পায়॥

(*) নামাপরাধীর যেমন নামের কৃপাবিনা উপায়ান্তর নাই, তেমনি ধামের কৃপা-ব্যতিত ধামাপরাধীরও অন্যউপায় নাই। ভক্তের নিকটে ও ধামের নিকটে অপরাধী গণ ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হয়না।

যে বৃন্দাবনবাসি নিন্দনরতা যে বা ন বৃন্দাবনং
শ্লাঘন্তে, তুলয়ন্তি যেচ কুধিয়ো কেনাপি বৃন্দাবনং।
যে বৃন্দাবন মত্র নিত্য সুখচিদ্রূপং সহন্তে ন বা
তৈঃ পাপিষ্ঠ নরাধমৈর্নভবতু স্বপ্নেপি মে সঙ্গতিঃ ॥৪৫ ॥

টীকা—যে শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রীতি মন্তঃ, যেচ বৃন্দাবননিন্দনরতাঃ অপিচ যে তদ্গুণ-মহিমাদি শ্রবণাসহিষ্ণবঃ তৈঃ পাপিষ্ঠ নরাধমেষু সধিক্কারং ঘৃণা প্রদর্শয়ন্ তৈঃ সঙ্গবর্জ্জনং প্রার্থয়তি। যথা—

যে ইতি যে জনাঃ বৃন্দাবন বাসিনাং নিন্দনরতাঃ (কুৎসাকথনে প্রবৃত্তাঃ) যেবা বৃন্দাবনং ন শ্লাঘন্তে (ন প্রশংসন্তি) যেচ কুধিয়ঃ (মন্দমতয়ঃ) কেনাপি স্থানেন বৃন্দাবনং তুলয়ন্তি (সমীকুর্ব্বন্তি); যে অত্র বৃন্দাবনং (অস্যাং ভুবি-বৃন্দাবন মিত্যর্থঃ) "নিত্যসুখ-চিদ্রূপং" (সচ্চিদানন্দময়ং ইত্যর্থঃ) ইতি বর্ণনং ন সহন্তে (ন স্বীকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ) তৈঃ পাপিষ্ঠৈঃ নরাধমৈঃ সহ স্বপ্নেঽপি মে (মম) সঙ্গতিঃ (সংসর্গঃ) ন ভবতু ॥৪৫॥

আভাস—যে সকল কুমতি, সতত বৃন্দাবনবাসীর নিন্দায় নিরত, যাহারা কখনও শ্রীবৃন্দাবনের প্রশংসার কথা মুখে আনেনা, অথবা যাহারা অন্যস্থানের সহিত শ্রীবৃন্দাবনের তুলনা করে, আর যাহারা বিদ্যমান ভৌম বৃন্দাবনের নিত্যতা ও চিদানন্দ স্বরূপতার প্রতিবাদ করে, এজগতে তাঁহারাই নরাধম এবং পাপিষ্ঠ; কদাপি ইহাদের সঙ্গকরা কর্ত্তব্য নহে; স্বপ্নেও না। করিলে সমস্ত সৌভাগ্য চলিয়া যাইবে। (*)

পদ্যানুবাদ—ইঁদুর বানর মশা মাছি কচ্ছপাদি।
যে কোনও বৃন্দাবন-বাসীকেও যদি।
নিন্দে কোনো মন্দমন, নাপ্রশংসে বৃন্দাবন, তুলনা করয় আনধামাদিরসহ
কিম্বা "নিত্যানন্দরূপ, চিনময় অপরূপ-বৃন্দাবন," এ কথা সহিতে নারে কেহ
কভুযেন সে পাপিষ্ঠ নরাধম গণে
নাহেরি নাসঙ্গকরি জাগরে স্বপনে।

(*) এই সকল নরাধমকুমতি কোনও ভাগ্যে বৃন্দাবনস্থ হইলেও নিজদোষে সচ্চিদানন্দতা লাভ করিতে পারে না, সুতরাং ইহারা সর্ব্বথা অবজ্ঞেয় এবং অসম্ভাষ্য।

(‡) ইহারা প্রায়শঃ যে সকলজনসঙ্কুলস্থান অপক্ক সাধকের ভজনসাধনের পক্ষ্যে অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছে তথায় উৎপাত করিয়া ভজনোপযোগী নিরুপদ্রব স্থানে প্রেরণ করে।

অসহ্য বহু দুর্ব্বচো যদি বদন্তি সাক্ষাৎ স্ত্রিয়ং
বলাদপহরন্তিচেৎ প্রিয় সুতাদিকং ঘ্নন্তি বা।
ধনাদ্যপিচ জীবনং যদি হরন্তি বৃন্দাবন-
স্থিতা স্তদপিতে প্রিয়া মমভবন্তি বন্দ্যাঃ সদা ॥৪৬॥

টীকা—পূর্ব্বানুবৃত্তোঃ অনেনাপি ততোধিক বৃন্দাবনৈক প্রাণতাংব্যঞ্জয়ন্ স্বাবধারণ মাহ—বৃন্দাবনস্থিতাঃ (বৃন্দাবনাধিবাসিনঃ জনাঃ) যদি মমসাক্ষাৎ (নয়ন-গোচরং) অসহ্যং (অসহনীয়ং) বহুদুর্ব্বচঃ (কটুক্তিং) বদন্তি, চেৎ (যদি) স্ত্রিয়ং (বনিতাং) বলাৎ অপহরন্তি, অথবা প্রিয় সুতাদিকং (স্নেহাস্পদ-পুত্রকন্যাদিকং) ঘ্নন্তি (বিনাশয়ন্তি); ধনাদি (ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্ত্যাদি) হরন্তি; জীবনাপহরণা-নুষ্ঠানঞ্চ আচরন্তি (প্রাণ হরণান্তে প্রীতি প্রদর্শনাদি নসম্ভবতি, তর্হি ইয়ং লক্ষণাত্মিকা ব্যাখ্যাঃ) তদপি তে জনাঃ মমপ্রিয়াঃ পরং (বহু) বন্দ্যাশ্চ (বন্দনীয়াশ্চ) ভবন্তি।

আস্বাদনী—শ্রীবৃন্দাবনের উপরে যাঁহাদের মদীয়তা বুদ্ধি অর্থাৎ "আমাদের-বৃন্দাবন" বলিয়া অভিমান, সেই সকল মহাশয়েরাই প্রকৃত বৃন্দাবনবাসী। বৃন্দাবনের নিন্দুক এবং প্রশংসা অসহিষ্ণু মন্দমতি গণের নিকটে বৃন্দাবন পরের দেশ, সুতরাং কোনও কারণে বৃন্দাবনেবাসকরিলেও তহারা বৃন্দাবন বাসীনহে। যথার্থ বৃন্দাবন বাসীরা যদি ধন মান হরণ করেন, পত্নী কাড়িয়ানেন, প্রাণ তুল্য কন্যাদিবধ করেন, এমন কি প্রাণ হরণের চেষ্টানুষ্ঠান করেন তথাপি বৃন্দাবন-প্রিয়তারূপ বর্ণনাতীত গুণের এবং বৃন্দাবনাধিবসতিরূপ মহাসৌভাগ্যের পরমাধার বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমুদয় অঘটন সংঘটিত হইলেও তাঁহারা প্রীতি ভক্তির পাত্র। স্বাবধারণরূপে, ব্রজানুগাভজনের এই মূলভিত্তিটি, এ শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবনবাসী গণ যদ্যপি আমায়—
যাহাতে উপজে ব্যথা, হেন বহু কটুকথা, বলে যাহাকিছুতেই সহানাহি যায়।
দারাপহরণ করে, পুত্রাদি পরাণে মারে, ধন যশ গৌরব জীবন হরে লয় (*)
তথাপি তাঁহারা মোর, বন্দনীয় প্রিয়বর, এই অভিমান মোর সদাযেন রয়।

(*) প্রাণ নাশের পরে প্রীতি প্রদর্শন অসম্ভব বিধায় প্রাণনাশের চেষ্টাই এখানে জীবন হরণের অর্থ।

পরস্ব স্তেয়ৈক ব্যসনমপি নিত্যং পরবধূ
প্রসক্তং বিশ্বেষামহহ বহুধা হিংসক মপি ।
দুরাচারং লোভাদ্যুপহতমপি ভ্রাত রুরুণং
দিবান্ধস্তং বৃন্দাবনগতজনং নাবগণয়েঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকা—বৃন্দাবনাশ্রয়ী পরদারাশক্তঃ· পরধন লোভী, তস্কর হিংসকাদি দুরাচারোপি কিং অগ্রাহঃ ? এতদুত্তরং-অল্পাধিকগুণাঃ সর্ব্বেম্বপি বসন্তি,কেচিদুত্তমগুণাশ্চ বিদ্যন্তে, অতঃ "বৃন্দাবনগত জনাঃ দুরাচার ইত্যবধারণং কদাপি ন কর্ত্তব্যং," গুণাবিষ্কারেণ তেষু শ্রদ্ধাচরণং কর্ত্তব্যং ইত্যভিপ্রয়েন আহ—

পরস্বঃ (পরধনঃ) তত্র স্তেয়ৈকব্যসন মপি, (চৌর্য্যে একান্তাশক্ত মপি) নিত্যঃ (নিরন্তরং) পরবধূষু প্রসক্তমপি, বিশ্বেষাং (জগতাং) বহুধাহিংসক মপি, লোভাৎ উপহত মপি (বিনষ্ট জ্ঞানাদি যস্য তথা বিধমপি) বৃন্দাবন গতজনং দুরাচার মিতি ন অবগণয়েঃ (ন অবজ্ঞানীয়াঃ) অপিতু বৃন্দাবনস্থংজনং অরুণং (বাল সূর্য্য সদৃশং) ত্বং দিবান্ধঃ (আলোকাসহিষ্ণু পেচকবৎ গুণ-দর্শনাক্ষমঃ ইতি ভাবঃ) হে ভ্রাতঃ ইত্যবধারয়েতিশেষঃ। ইত্যবধারণেন শ্রদ্ধাসংরক্ষণীয়েতি ভাবঃ।

আভাস—চৌর্য্যাদি জঘন্যপাপে যাহারাসর্ব্বদানিরত, তাহারা তো চিরদিনই সাধুজনের ঘৃণার্হ, কেহ বৃন্দাবনাশ্রয়ী হইয়া এই রূপ জঘন্য পাপাচরণ করিলে তিনিও কি ঘৃণার্হ নহেন ? এই প্রশ্নের উত্তর—৪৩ নং শ্লোকোক্ত সৌভাগ্যের অলাভে কাহারওদ্বারা তদ্রূপ পাপাচরণ সম্ভব হইলেও তিনি অবজ্ঞেয় নহেন, সকলেরই কিছু না কিছু গুণ, অবশ্যই থাকে; তাঁহার গুণানু সন্ধান করিয়া, এবং বৃন্দাবনসংপ্রাপ্তিরূপ পরম সুমহান্ সৌভাগ্যেরআলোচনা দ্বারা, ভগবান্ভার্গবের মাতৃহত্যার ন্যায় নিশ্চয়ই ইহার কার্য্য তমোগুণের ক্রিয়া নহে, আমি—দিবান্ধপেচকের ন্যায় গুণান্ধ, তাহাতেই ইহার ব্যবহারের সদুদ্দেশ্যগ্রহণও গুণ দর্শন করিতে পারিতেছিনা" এই রূপ উপলব্ধি করিবে, ইহাই শ্লোকের শিক্ষা। (পরের শ্লোকের ব্যাখ্যাদেখ)

পদ্যানুবাদ—পরদারেরুচিআর পরস্বহরণ, নিতি নিতি নিরবাহ যাহারব্যসন।
অশেষ বিশেষে বিশ্ববাসীর হিংসায়, রত হয়ে অনুদিন, যার দিন যায়।
লোভে উপহত আর হীন সর্ব্ব গুণে, বদিবা এমনি দেখ ব্রজবাসী জনে।
তথাপিও অবহেলা করিওনা তায়, এই অপরাধে ভাই! সবকুল যায়।
ভাবিও দিবান্ধসম গুণান্ধ আপনে, শকতি নাহিক পরগুণ দরশনে।

নির্মর্য্যাদাশ্চর্য্য কারুণ্য পূর্ণৌ রাধাকৃষ্ণৌ পশ্যতশ্চেৎ কদাচিৎ
যঃ কোপ্যস্মিন্ যাদৃশস্তাদৃশোবা দেহস্যান্তে প্রাপ্নুয়াদেব সিদ্ধিং

টীকা—এতাদৃক্ ব্যবহারাৎ অধর্ম্মাচরণাভ্যাসেন অবশ্যম্ভাবি পাপাশক্তি প্রজাতায়াং সত্যাং সর্ব্বনাশমুপৈতি ! ইত্যাশঙ্কায়াঃ অত্র অবসরং নাস্তি। যতঃ বৃন্দাবন বাসবশতঃ তৎ ক্রীড়াপরয়োঃ রাধানন্দকিশোরয়োঃ পূতদৃষ্টি লাভঃ কদাকুত্র অবশ্য মেব ভবতি, তদেব সর্ব্বে বৃন্দাবন বাসিনাং দেহান্তে সিদ্ধিঃ সংজায়তে। তদাহ—

নির্ম্মর্য্যাদং (সীমাতিক্রমি) আশ্চর্য্যং (বিস্মাপকং) যৎ কারুণ্যংতেন পূর্ণৌ রাধা-কৃষ্ণৌ কদাচিৎ (যেন তেনাবসরেণ ক্বচিৎ) পশ্যতঃ (পবিত্রমবলোকয়তঃ ইত্যর্থঃ) চেৎযদি (যৎ কস্কনেতিশেষঃ); স যাদৃশঃ তাদৃশোবা (স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ বিধর্ম্মীবা) যঃ কোপি (বাল বৃদ্ধ বনিতাঃ ব্রাহ্মণঃক্ষত্রিয়শ্চণ্ডালাদি র্বা) অস্মিন্ (ইহ বৃন্দাবনে) দেহস্যান্তে সিদ্ধিং (সাধানফলং) প্রাপ্নুয়াদেব (লভেতৈব); সা ফলাগম সুকৃতিনাং নিত্যসিদ্ধদেহেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ-চির প্রেম—সেবানন্দ লভনং। অধমানামপি ইহ ধাম্নি দেব দুর্লভ-স্থাবর-তির্য্যগস্থ লাভেন তয়োর্দর্শনং পদরেণু স্পর্শমিত্যাস্ব সুসৌ-ভাগ্য প্রাপ্তিরিতি বৈষ্ণব সিদ্ধান্তঃ। (দ্বিপঞ্চাশৎ সংখ্যক-শ্লোকস্য টীকা দ্রষ্টব্যং) ৫০

আভাস—এই প্রকারে স্বধর্ম্মত্যাগ ও সুদীর্ঘকাল অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে পাপাচরণ প্রকৃতিগতহইয়া কি সর্ব্বনাশ ঘটিবেনা? উত্তর-ঘটিবে না। যে হেতুক বৃন্দাবনে বাসও বিচরণের ফলে কোনও নাকোনও সময়ে অবশ্যই বৃন্দাবন বিলাসি-যুগলের পবিত্র দৃষ্টিলাভ হবেই হবে। তাহাহইলেই মরণান্তে সিদ্ধিলাভ।

"সিদ্ধি" অর্থে এখানে বৈষ্ণবীয় সিদ্ধি অর্থাৎ সুকৃতি জনের পক্ষে—নিত্য সিদ্ধ গোপী দেহে রাধাগোবিন্দের প্রেমসেবানন্দলাভ এবং অধম জনেরপক্ষে—যথা যোগ্য স্থাবর দেহ কিম্বা ইতর প্রাণী দেহে বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া তাঁহাদের পদরেণু, অঙ্গসৌগন্ধ ও স্পর্শাদি প্রাপ্তি। শেষোক্তসৌভাগ্যটিও দেব-সুদুর্লভ, সুতরাং তৎ প্রাপ্তিও মহা সুমঙ্গল সিদ্ধি।

পদ্যানুবাদ—উচ্ছলিত চমৎকার, সীমাহীন করুণার আধার-আমার রাধাশ্যাম।
বৃন্দাবনাশ্রয় কর, লভিবে বিমলতর, তাহাদের "দিঠি" অনুপাম।
পাপী তাপী দুরাশয়, নারী বা পুরুষ চয়, পাইয়াসে পূতাবলোকনে॥
তনুত্যেজি বৃন্দাবনে, লভে সিদ্ধি অসাধনে, যে-সে-দেহে পায় সে দুজনে।

রাধামধুপতি পাদাম্বুজ ভক্তি রসপুর দূর মুক্তস্য
অজিতেন্দ্রিয়স্য কৃপয়ামম বৃন্দারণ্য মাশ্রয়োভবতু ॥৫১॥

টীকা—আত্মনঃ পূর্ব্বাবস্থা স্মরণাৎ-অনেন দৈন্যং প্রকট য়তি, অহোবিড়ম্বনা। জ্ঞান-গর্ব্বানুরোধাৎ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ নিত্যসেবা রূপং স্বধর্ম্ম পরিহারকঃ মায়াবাদমতা বলম্বকঃ অহং পরম মন্দঃ। তেন রাধামধুপতের্ভক্তৈঃ চিরমুপেক্ষিতঃ অপিতু অজিতে ন্দ্রিয়ঃ (দন্তমাৎসর্য্যাদীনাং চিরদাসঃ)।। মদ্ভাগ্যেকিং আজীবনং বৃন্দাবন-বাসো ভবিষ্যতি? ইতি ভাবনাৎ বৃন্দাবনাশ্রয়ং প্রার্থয়তি। যথা—

রাধামধুপত্যোঃ (রাধা-বৃষভানুজা; মধুঃ—মধুর-রসঃ, শৃঙ্গার রসঃ ইতিযাবৎ, তদধিপতীত্যর্থে মধুপতি শ্রীকৃষ্ণঃ—তয়ো রাধাকৃষ্ণয়ো ইত্যর্থঃ) পাদাম্বুজেষু (চরণ এব কমলাঃ তেষু) ভক্তৈঃ (ভক্ত জনৈঃ) দূর মুক্তস্য (দূরতঃ পরিত্যক্তস্য) অজিতেন্দ্রিয়স্য মম; বৃন্দাবনং নিজ কৃপয়াআশ্রয়ঃ ভবতু। (রস পুর মুক্তস্যেতি ছন্দার্থয়ো বাধ কাপপাঠঃ ॥ ৫১ ॥

আভাস—গ্রন্থ কর্ত্তা পরম বন্দনীয় শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী, আপন প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমুকুন্দবিবংশ গোস্বামীকে, একাদশীর দিনে তাম্বুল চর্ব্বনাপরাধেপরিত্যাগ করেন তথাপিও শ্রীসরস্বতী পাদ তৎসহ সংশ্রব রক্ষা করায় বৃন্দাবনের সমগ্রবৈষ্ণব মণ্ডলী গ্রন্থকার শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে যে স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন, সে পরের কথা এ শ্লোকে পূর্ব্বাবস্থাকে অর্থাৎ মায়াবাদী সন্ন্যাসী দশাকে স্মরণ করিয়া অথবা তদ্ অবস্থার স্ফুরণে আপনাকে রাধাকৃষ্ণ ভজনপরায়ণ ভক্ত মহাত্মাগণের চির উপেক্ষিত ও দন্তাদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত মনে করিয়া—এই রূপ আক্ষেপ উপজাত হইল—"বৃন্দাবন বাসের অনুরোধে তদ্বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ অবশ্যই দোষাবহনহে কিন্তু হায়! আমি বৃথা পাণ্ডিত্যগর্ব্বে অন্ধ হইয়া স্বতঃই যে—রাধাকৃষ্ণের সেবারূপ স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনায় জীবনাতি বাহিত করিয়াছি ও ভক্ত কৃপায় বঞ্চিত হইয়াছি।। আমার ভাগ্যে কি আজীবন-বৃন্দাবনবাস ঘটিবে?" তাহাতেই এশ্লোকে বৃন্দাবনের অযাচিত কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছেন—

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবনে বাস লাগি, বিরোধি-ধর্মত্যাগী, কোনোও না হয়দোষলেশ,
আমি মায়াবাদে মজি, রাইকানু সেবাতেজি, চিরঅপরাধীরে অশেষ।।
তাহাতে অজিতেন্দ্রিয়, ভকতেরো নহিপ্রিয়, তাঁহাদেরো চির উপেখিত।
বৃন্দাবন নিজ গুণে, এই নিরুপায় জনে কৃপাকরি করুন আশ্রিত।

পরধন পরদার দ্বেষ মাৎসর্য্য লোভা-
নৃত পুরুষ পরাভিদ্রোহ মিথ্যাভিলাপান্।
ত্যজতিযইহভক্তো রাধিকা প্রাণনাথে
নখলু ভবতি বন্ধ্যা তস্য বৃন্দাবনাশা॥৪৮॥

টীকা — কিন্তু পঙ্কিল গঙ্গা যমুনা জলবৎ, বৃন্দাবনাশ্রয়ী সদা সুপবিত্রঃ স্যাৎ, তদ্দেহ মনসোঃ কদাপি দোষস্পর্শো ন সম্ভবতি, ইত্যবধারণং কৃত্বা পাপাচরণং মা কুরু; অনেন ইত্যুপদিশতিযথা—যঃ জনঃ ইহ (অস্মিন্ বৃন্দাবনে স্থিতোঽপি) রাধিকায়াঃ প্রাণ নাথে (ব্রজেন্দ্র নন্দনে) ভক্তঃ সন্ পরধনেষু পরদারেষুচ প্রসক্তিঃ ত্যজতি ইতি শেষঃ এবঞ্চ দ্বেষঃ (বৈরাচারঃ)মাৎসর্য্যং(পরোৎকর্ষ অসহিষ্ণুতা)লোভঃ (পরধন লালসা) অনৃতং (কাপট্যং) পরুষ (নিষ্ঠুরব্যাপারং) পরাভিদ্রোহঃ (পরানিষ্টঃ) মিথ্যাভিলাপং (মিথ্যা বাক্যাং) এতান্ত্যজতি, তস্য বৃন্দাবনাশা (বৃন্দাবনে চিরবাসেন রসময় দাস্য সৌভাগ্য লাভাশা) নখলু (নৈব) বন্ধ্যা(বিফলা) ভবতি (৪৮)॥

আভাস—"গঙ্গা যমুনার জল যেমন পঙ্কিল হইলেও অপবিত্র হয়না, তেমনি বৃন্দাবন বাসিরও পাপাচরণে পাতিত্য বা মালিন্য নাই", এইরূপ সিদ্ধান্তের অধীন হইয়া অপরের প্রতি উচ্চভাব পোষণ করিবে; কিন্তু সাবধান! ইহার বলে তুমি কদাপি পাপে নিমগ্ন হইও না। তাহা করিলে হয়ত বৃন্দাবনে চিরবাসের ও তৎফল প্রাপ্তির সকল আশাই বিফলে যাইবে (পাপাচার পরিত্যাগেই তৎ প্রাপ্তি সুনিশ্চিতা।

পদ্যানুবাদ—("সুরধুনিনীর আবিল হলেও পরম পাবন যথা
বৃন্দাবনবাসী দোষী হইলেও মহা পূজনীয় তথা"
তা বলিয়ে কভু কেহ যেন ভাই! ডুবিওনা পাপাচারে
তাহাই এখন কহিছেন জীবে, সাবধান করিবারে)
পরধনেমতি ' পরদারে রতি, নিঠুর জীবের প্রতি
পরের কুশলে মনে দুখ বোধ, লোভের দুরানুগতি,
কপটাচরণ আর কঠিনতা, অপরের অপকার
অসত্যভাষণ, (সত্তেরেদুষণ) যে করিয়া পরিহার
এইবৃন্দাবনে, শ্রীরাধারমণে, আশাধরি পড়ে রয়
তাহার সেআশা কিছুতেই কভু, বিফল নাহিক হয়।

কুরুসকল মধর্ম্মং মুঞ্চসর্ব্ব স্বধর্ম্মং
ত্যজগুরুনপি বৃন্দারণ্য বাসানুরোধাৎ।
স তব পরম ধর্ম্মঃ সাচ ভক্তির্গুরুণাং
সকিল কলুষরাশির্যদ্ধি বাসান্তরায় ॥৪৯॥

টীকা—পরন্তু বৃন্দাবনে নিজাচরিত নিত্য নৈমিত্তকস্য ধর্ম্মাচারাদেঃ সংরক্ষণস্য বিঘ্নোপজাতেসতি এবঞ্চ দুর্জ্জনাদিনাংপরাক্রমাৎ অধর্ম্মাচরণংবিনা বৃন্দাবনাবস্থানস্য অসম্ভাবনায়াং, অনভীষ্টঅধর্ম্মাচারং বিধেয়, স্বধর্ম্মত্যাগঞ্চ কর্ত্তব্য। অতএব তৎকারণাৎ তব বৃন্দাবনত্যাগার্থং দৃঢ় সঙ্কল্প-মাতৃপিত্রাদি গুরুমপি পরিহর; তদপি বৃন্দাবন বাস মাত্যাজ, ইত্যুপদেশ মাহ—

বৃন্দারণ্যে বাসস্য অনুরোধাৎ (বৃন্দাবনবাসার্থং) সকলমধর্ম্মং সকলংনিষিদ্ধাচারং) কুরু; সর্ব্বং স্বধর্ম্মং(আশ্রমোচিত নিজকর্ত্তব্যং, নিত্যনৈমিত্তিক বাহ্যধর্ম্মাচরণং বা) মুঞ্চ (ত্যজ); গুরুমপি (গুরুজনং, পিত্রাদিমপি ত্যজ (পরিহর); সতব পরম ধর্ম্মঃ (সঃ অধর্ম্মাচরণং স্বধর্ম্ম ত্যাগশ্চ তব সুমহান্ ধর্ম্মঃ) সাচ গুরুণাংভক্তিঃ গুরুন্ ত্যাগঃ এব অত্রাবস্থায়াং গুরুণাং ভক্তিঃ) যৎহি (যদেব) বাসান্তরায় (বৃন্দাবন বাসস্য বিঘ্নোৎপদকঃ ইত্যর্থঃ) স কিল (নিশ্চিত) কলুষ রাশিঃ (পাপপুঞ্জঃ) ॥৪৯।

আভাস—উদ্দেশ্য এবং মনোভাবই ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রধান নিয়ামক, সেই জন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পিত্রাজ্ঞাপরিপালন এবং ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদের পিত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন-দুইই সদ্ধর্ম্মের আদর্শ। পরম ধর্ম্মের নিমিত্ত সাধারণ ধর্ম্ম বর্জ্জন, শাস্ত্রানুসারে ও অবৈধনহে, অতএব নিজের আশ্রমোচিত কর্ত্তব্যপালনের কিম্বা নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মাচরণের বাহ্যাঙ্গপরিত্যাগ না করিলে যদি বৃন্দাবন বাসের বাধা জন্মে অথবা দুর্জ্জনের দুরতিক্রমাপরাক্রমাদির প্রভাবে—অনভীষ্ট-অধর্ম্মাচরণ না করিয়া তথায় বাস করা যায় না, তাহা হইলে উহা করিয়াও বৃন্দাবনবাসরূপ পরম ধর্ম্মাচরণ করা উচিত। কখনও অধর্ম্মাচরণেরজন্য বৃন্দাবনাশ্রয় কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু বৃন্দাবন বাসের উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া অনভিষ্ট নিষিদ্ধাচরণ করা দোষাবহনহে।

পদ্যানুবাদ—বহু অধরমাচার যদি হয় করিতে, সকল স্বধর্ম্মাচার যদি হয়তেজিতে।
যদি প্রয়োজন হয় গুরু জনে ছাড়িতে, অনায়াসে কর বৃন্দাবন-বাস করিতে।
ইহাই ধরম, এই ভকতি হে গুরুতে, তাই পাপ যা কিছু বাধক হয় ইহাতে।

যত্তদ্ বল্গন্তু শাস্ত্রাণ্যহহো জনতয়া গৃহ্যতাং যত্তদেব
স্বং স্বং যত্তন্মতং স্থাপয়ন্তু লঘুমতিস্তর্কমাত্রে প্রবীনঃ।
অস্মাকন্তূজ্জ্বলৈকোন্মদ-বিমল রস-প্রেম-পীযূষ মূর্ত্তেঃ
শ্রীরাধায়াঃ বিহারাটবি মিহ নবিনান্যত্র নির্যাতি চেতঃ ৫৪

টীকা।—মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রে বৃন্দাবনাশ্রয়স্য স্পষ্ট ব্যবস্থানাস্তি। তদুক্ত প্রব্রজ্যা বিধান, বৃন্দাবন প্রসঙ্গশূন্য যথা—"পঞ্চাশোর্দ্ধ্বেবনং ব্রজেৎ" ইতি তদুক্ত বিধানং যেন কেনাপি বনগমনোপদেশাত্মকং বাক্য মাত্রম্। অপিতু চিত্ত-শুদ্ধি-সমন্বিতং সাধনানুষ্ঠানং বিনা কেনাপি সিদ্ধির্নভবতি ইতি বিদাং মতম্। বৃন্দাবনে পর্ণকুটী নির্ম্মাণস্য কর্ত্তব্যতা কুত্র? এতদুত্তরে "কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজেসদা"॥ ইতি শ্রীমচ্চৈতন্য চন্দ্র-সম্মত পাদ বিধানানুগত স্বকীয় মনোগতি প্রকাশতি যথা—

শাস্ত্রাণি ধর্ম্ম-সংহিতাদয়ঃ যৎ-তৎ বল্গন্তু (উল্লম্ফয়ন্তু, ব্যবস্থাপয়ন্তু ইতি ভাবঃ) জনতয়া (লোকবৃন্দেন) যত্তদেব গৃহ্যতাং (গৃহীত মস্তু) তর্কমাত্রে প্রবীণাঃ (তর্কৈক-দক্ষঃ) লঘুমতিঃ (অল্প বুদ্ধি জনঃ) স্বং স্বং মতং (নিজনিজসিদ্ধান্তং) স্থাপয়ন্তু। অস্মাকন্তু, উজ্জ্বলঃ (শৃঙ্গারঃ) একঃ (সর্ব্বোত্তমঃ) উন্মদ. উন্মাদকঃ বিমলঃ (শুদ্ধঃ) রসোযস্য তাদৃশং যৎ প্রেমপীযূষং-তন্ময়ী মূর্ত্তির্যস্যা তথা ভূতায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ বিহারাটবীং (ক্রীড়াবনং বৃন্দাবন মিত্যর্থঃ) বিনা ইহ জগতি অন্যত্র চেতঃ (চিত্তং) ন নির্য্যাতি ন চলতি ॥৫৪॥

আভাস—মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রব্রজ্যার যে ব্যবস্থা আছে উহাতে বৃন্দাবন বাসের তো কোন ও কথাই নাই, যে কোনও বনে বাস করিলেই হয় বিশেষতঃ চিত্ত শুদ্ধির সহিত সাধনানুষ্ঠান বিনা কোনও সিদ্ধি লাভ হয় না, ইহা পণ্ডিত গণের সিদ্ধান্ত। বৃন্দাবনে পর্ণ কুটিরে বাসের ব্যবস্থা কোথায়? টীকায় উদ্ধৃত "কৃষ্ণং জনং" শ্লোক, এই প্রশ্নের সমীচিন উত্তর। গ্রন্থকর্ত্তা তদবলম্বনে আপন মনোগতিও বৃন্দাবন নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—করুন শাস্ত্রেরা উল্লম্ফন, লোকে যা-তা করুণ গ্রহণ।
লঘুমতি তার্কিক সকল, নিজ মত করুন প্রবল।
উন্মদবিমল উজ্জ্বল-প্রেমে যাহাসদা টল টল।
রাধিকার সেই ক্রীড়াবন, ছাড়িতে চাহেনা মোর মন।

স্নিগ্ধশ্যামাভিরামাচ্ছবি মৃদু মসৃণোত্তপ্ত হেমাবদাতং
জ্যোতির্দ্বন্দ্বং কিশোরাকৃতি মধুর মহোদ্ ঘূর্ণমানং রসেন।
নিত্যং যত্রৈব খেলায়তি মদন-কলা কৌতুকেনাত্যুদারং
সারং সারাদশেষাদপি তদিহ ধনং শ্রীলবৃন্দাবনং নঃ ৫৫

টীকা—অসংখ্য চিত্ত শুদ্ধ্যাদিকান্ সর্ব্বেষাংসারাৎসারস্ত—প্রেমমহাভাণ্ডারস্য শ্রীবৃন্দাবনস্ত সার্ব্বোৎকর্ষং ব্যঞ্জয়ন্—পূর্ব্বাত্নবৃত্তে বৃন্দাবন-নিষ্ঠাং প্রদর্শয়তি যথা—

স্নিগ্ধা (প্রেমার্দ্রা) শ্যামা (শ্যামবর্ণা) অভিরামা (মনোহারিণী) ছবিঃ (কান্তিঃ) যস্ত তৎ (শ্রীকৃষ্ণেতি বোদ্ধব্যং) তথা মৃদু (কোমলং) মসৃণং (চিক্কণং) উত্তপ্তং (অগ্নিদগ্ধং) যৎ হেম (স্বর্ণং) তদ্বদবদাতং (গৌরং) (অত্র শ্রীরাধেতি বোদ্ধব্যাং) কিশোরাকৃতি মধুরং (কুমারাকারেণ মধুরং) রসেন (অনুরাগেণ) ঘূর্ণ-মানং (বিঘূর্ণিত দেহ মনসং) জ্যোতির্দ্বন্দ্বং (অত্যুজ্জ্বল-স্বকান্ত্যাঃপ্রদীপ্ত—জ্যোতির্ম্ময়ং প্রোদ্ভাসৎ-যুগল মিতি ভাবঃ) মদন কলা কৌতুকেন (কন্দর্প লীলা চাতুর্য্যজনিত কুতূহলেন) অত্যুদারং (অতি মনোহরং যথা স্যাত্তথা) যত্র নিত্যং (সততং) খেলায়তি (ক্রীড়তি) অশেষাদপি (অসংখ্যাতঃ ভগবদ্ধামান্তরাদপি, অগণ্য সিদ্ধিসাফল্য দায়কাদপিচ) সারাৎ সারং তৎ ইহ (অস্মিন্) শ্রীলবৃন্দাবনং (সৌন্দর্য্য, সৌভাগ্য, সম্পদান্বিতং বৃন্দাবনং) নঃ (অস্মাকম্) ধনং (সর্ব্বস্বং) ॥৫৫॥

আভাস—যে পরম-পাবন মহালীলা শ্রবণ পঠনে চিত্তশুদ্ধিরসহিত বৈকারিক ভাববিনষ্ট হয়, তাহার রঙ্গভূমি বৃন্দাবনযে অনন্ত চিত্ত শুদ্ধ্যাদির ও নিখিল ভগবদ্ধামের সারাৎসার, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাই কহিতেছেন অত এব হেভ্রাতৃবৃন্দ! বৃন্দাবনই আমাদের ধন অর্থাৎ পরম সম্বল। অন্য কিছুতেই আমাদের প্রয়োজন নাই। ইহাই অভিপ্রায়।

পদ্যানুবাদ—রসময় একঅমল শ্যাম, আর উত্তপ্ত হেমানুপাম।
মৃদু সুচিক্কন মধুরা কৃতি, যাহাবিরাজিত যুগল জ্যোতি।
মধুর রসের সুমহাপাকে, ঘূরূপিতস্মরকলা কুতুকে।
কিশোর মূরতি পরমোদার, যে ধামে সেই তো সারের সার।
তাই আমাদের পরমধন, (পরমসম্বল) শ্রীবৃন্দাবন।

রাধামাধব পাদপঙ্কজ রজঃ প্রেমোন্মদে তৎপ্রিয়-
ক্রীড়া কানন বাসিষু স্থিরচর প্রাণিষ্বপি দ্রোহিষু।
প্রদ্বেষং পরমাপরাধ মহহো ত্যক্তেতরৈ রপ্যঘৈ
র্যুক্তোপ্যামরণাল্ল লব্ধবসতি বৃন্দাবনে স্যাৎকৃতী ॥৫২॥

টীকা—পঞ্চাশৎ সংখ্যক—শ্লোকান্তর্গত "যাদৃশস্তাদৃশোবা যঃ কোপি" ...ক্যস্য তাৎপর্য্যেণ ইতি ন সিদ্ধান্তিতব্যং—বৃন্দাবনস্থেষু স্থির চরেষু বিদ্বেষ্টাঃ আমরণ-...ন্দাবন বাস-লাভেন সিদ্ধি মাপ্নোতি। তদাহ—

রাধামাধবয়োঃ পাদপঙ্কজরজঃসু (পাদ এব পদ্ম তৎ পরাগেষু) প্রেমাউন্মদাঃ প্রেমাহ্লাদ-বিহ্বলাঃ) সন্তঃ এতস্মিন্ প্রিয়ক্রীড়া-কাননে (প্রিয়তায়ত্র, তত্রক্রীড়াবনে; যা প্রিয়া যা ক্রীড়া—কন্দর্পকেলি ইতিযাবৎ তৎ সাধক কাননে বৃন্দাবনেঽর্থঃ) বসন্তীতি তথোক্তাঃ তেষু স্থিরচর প্রাণীষু (পশু পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-উরগ-মানবাদয় বৃক্ষ লতাগুল্মাদি সর্ব্বভূতেষু) দ্রোহিষপি (অনিষ্ট যাচয়ৎ-মশক মর্কট মূষিকাদি উৎপাতক প্রাণীষপি) প্রদ্বেষং (বিদ্বেষরূপং) পরমাপরাধং ত্যক্ত্বা ইতরৈ রন্যৈ রপি (অন্তবিধৈঃ) ...ঘৈঃ পাপৈঃ যুক্তোজনঃ বৃন্দাবনে আমরণাত্তং লব্ধাবসতিযেন তথাভূতঃসন্ কৃতী ...তত্র প্রেয়োলাভাৎ কৃতার্থঃ) স্যাৎ। অহহেতি বিস্ময়ে ॥৫২॥

আভাস—পঞ্চাশ নম্বরের শ্লোকে যে "যাদৃশোতাদৃশ-যে কেহ" শব্দ আছে ...র অভিপ্রায়—বৃন্দাবন বাসী স্থাবর জঙ্গম যে কোনও প্রাণীতে বিদ্বেষী মহাপরাধী ...তত অন্তবিধ পাপী, ঐ প্রকার বিদ্বেষী জনের চিরবাস অথবা তৎফলে সদ্গতি ...ও অতীব সুকঠিন। ইহাই এশ্লোকের মূল কথা।

পদ্যানুবাদ—রাধামাধবের "পদ পরিমলে হোয়েসদা উনমত্ত।
তাঁহাদের প্রিয়-কেলিকাননেতে নিবসিলে অবিরত।
বৃন্দাবিপিনেতে স্থির চর নর আছয়ে যতেক প্রাণী।
দ্রোহি হইলেও তাদের বিদ্বেষ, সুমহা-দোষের খনি।
সে মহা বিষম-পরমাপরাধ, ঘটিলে ভরসা নাশ।
সব যায় দূরে, আর নাহি পূরে সুমহা ভক্তাভিলাষ।
তাহাবিনা আর, যত কিছু পাপ সকলি লয়ে কায়-
আমরণ বৃন্দাবিপিনে বসতি, যে মহা কৃতীর হয়।

যে লোক বেদোদ্ধৃত মার্গভেদৈ
রাবিশ্য সংক্লিশ্যত রে বিমূঢ়াঃ ।
হঠেন সর্ব্বং পরিহৃত্য বৃন্দা-
বনান্তরে পর্ণকুটীং কুরুধ্বং ॥৫৩॥

টীকা—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ" শ্রীগীতোপনিষদি—ইতি যদ্ভগবদ্বাক্যং বর্ত্ততে তদুক্ত শরণস্য প্রকারং—"রাধামাধব পাদ পঙ্কজরজঃ প্রেমোন্মদেতি" পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যয়ন্ অনেন তন্নিরূপদোপায়ং কথয়তি । যথা—

হে বিমূঢ়াঃ (বিমুগ্ধাত্মনাঃ) লোকেষু বেদেষুচ উদ্ধৃতাঃ (উদ্ধৃতঃ বিহিতা ইতি যাবঃ) যে মার্গ ভেদাঃ (ধর্ম্মবর্ত্ম বিশেষাঃ) তৈঃ আবিশ্য (আবেশিতভূত্বা) ন সংক্লিশ্যত, সংক্লেশং গচ্ছত) ; সর্ব্বং (বৈদিকলৌকিকআচারাদিকং) হঠেন (সহসা দ্বিধারাহিত্যে ইতি ভাবঃ পরিহৃত্য (পরিত্যাগপূর্ব্বকং) বৃন্দাবনান্তরে (বৃন্দাবনমধ্যে) পর্ণকুটীং (পত্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহং) কুরুধ্বম্ সর্ব্বাশক্তিং বিহায় বৃন্দাবনাশ্রয় মাচর ইতি শ্লোকস্য শিক্ষা ॥৫

আভাস—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে শ্লোকটি টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ভগবদ্বাক্যের অর্থ-"সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে একান্ত শরণাপন্ন। এই শরণাপত্তির প্রকার—সর্ব্ব ধর্ম্মাতীত নিরুপাধিক-অবাধ-প্রেমাবলম্বে বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ,—পূর্ব্ব শ্লোকে ইহা বিবৃত করিয়া এই শ্লোকে তৎ পদ্ধতি প্রকাশ করিতেছেন। সে পদ্ধতি-এই যে—সকল জন, অ লোকের বিধির অনুশাসিত সমস্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে পর্ণ কুটীর প্রস্তুত প্রশান্তচিত্তে নিরুদ্বেগে তাহাতে পরমানুরাগে অবস্থান ও যুগল ভজন।

পদ্যানুবাদ—বিধানিত লোকবেদ মার্গাচারে, আবেশ ত্যেজিয়া উপরে উঠ
যে ধরমাচারে শুধু শ্রম সার, এখনি সে সব কর পরি
তুতদ শ্রীবৃন্দাবনের ভিতরে, নিবস নিরবি পরণ কুটী
কর, যুগলের চরণ সার, এতোতে ধরম নাহিক আর।

অপার-করুণাকরং ব্রজ-বিলাসিনী-নাগরং
মুহুঃ সুবহু-কাকুভি র্নতিভি রেতদভ্যর্থয়ে।
অনর্গল-বহন্-মহাপ্রলয়-সীধু-সিন্ধৌ মম
ক্বচিজ্জনুষি জায়তাং রতিরিহৈব বৃন্দাবনে ॥ ৫৬ ॥

টীকা—"ইহ ধনং শ্রীল-বৃন্দাবনং নঃ" পূর্ব্বশ্লোকোক্তমেতৎ সিদ্ধান্তেন সমং। সাধকোচিতদৈন্যোপজাতেন—অহো! দরিদ্রস্য ধনবৎ পরমপ্রিয়তা দূরেহস্তু, ইহ বৃন্দাবনে পরমাধমস্য মম রতিমাত্রমপি নাস্তি! অতঃ চেৎ রাধানন্দকিশোরয়োঃ প্রাপ্তয়োরপি বিনা ব্রজপ্রেম্ণা কথং সেবিষ্যে? ইতি প্রেম-ক্ষোভাকুলঃ সন্ দীনবচনেন বৃন্দাবনে রতিং প্রার্থয়তি যথা—

অপারকরুণাকরং (অশেষকৃপানিধানং "কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি" ইত্যাদৌঃ প্রমাণৈঃ) ব্রজবিলাসিনীতি অত্র শ্রীরাধা তস্যা নাগরং (কান্তং শ্রীকৃষ্ণমিতি যাবৎ) মুহুর্ব্বারম্বারং সুবহু-কাকুভিঃ (কাতরোক্তিভিঃ) নতিভিশ্চ (প্রণামৈশ্চ) এতৎ অভ্যর্থয়ে (যাচে), মম ক্বচিৎ জনুষি (জন্মনি), অনর্গলং (অবাধিতং) যথাস্যাৎ তথা বহন্ মহাপ্রলয়-সীধু-সিন্ধুঃ (পরমপ্রেমৈব মধু তস্য সাগরঃ) যস্মিন্ তাদৃশে ইহৈব (অস্মিন্নেব বৃন্দাবনে) রতিঃ (প্রেমলক্ষণা প্রীতিঃ) জায়তাম্। "মায়াবাদার্কতাপ-দগ্ধস্য রস-লেশ-বিহীনস্য পরমাধমস্য মম, ইহ জন্মনি, বৃন্দাবন-রতি-লাভ-প্রার্থনাধিকারো নাস্তি" ইতি পরম-মনোহর-দৈন্যেন বৃন্দাবন-প্রেম-পূর্ণত্বেঽপি এতাদৃক্ প্রার্থনা সম্ভবতি;—"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ" প্রেমাবতারস্য শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রস্য ইত্যুক্তিবৎ ॥ ৫৬ ॥

আভাস—"একমাত্র বৃন্দাবনই আমাদের ধন" পূর্ব্ব শ্লোকের এই সিদ্ধান্ত নবীন বিক্রমে হৃদয়ে জাগরিত হওয়ায় প্রেমের স্বভাবে পরম দৈন্যোদয়ে যেন মনে হইতে লাগিল—হায় হায়! কোথায় দরিদ্রের ধনের মত মহাপ্রীতি করিব, এ হেন বৃন্দাবনে আমার প্রেমলক্ষণা রতিই নাই! অহো বিড়ম্বনা! ব্রজানুগা প্রেম ব্যতীত শ্রীরাধা মাধবকে পাইয়াই বা কি হইবে? সেবা করিব কি দিয়া? তাহাতেই বৃন্দাবনের লতাগুলিকে পর্য্যন্ত, যিনি প্রেমদানে প্রফুল্লা এবং নৃত্যশীলা করেন, সেই অপার করুণাকর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণে বৃন্দাবন-রতি প্রার্থনা করিতেছেন। রতি অর্থ—প্রেমলক্ষণ স্থায়ীভাব-বিশেষ, রতির পরিপক্কাবস্থাই

প্রেম। যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "রতি গাঢ় হইলে ধরয়ে প্রেম নাম" বাল্য-পৌগণ্ডোদয়ের পরে সুনিশ্চিত যৌবনোদয়ের ন্যায় রতির উদয়ে প্রেমলাভ সুনিশ্চিত। সেই জন্য শ্লোকে সদৈন্যে রতিলাভের প্রার্থনা।

আর আপনার পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতিতে পরম বন্দনীয় গ্রন্থকার মহাশয় অনুতপ্ত হইয়া বুঝি মনে করিলেন হা ধিক্! "সোঽহং" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এই বিষাক্ত-ভাবনা করিতে করিতে সুদুর্ল্লভ নরজন্মটি মাটি করিয়াছি! এ জন্মে আমার রসলেশ-বিহীন প্রতপ্ত-মরুপ্রাণে বৃন্দাবন-রতি লাভের কোনও আশাই নাই! তাহাতেই প্রার্থনা করিতেছেন—কোনও জন্মে যেন আমার বৃন্দাবনে রতি জন্মে। এ প্রকার পরম-মনোহর-প্রাণস্পর্শী দৈন্য, একমাত্র আমার জগন্মঙ্গলাবতার-শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তেতেই সম্ভব হয়; কারণ যাঁহারা সুনির্ম্মল মহাপ্রেমে পরিপূর্ণ, তাঁহারাই মনে করিয়া থাকেন হায় কি দুর্ভাগ্য! শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের অপার করুণায় সমগ্র প্রাণীই প্রেমলাভ করিল, কেবল জীবাধমতম পাপাত্মা আমিই বঞ্চিত রহিলাম!! তাহাতেই পরম-প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্তি—"দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ, সেহো মোর কৃষ্ণে নাহি হয়।" তাহাতেই প্রেমের চরম পরিপাক মহাভাবের মহাপ্রতিমা স্বয়ং শ্রীরাধারাণীর আক্ষেপোক্তি—"সখি! আমার প্রাণবল্লভ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমি এখনও বেঁচে আছি!! হায় হায়! অধন্যা অভাগিনী আমাতে নিরুপাধিক-নির্ম্মল প্রেমের নবলেশও নাই! যে হেতুক—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, সেই প্রেম নৃলোকে না হয়,
যদি হয় তার যোগ, কভু না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জীয়য়।

আর তাহাতেই শ্রীগৌরাঙ্গ-সুধাকরের অপরিসীম করুণায় নবজীবন প্রাপ্ত, বৃন্দাবন প্রেমোন্মত্ত আমাদের গ্রন্থকার মহোদয়ের এই চারু পরমা-চিত্তদ্রাবিণী দৈন্যোক্তি। এই প্রকার অকপট কাকুবচনে পুনঃ পুনঃ প্রণতির সহিত প্রার্থনা করিতে পারিলে, সে প্রার্থনা কিছুতেই বিফল হয় না, হাতে হাতে ফল লাভ হয়। ইহাই শ্লোকের শিক্ষা।

পদ্যানুবাদ—অপার করুণাকর, শ্রীরাধার সুনাগর—শ্রীহরির চরণকমলে।
বহু কাকুতিতে আর, প্রণতিতে বারবার, মিনতি লুটিয়া ভূমিতলে॥
নিতি যাহে অবাধিত, প্রেমমধু প্রবাহিত, সেই প্রেমসিন্ধু অনুপমে।
সে বৃন্দাবনের প্রতি, হেন অবিচলা রতি, জনময়ে কোনও জনমে॥

নানামার্গরতোঽপি দুর্ম্মতিরপি ত্যক্তস্বধর্ম্মোঽপি হি
স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি দূরভগবৎসম্বন্ধ-গন্ধোঽপি চ।
কুর্ব্বন্ যত্র চ কামলোভবশতো বাসং সমস্তোত্তমং
যায়াদেব রসাত্মকং পদমহং তন্নৌমি বৃন্দাবনম্ ॥ ৫৭ ॥

টীকা—"ভগবদ্বহির্ম্মুখস্য রিপুপরতন্ত্রস্য কলুষিতচেতসো মল্লক্ষণজনস্য বৃন্দাবন-রতিলাভেন কিং স্যাৎ? নূনং কিমপি সৌভাগ্যং ন ভবিষ্যতি।" অস্মিন্, কস্যাপি ইত্যাশঙ্কায়াঃ অবসরো নাস্তি, বৃন্দাবনবাসেন এতে সর্ব্বে বিনষ্টতাং যান্তি। এতন্মহিমোল্লাসাৎ বৃন্দাবনং প্রণমতি। যথা—

নানামার্গেষু (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবিধপথিষু বিবিধাচারেষু ইতি ভাবঃ) রতোঽপি (প্রবৃত্তোঽপি), দুর্ম্মতিরপি (মন্দবুদ্ধিজনোঽপি); ত্যক্তস্বধর্ম্মোঽপি (বিবর্জ্জিতঃ নিজধর্ম্মঃ যেন তথাবিধোঽপি); স্বচ্ছন্দাচরিতোঽপি (স্বেচ্ছাচারী অপি); দূরে ভগবতঃ (শ্রীহরেঃ) সম্বন্ধগন্ধঃ যস্য তাদৃশোঽপি (তদ্বজ্জনোঽপি) কাম-লোভ-বশতঃ (কামস্য লোভস্য চ বশী ভূত্বা) যত্র বাসং কুর্ব্বন্ সমস্তোত্তমং পদং যায়াৎ গচ্ছেৎ (সর্ব্বোত্তম ইতি পদবীং খ্যাতিং, যদ্বা রাধাদাস্যরূপং সর্ব্বোত্তম-পদং লভেত) রসাত্মকং প্রেমময়ং ধাম তদ্বৃন্দাবনং অহং নৌমি (স্তৌমি) ॥৫৭॥

আভাস—"রিপু পরতন্ত্র, দুর্ম্মতি, স্বধর্ম্মচ্যুত, স্বেচ্ছাচারী, ভগবদ্বিমুখ আমি বৃন্দাবন-রতি লাভ করিলে কি হইবে? এগুলি দূর না হইলে তো আর কোনও সৌভাগ্যই সংঘটিত হইবে না।" এখানে কাহারও এপ্রকার কোনও আশঙ্কার অবসর নাই। বৃন্দাবনে বাসের ফলে অর্থাৎ মন বাহিরে রাখিয়া অবস্থানরূপ 'প্রবাস' না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বৃন্দাবনে বাস করিলে সমস্ত স্বভাব ব্যবহারাদি উত্তমতা লাভ করে* এই সর্ব্বাতিশায়ী মহাশক্তির স্মরনানন্দে বৃন্দাবনের বন্দনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—বিবিধ-বিপথগত, কদাচারে রত; দুরমতি স্বধরমাচার বিরহিত।
ভগবত সম্বন্ধের গন্ধও বিহীন, নিষেধিত স্বেচ্ছাচারে সতত বিলীন।
এইরূপ অভাজন পামর নিচয়, যদি বৃন্দাবনধামে বসতি করয়।
কাম লোভাদির বশে যদি করে বাস, তথাপিও হয় সর্ব্বোত্তমতা বিকাশ।
এহেন মহিমাময় মহারস-ধাম, বৃন্দাবনে দিবানিশি আমার প্রণাম।

* চিত্তশুদ্ধি ও বুদ্ধি সুনির্ম্মলা হওয়ায় তত্ত্বানুভূতি এবং সদসৎ বিচার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোদয় হয়।

ইহ সকলসুখেভ্যঃ সুত্তমং ভক্তিসৌখ্যং
তদপি পরমকাষ্ঠাং সম্যগাপ্নোতি যত্র।
তদিহ পরমপুংসো ধাম বৃন্দাবনাখ্যং
নিখিলনিগমগূঢ়ং মূঢ়বুদ্ধি র্ন বেদ ॥ ৫৮ ॥

টীকা—"রসাত্মকং বৃন্দাবনং সর্ব্বোত্তমপদপ্রদং"ইতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তমহাত্ম মূঢ়বুদ্ধির্জ্জনো ন জানাতি। যতঃ সর্ব্বসুখসারস্য ভক্তিসুখস্য পরমোৎকর্ষরূপ সুনির্ম্মলা সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদিনী অবিমিশ্র-পূর্ণানন্দপ্রদা-মহাভক্তিঃ কেবলং বৃন্দাবনে যা নিত্যং বর্ত্ততে, তৎপ্রসঙ্গঃ নিগমগর্ভে গূঢ়ং বিনিহিতঃ। "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি বেদোক্তেরুপলক্ষিতরসাত্মকস্য শ্রীভগবতঃ "প্রেমধাম", বৃন্দাবনং বিনা কুত্র? তদাহ—

ইহ সংসারে ভক্তিসৌখ্যং (সানুরাগসেবাকাঙ্ক্ষাপ্রজাত-সুখং) সকল সুখেভ্যঃ সুত্তমং (সুষ্ঠু উত্তমং, সর্ব্বেভ্যো বহুশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ) যত্র তৎপরমকাষ্ঠা (পূর্ণতমোৎকর্ষং) সম্যক্ আপ্নোতি, ইহ (এতজ্জগতি) পরমপুংসঃ (সর্ব্বোত্তম নায়কস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যর্থঃ) তৎ বৃন্দাবনাখ্যং নিখিলনিগমগূঢ়ং (সর্ব্বৈ বেদান্তৈঃ সুসংবৃতং) ধাম মূঢ়বুদ্ধির্জনঃ ন বেদ (ন জানাতি, নাববুধ্যতে ইতি ভাবঃ); এতেন সর্ব্বনিগমেষু এতত্তত্ত্বং মহারত্নবৎ সুগুপ্ত-সংরক্ষিতং ইতি (বোদ্ধব্যং) ॥ ৫৮ ॥

আভাস—সর্ব্বসুখাপেক্ষা ভক্তিসুখ শ্রেষ্ঠ, কারণ "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামি সকাল অশান্ত" বিশেষতঃ অর্চ্চন বন্দন নৃত্যগীত উৎসব ও লীলা গুণ রূপাদি স্মরণাত্মিকা ভক্তির অঙ্গগুলি—সাধনে ভাষণে, দর্শনে—সর্ব্বাবস্থায়ই আনন্দপ্রদ এবং তাহার চরমফল অপূর্ব্ব প্রেমানন্দ লাভ। ভক্তিসুখ সুনির্ম্মল, সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আহ্লাদক, ইহাতে হেয়াংশের লেশও নাই। এই ভক্তিসুখের পরমকাষ্ঠা বৃন্দাবনেই বর্ত্তমান কিন্তু এই মহাতত্ত্বটি দরিদ্রের নিধির ন্যায় নিগম সমূহের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত কাজেই ইহা মূঢ়লোকে জানে না। "রাসো বৈ সঃ" এই সুপ্রসিদ্ধ বেদবাণী উপলক্ষিত রসময় পরমপুরুষের রসময় লীলাধামই বৃন্দাবন।

পদ্যানুবাদ—এ জগতে যত, সুখ নানামত, ভকতি সকল সুখের সার,
গুণে আচরণে, ফলে বা সাধনে, কেবলি অমিয় আনন্দ যার।
তাহার পরম, সীমা মনোরম, রসশেখরের পরম ধাম
নাহি জানে মূঢ়, নিগম নিগূঢ়, বৃন্দাবনভূমি কি অনুপাম।

ভজন্তমপি দেবতান্তরং যথাক্ষরে ব্রহ্মণি
স্থিতং পশুবদেব বা বিষয়ভোগমাত্রে রতম্।
অচিন্ত্য-নিজশক্তিতঃ স্বগত-রাধিকা-মাধব-
প্রগাঢ়-রসদুর্গমং কুরুত এব বৃন্দাবনম্॥ ৫৯॥

টীকা—বৃন্দাবনে প্রেমমহানিধিরস্তু, তেন মল্লক্ষণস্য সর্ব্বাধমস্য কিং ?* যোগ্যভক্তজনঃ তৎপ্রাপ্ত্যধিকারী; অস্মাদৃশস্য অযোগ্যস্য তল্লাভোপায়ং বদ। "আদেহান্ত-বৃন্দাবন-বাস-ব্রতফলেন, সর্ব্বেষাং ভগবতি প্রগাঢ়া প্রীতিঃ সংজায়তে" ইতি এতদুত্তরং বিবৃণোতি।

যথা—বৃন্দাবনস্য অচিন্ত্যা যা নিজা শক্তিঃ তস্যাঃ হেতোঃ—দেবতান্তরং (অন্য-দেবং) ভজন্তমপি, অক্ষরে (ব্রহ্মণি) স্থিতমপি (ব্রহ্মসমাধৌ মগ্নমপি); পশুবৎ (বিচার-বিরহিতঃ সন্ ইতি ভাবঃ) বিষয়ভোগমাত্রে রতং এতাদৃশং জনমপি,—স্বগতয়োঃ (স্বস্মিন্, নিত্যলীলাগতয়োরিত্যর্থঃ) রাধা-মাধবয়োঃ প্রগাঢ়েন রসেন (অচঞ্চলানুরাগেণ ইতি ভাবঃ) সুদুর্গমং † (অন্যেষাং দুর্ব্বোধং) কুরুতে এব ॥৫৯॥

আভাস—বৃন্দাবন পরম মহোত্তমা ভক্তি সম্পদের ভাণ্ডার ইহা বুঝা গেল, কিন্তু ভাণ্ডারতো আর যার তার জন্য উন্মুক্ত হয় না, উপযুক্ত ব্যক্তির জন্যই হয়। (আমার হৃদয়ে ভুক্তিমুক্তির স্পৃহারূপ পিশাচীর রাজত্ব, আমার ন্যায় দুরাশয় সর্ব্বথা অযোগ্যাধমের পক্ষে সে মহাধন লাভের উপায় কি ? যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন তাহার উত্তর এই—করুণানিধান বৃন্দাবন কেবলমাত্র ৫৭নং শ্লোকোক্ত উত্তমতা দিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন না আপনার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিজ ক্রোড়স্থ রাধামাধবেতেও প্রগাঢ় প্রেমান্বিত করেন। সত্য বটে যে "নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়, শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয় উদয়" তথাপি বৃন্দাবন এহেন স্বপ্রকাশ পরমবস্তু প্রদানেও সমর্থা। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি।

পদ্যানুবাদ—

অন্যদেব উপাসনা, যদি করে কোন জনা, কিবা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নিমগন রহে,
অথবা পশুর মত, বিষয় ভোগেতে রত, রহে নিরবধি; আন কিছুই না চাহে।
আপন আশ্রয়গত, এইরূপ বিড়ম্বিত-জনেও, অচিন্ত্য নিজ শকতির গুণে
যুগলের প্রেমরসে, দুরগম সবিশেষে, করুণায় বৃন্দাবন করেন যতনে॥

* যতঃ—"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

† যথা—ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি। অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা।
(এই শ্লোক দুইটি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের)

যৎকোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো যন্নো বিদু র্যোগিনঃ
শ্রীশ-ব্রহ্ম-শুকার্জ্জুনোদ্ধবমুখাঃ পশ্যন্তি যন্ন ক্বচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন যৎ দৃশ্যং, কদালোকয়ে
শ্রীবৃন্দাবনরূপমদ্ভুতমহং রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ ॥ ৬০ ॥

টীকা—শ্রীবৃন্দাবনং নিজাশ্রিতায় জনায় ইতঃ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং সৌভাগ্যং দদাতি, কিন্তু রাধাপদৈকাশ্রয়ব্যতিরিক্তায়েতরস্মৈ স্ব-স্বরূপং কদাপি ন প্রকাশয়তি। সম্পদ্-সৌন্দর্য্যাদীনাং অধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মীঃ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা শিবশুকাদয়শ্চ সর্ব্বসুদুর্ল্লভং বেদগুহ্যং তৎ রূপং দর্শনলালসাবশাৎ পরমাকুলঃ প্রার্থয়তি।

নিগমঃ (বেদঃ) যস্য (বৃন্দাবনরূপস্য) কোট্যংশমপি (কোটিভাগৈকভাগমপি) ন স্পৃশেৎ (বক্তুমশক্যমিতিভাবঃ), যোগিনঃ যৎ ন বিদুঃ (ন জানন্তি) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) ঈশঃ (মহাদেবঃ) ব্রহ্মা (বিরিঞ্চিঃ) শুকঃ (বাদরায়ণিঃ) অর্জ্জুনঃ (তৃতীয়পাণ্ডবঃ) উদ্ধবঃ (মাথুরভক্তবর্য্যঃ) মুখানি (প্রভৃতয়ঃ যেষাং) ক্বচিৎ যৎ ন পশ্যন্তি; অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি (নন্দাদীনামপি) যৎ ন দৃশ্যং (ন দৃষ্টিপথগতমিত্যর্থঃ—সর্ব্বেঽপি প্রাকৃতায়মানং পশ্যন্তীতি তাৎপর্য্যং) কদা রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ (শ্রীরাধায়াঃ চরণপরায়ণঃ সন্) অহং তদদ্ভুতং বৃন্দাবনরূপং আলোকয়ে? (পশ্যামি?) ॥ ৬০ ॥

আস্বাদনী—বৃন্দাবনের অচিন্ত্য শক্তিতে কেহ অবিশ্বাস করিও না, বৃন্দাবন জড়বস্তু নহেন। "চিন্তামণিভূমি কল্পবৃক্ষময় বন, চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম" শ্রীচরিতামৃতের এই পয়ার বৃন্দাবনের স্বরূপাবলোকনের দ্বারস্বরূপ। বৃন্দাবন যাহাকে তাহাকে যথেচ্ছ সৌভাগ্য দান করেন, কিন্তু শ্রীরাধার চরণকমলে একান্ত শরণাগত জন ব্যতীত অন্য কাহারও নিকটে স্বরূপ প্রকটন করেন না। এই স্বরূপ, জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার, সৌন্দর্য্যসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর, দেবদেব মহাদেবেরও অগোচর, শুক, অর্জ্জুন, উদ্ধবাদি ভক্তবর্য্যগণের অগোচর, এমন কি নন্দাদি ব্রজবাসিগণেরও অদৃশ্য। তাহাতেই শ্রীরাধারাণীর চরণাশ্রিত হইয়া এ শ্লোকে বৃন্দাবনের স্বরূপ দর্শনের প্রার্থনা।

পদ্যানুবাদ—

হায় সে সুখের দিন কবে মোর হবে, বৃন্দাবন-স্বরূপ নয়নে প্রকটিবে।
অদ্ভুত যে রূপের কোট্যংশের কণ, পরশিতে অপারগ নিগমের গণ।
উদ্ধব অর্জ্জুন শুকাদিক ভক্তবর, রমা, মহাদেব ব্রহ্মা আদি সুর নর।
যে নিগূঢ় রূপের না পান দরশন, যোগবলে জানিতে না পারে যোগিগণ।
অন্যের কা কথা—ব্রজবাসী সাধারণ, যাহা নিরখিতে নাহি পান কদাচন।
কেবল শ্রীরাধিকার শ্রীচরণাশ্রিত, ভকতজনের যাহা হয় সুবিদিত।
সকল সৌভাগ্য করিয়া বিতরণ, এ রূপ অপরে না দেখান বৃন্দাবন।
"মণি মুকতার কুঞ্জ মন্দির প্রাঙ্গণ, রতনের বিশ্রাম বেদিকা সুশোভন।
হেমরত্নে বাঁধা ঘাট বাট সরোবর, পশু পাখী তরুলতা প্রেমরসে ভোর।
লীলা বিলসিত যুগলের রূপগুণ, গানে অলি পিক শুক সারী সুনিপুণ।" *
কবে অনুরাগে রাধাপদাশ্রয় পেয়ে, ধন্য হইব রে এই সব নেহারিয়ে?

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের বর্ণনাবলম্বনে এইগুলি লিখিত হইয়াছে। নিম্নে পূজাপদ্ধতি হইতে বৃন্দাবনের ধ্যানের কিয়দংশ দেওয়া গেল যথা—

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্দ্ধনং
সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোপেতং পতত্রিগণনাদিতম্।
ভ্রমদ্-ভ্রমর-ঝঙ্কারমুখরীকৃত-দিঙ্মুখং
কালিন্দী-জল-কল্লোল-সঙ্গি-মারুত-সেবিতম্।
নানা-পুষ্প-লতা-বদ্ধ-বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্
কমলোৎপল-কহ্লার ধূলি ধূসরিতাম্বরম্॥
তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভাম্
তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং প্রেমবর্ষিণম্।
মাণিক্য-শিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্
নানা-রত্ন-গণৈশ্চিত্রং সর্ব্বতঃ সুবিরাজিতম্।
রত্ন-তোরণ গোপুর-মাণিক্যচ্ছাদনান্বিতম্।
দিব্যঘণ্টাযুতমুক্তামণিশ্রেণি-বিরাজিতং।
কোটিসূর্য্যসমাভাসং বিমুক্তং ষট্তরঙ্গকৈঃ
তন্মধ্যে রত্নখচিতং রত্নসিংহাসনং মহৎ॥

ইত্যাদি। স্থানাভাবে সমস্ত উদ্ধার করা গেল না। অপ্রয়োজনও বটে। ধ্যানের বৃন্দাবন যমুনায় পরিবেষ্টিত।

বিস্মৃত্য দ্বৈতমাত্রং প্রণয়ময়মহাজ্যোতিরেকার্ণবান্তঃ
শ্রীবৃন্দারণ্যগত্যুজ্জ্বলদতুলরসাম্ভোধি তস্মিন্ সখে ত্বম্।
বেশো কিঞ্চিদ্ গৃহীত্বোজ্জ্বলমখিলকলাকোমলাভীরবালা-
প্রাণ-শ্রীরাধিকায়াঃ কিমপি রসনিধেশ্চাটুকারং ভজেথাঃ।৬১॥

টীকা—সর্ব্বশাস্ত্রসম্মতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনং হিত্বা কিং রাধা-পদৈকাশ্রয়োঃ ভবামি ? এতদুত্তরেণ স্বমতমুপদিশতি যথা—

হে সখে! (হে মনঃ! ইত্যর্থঃ) ত্বং দ্বৈতমাত্রং (দ্বিধামাত্রং) বিস্মৃত্য (সংশয়ং ত্যক্ত্বা ইতি ভাবঃ) প্রণয়ময়ং (প্রেমপূর্ণং) জ্যোতিরেব একঃ অর্ণবঃ (অসীম-মহাসমুদ্রঃ); তদন্তঃ (তন্মধ্যে) অত্যুজ্জ্বলৎ (অতিশয়েন ঔজ্জ্বল্যেন বিরাজৎ) অতুলরসাম্ভোধি—(প্রেমসাগরঃ) যৎ বৃন্দাবনং তস্মিন্ উজ্জ্বলং (উজ্জ্বলরসরূপং) কিঞ্চিৎ বেশং গৃহীত্বা, অখিলাসু কলাসু কোমলানাং (সুবিদগ্ধারসিকানাং) আভীরবালানাং (গোপকন্যানাং) প্রাণায়াঃ (প্রাণভূতায়াঃ) রসনিধেঃ শ্রীরাধিকায়াঃ কিমপি (আনির্ব্বচনীয়ং) চাটুকারং (তোষামদবিধায়কং শ্রীকৃষ্ণমিতি তাৎপর্য্যং) ভজেথাঃ (সেবনং কুরু)॥ ৬১॥

আভাস—সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ ভজন ছাড়িয়া কি রাধাপদৈকাশ্রয় হইতে হইবে? উত্তর—তাহা নহে! চিন্ময় সমুজ্জ্বল প্রেম-রসের অতুলনায় মহাসমুদ্রে শ্রীবৃন্দাবনসারভাগ, বৃন্দাবন অত্যুজ্জ্বল অতুল রসাম্ভোধি, অখিল কলারসে সুনিপুণা কোমলবয়স্কা আভীরসুন্দরীগণ সেই রসসাগরের সার উপাদান; শ্রীরাধা সেই রসময়ীগণের প্রাণ; কামমনোহরা সেই শ্রীরাধাকে মানাদি প্রেমলীলার মধুরাবর্ত্তে ঘুরিতে ঘুরিতে যে শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর তোষামোদ বিধানে রত, শ্রীরাধার সেই অপূর্ব্ব চাটুকারকে ছাড়িবে কেন? তাহাকে ভজ।

পদ্যানুবাদ—প্রেমে নিরমিত জ্যোতির্ম্ময় একার্ণবে
অতুল উজোর রসসাগর শ্রীবৃন্দাবন, অবনীতে বিরাজিত পরম বিভবে।
সকল কলায় সুকোমলা গোপবালাদের পরাণপুতলী বৃষভানু সুকুমারী
দাসীবেশ ধরি তার অনুপম চাটুকার শ্রীকৃষ্ণে ভজহ সখে মনোসাধ পুরি।

দুর্ব্বাসনা-সুদৃঢ়-রজ্জুশতৈ নিবদ্ধ-
মাকৃষ্য সর্ব্বত ইদং স্ববলেন কৃষ্ণ।
বৃন্দাবনে বিহরতঃ সহ রাধয়া তৈ
পাদারবিন্দসবিধং নয় মানসং মে॥ ৬২॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং 'কৃষ' আকর্ষণেতি ধাত্বর্থস্য সাফল্যস্মরণাৎ, মুক্তিবাঞ্ছাদৌ দুর্ব্বাসনা-বিদূষিত-স্বকীয়পূর্ব্বাবস্থাস্মরণ-ভীতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণে তদ্বলেন স্বচিত্তসংলগ্নতাং প্রার্থয়তি। যথা—

হে কৃষ্ণ! দুর্ব্বাসনাঃ (মুক্তিবাঞ্ছাদয়ঃ) এব সুদৃঢ়াঃ রজ্জবঃ তাসাং শতৈঃ নিবদ্ধং ইদং মে (মম) মানসং, স্ববলেন (নিজগুণেন ইত্যর্থঃ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বেভ্যঃ বিষয়েভ্য) আকৃষ্য (আকর্ষণং কৃত্বা) বৃন্দাবনে রাধয়া সহ বিহরতঃ (ক্রীড়তঃ) তব পাদারবিন্দসবিধং (চরণকমলসমীপং) নয় (প্রাপয়)॥ ৬২॥

আভাস—মুক্তিবাঞ্ছাদি দুর্ব্বাসনায় বিদূষিত স্বকীয় পূর্ব্বতন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদশা স্মরণ-জনিত ভীতিগ্রস্ত সাধকচূড়ামণি গ্রন্থকর্ত্তা, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ-মনাকর্ষণী সুমধুর রূপগুণ লীলা স্মরণ করিয়া 'কৃষ' ধাতুর 'আকর্ষণ' অর্থের সাফল্য ভাবিতে ভাবিতে আশান্বিত হইয়া এবং আপনাকে অযোগ্য অসমর্থ জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত সাহজিক নিজবলে চিত্তাকর্ষণার্থ এ শ্লোকে শ্রীরাধার সহিত বৃন্দাবনে লীলাবিহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণান্তিকে প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ সর্ব্বশক্তিমান্ গ্রন্থকর্ত্তার এই শ্লোকটি সাধনপদ্ধতির পরমাদর্শ।

পদ্যানুবাদ—

বিবিধ দুরভিলাষে নিরমিত শত পাশে, দৃঢ় বদ্ধ হয়ে প্রাণ যায়,
হে কৃষ্ণ নিখিলাকর্ষি! নিজগুণ পরকাশি, এ বিপদে উদ্ধারো আমায়।
সুমধুর বৃন্দাবনে, শ্রীরাধারাণীর সনে, প্রেমরসে বিহরিত হয়ে
শ্রীপদপঙ্কজ পাশে এ দাসের কু-মানসে কৃপা করি লও হে টানিয়ে।

বশীকর্ত্তুং শক্যো নহি নহি মনাগিন্দ্রিয়গণো
গুণোঽভূন্নৈকোঽপি প্রবিশতি সদা দোষনিচয়ঃ ।
ক যামঃ কিং কুর্ম্মো হরি হরি ! ময়ীশোঽপ্যকরুণঃ
স্ববাসং শ্রীবৃন্দাবন বিতর মানন্যগতিকম্ ॥ ৬৩ ॥

টীকা—হা হন্ত। জগৎ-নিয়ন্তাপি ময়ি করুণাশূন্যঃ অন্যেষাং মনঃ ইতরেন্দ্রিয়াণামধীশ্বরঃ কিন্তু বিধিনির্ব্বন্ধতঃ মম চেতঃ ইতরেন্দ্রিয়াণাং ভৃত্যঃ তস্মাৎ স্বল্পমপি ইন্দ্রিয়ং বশীকর্ত্তুং মসমর্থঃ এবম্ভূতং অধঃপাতগ্রস্তং মম অস্পৃশ্যং মনঃ কৃষ্ণেনাকর্ষণার্হং নহি। "হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে" কিন্তু ইতরেন্দ্রিয়বশস্য মে মনসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়েণ তৎসেবনসামর্থ্যং নাস্তি! অতঃ সর্ব্বথা শ্রীবৃন্দাবনবাসমাত্রং অজিতেন্দ্রিয়স্য পরমাধমস্য মম অনন্যা গতিঃ।

তদেবাহ—ইন্দ্রিয়গণঃ (ত্বক্-চক্ষু-কর্ণ নাসিকা-রসনা-মনশ্চ ষট্‌জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-পস্থেতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি) মনাগপি (অল্পমপি) বশীকর্ত্তুং শক্যঃ নহি নহি। একোঽপি গুণঃ ন অভূৎ (মমেতিশেষঃ); দোষনিচয়ঃ (বহুদোষাঃ) সদা প্রবিশতি (ময়ীতিশেষঃ) হরি হরি! ক যামঃ? (কুত্র গচ্ছামঃ) কিং কুর্ম্মঃ ঈশোঽপি (মদ্‌ভাগ্যবিধাতাপি ইত্যত্রার্থঃ) ময়ি অকরুণঃ (মৎসম্বন্ধে নির্দ্দয়ঃ) অতঃ হে বৃন্দাবন! অনন্যগতিকং (গত্যন্তরবিহীনং মাং ইত্যর্থঃ। কর্ম্মবিবক্ষয়া সম্প্রদানে দ্বিতীয়া, মহ্যম্ ইতি যাবৎ) স্ববাসং (স্বস্মিন্ বাসানুগ্রহং ইতি তাৎপর্য্যং) বিতর (দেহি) ॥ ৬৩ ॥

আভাস—হায় হায়! কি ভীষণ-বিড়ম্বনা! একটুমাত্রও ইন্দ্রিয় বশীকরণের শক্তি আমার নাই! হইবে কি করিয়া? লোকের মন অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের রাজা, কিন্তু আমার মন তাহাদের দাস! আমার সম্বন্ধে নিষ্করুণ বিধাতার এমনি দুর্ব্বিধান! এই অধঃপতিত অস্পৃশ্য মনকে কৃষ্ণ কখনই আকর্ষণ করিবেন না। অতএব গুণলেশ-বিহীন সর্ব্বদোষাকর আমার পক্ষে একমাত্র বৃন্দাবনই পরমাশ্রয় (এইরূপ আক্ষেপে এ শ্লোকে বৃন্দাবনের কৃপা প্রার্থনা।)

পদ্যানুবাদ—

বারেক ইন্দ্রিয়গণে, অশকত সুশাসনে, কোনও একটি গুণ নহিল উদয়,
হায় হায়! দিনে দিনে, কেবলি আমার মনে, প্রবেশিছে নানাবিধ দোষের নিচয়!
হরি হরি কোথা যাই? কি করি? উপায় নাই! বিধাতাও আমার উপরে নিরদয়।
তুমিই আমার গতি, তব পদে দেও স্থিতি, প্রেমধাম-বৃন্দাবন! করুণা নিলয় ॥

* শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ, ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যঃ নরঃ ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ।

জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরিক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রযান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভৎ'স্যতাম্।
আধিব্যাধিশতেন জার্য্যতু বপুর্লু'প্তপ্রতীকারতঃ
শ্রীবৃন্দাবিপিনং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ।৬৪॥

টীকা—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প-প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনং, রক্ষতীতি বিশ্বাসঃ গোপ্তৃত্বে বরণং তথা (আত্মনিক্ষেপকার্পণ্য ষড়্বিধা শরণাগতিঃ।)" ইত্যুক্তসমস্ত বিধানৈ বৃন্দাবনাশ্রিতঃ গ্রন্থকর্ত্তা স্বকীয়বৃন্দাবনৈকতানতা উদ্গীরতি,

যথা—জাতিঃ (অত্র উচ্চশ্রেণিত্বং) প্রাণাঃ (প্রাণাপানসমানোদানব্যানেতি পঞ্চ, জীবনাবলম্বনানি) ধনানিচ (সর্ব্বস্বংচ) যান্তু (গচ্ছন্তু নশ্যন্তু ইত্যর্থঃ) সুযশো রাশিঃ (উচ্চসুখ্যাতিসমূহাঃ) ক্ষীয়তাং (ক্ষয়ং গচ্ছতু) সদ্ধর্ম্মাঃ (নির্ম্মলোত্তমবৈধিধর্ম্মাচারাঃ) বিলয়ং (বিশেষেণ ক্ষয়ং) প্রযান্তু (গচ্ছন্তু), সর্ব্বৈশ্চ জনৈঃ সততং নির্ভৎ'স্যতাং (তিরস্ক্রিয়তাং), বপুঃ (শরীরং) আধিব্যাধিশতেন (শতসংখ্যকেন মনস্তাপেন, রোগেণ চ) লুপ্তপ্রতীকারতঃ (প্রতিবিধানরাহিত্যেন) জীর্য্যতু জীর্ণং ভবতু); তথাপি মম মতিঃ শ্রীবৃন্দাবনং ত্যক্তুং (হাতুং) মনাগপি (অল্পমপি) ন আস্তাং (ন ভবতু) ॥৬৪॥

আভাস—বৃন্দাবন বাসের অনুকূল আচরণাদি গ্রহণ, প্রতিকূল বিষয় ও ব্যবহার পরিবর্জ্জন এবং "আমার সমস্ত অপরাধ ও নিষিদ্ধাচার দূর করিয়া (শ্রেয়োদানে, অবশ্যই বৃন্দাবন আমাকে রক্ষা করিবেন" এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ, বৃন্দাবনকে আপন রক্ষিত্বে বরণ, আত্মসমর্পণ এবং দৈন্যার্তিময় প্রার্থনা দ্বারা বৃন্দাবনের পূর্ণ শরণাগত গ্রন্থকার মহোদয়, নানা শ্লোকে অনুকূলাচরণের কথা; ৩৫।৩৬।৪৫ প্রভৃতি শ্লোকে প্রতিকূল্য বর্জ্জনের কথা, ৩০।৩২।৬৩ প্রভৃতি শ্লোকে সংরক্ষণ বিশ্বাস ও রক্ষিত্বে বরণের কথা ব্যক্ত করিয়া—এই শ্লোকে আত্মার্পণের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—জাতি ধন প্রাণ যদি যায়, সুযশের রাশি ক্ষয় পায়।
সুধরম বিনয়াদি, বিনাশ হয়রে যদি, সকলেই গালমন্দ প্রদানে সদায়।
শত রোগ শোকে মোর, দেহ হয় জরজর, কিছুতেই না হয় তাহার প্রতীকার—
তথাপিও বৃন্দাবন, সর্ব্ব সিদ্ধি নিকেতন, তেয়াগিতে মন যেন না চাহে আমার।

রক্ষতি সংসারভয়াদ্দোষাকরমপ্যশেষদেহভৃদ্‌বৃন্দম্।
বৃন্দাবনমিতি তেন প্রথিতং তন্নৌমি কাননং কিমপি ॥৬৫॥
বৃন্দারণ্যাদন্যৎ প্রকৃতেরন্তর্ব্বাহির্ব্বাপি।
নৈবাস্তি মধুরং বস্ত্বিত্যবকলিতং যৈর্নমস্তেভ্যঃ ॥৬৬॥

টীকা—পূর্ব্বানুবৃত্তেঃ অনেন বৃন্দাবনস্য সংরক্ষণ-ক্ষমতায়াং নিজ-বিশ্বাসমাহ। যথা—

দোষাকরমপি (সকলদোষাধারমপি) অশেষং (সর্ব্বং) দেহভৃতাং (প্রাণিনাং) বৃন্দং (সমূহং) সংসারভয়াৎ রক্ষতি (অবতি), তেন হেতুনা বৃন্দাবননাম্না প্রথিতং (প্রসিদ্ধং) তৎ কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ং) * কাননং নৌমি (স্তৌমি) ॥ ৬৫ ॥

টীকা—স্বকীয় বৃন্দাবনপ্রীতিপ্রকর্ষং প্রদর্শয়ন্ তন্মহিমাবকলিতান্ জনান্ স্তৌতি। যথা—

প্রকৃতেঃ (ব্রহ্মসৃষ্টেঃ প্রপঞ্চজগতঃ ইত্যর্থঃ) অন্তঃ (মধ্যে) বহির্বা (বাহ্যদেশে বা অপ্রাকৃতজগৎসু বা ইত্যর্থঃ) বৃন্দারণ্যাৎ অন্যৎ মধুরবস্তু (প্রীত্যুৎ-পাদকবস্তু) নৈবাস্তি (নিশ্চিতং ন বিদ্যতে) ইতি যৈর্জনৈঃ অবকলিতং (নির্ণীতং) তেভ্যো জনেভ্যো নমঃ (নমামি) ॥ ৬৬ ॥

আভাস—পূর্ব্ব শ্লোকের অনুবৃত্তিতে এ শ্লোকে বৃন্দাবনের সংরক্ষণ-শক্তিতে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

'বৃন্দ' অর্থ সমুদয়, 'অবন' রক্ষণ; তাহাতেই সুবিখ্যাত নাম বৃন্দাবন।
অশেষ দোষের খনি হলেও আশ্রিত প্রাণী, করুণা বিতরি যিনি করেন রক্ষণ—
প্রদানি পরম গতি, নাশি অপরাধ ততি, প্রণমি বর্ণনাতীত সেই সু-কানন।

আভাস—বৃন্দাবনের মহিমা ও মাধুরী উপলব্ধিতে প্রবীণ ব্যক্তিগণকে বন্দন দ্বারা এই শ্লোকে আপন বৃন্দাবন প্রীতির পরম প্রকর্ষ প্রকটন করিয়াছেন। যথা—

পদ্যানুবাদ—"প্রাকৃতাপ্রকৃত, কোনও জগতে, এমন মধুর আর—
কিছু নাই বৃন্দা-বিপিনের সম—মহা মধুরিম-সার।"
এই মহাসত্য, যাহার হৃদয়ে, গৃহীত—সে মহাশয়ে
শত শত বার প্রণতি আমার, ভকতি ভাবিত হয়ে।

---

* আকরের দ্রব্য যেমন সহজে ফুরায় না, সেইরূপ যাহাদের দোষ নিঃশেষ করা যায় না এবং যাহারা নিজেই নিজ দোষের উৎপাদক, তাহারাই 'দোষাকর' শব্দের বাচ্য, এ হেন মহা অধঃপাতগ্রস্ত জীবকে পর্য্যন্ত উদ্ধার ও পরম গতি প্রদানে বৃন্দাবনের অনির্ব্বচনীয় মহিমা এই শ্লোকে পরিব্যক্ত।

বিভ্রাজত্তিলকা কলিন্দতনয়া নীরৌঘনীলাম্বরো-
দঞ্চৎকাঞ্চনচম্পকচ্ছবিরহো নানারসোল্লাসিনী।
কৃষ্ণপ্রেমপয়োধরেণ রসদেনাত্যন্তসংমোহিনী
গোপেন্দ্রাত্মজবল্লভা বিজয়তে রাধৈব বৃন্দাটবী ॥ ৬৭ ॥

টীকা—বৃন্দাবন-ভজন-ফল-সঞ্জাত পরম মহারস-পূর্ণ-ভাবোল্লাসেন বৃন্দাবনস্থ রাধোদ্দীপকতারূপং পরমাদ্ভুতং গুণং, শোভাবিশেষঞ্চ বর্ণয়তি। যথা—

রাধৈব বৃন্দাটবী বিজয়তে (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ইত্যন্বয়ঃ।) কিম্ভূতা? বিভ্রাজৎ (বিশেষেণ শোভমানং) তিলকং (তিলকাখ্যং পুষ্পবৃক্ষং) যস্যাঃ, (শ্রীরাধাপক্ষে তু বিভ্রাজৎ ললাটস্থ-কামযন্ত্রাখ্য-তিলকং) পুনঃ কিম্ভূতা? কলিন্দ-তনয়া (যমুনা) তস্যাঃ নীরৌঘঃ জলরাশিরেব নীলাম্বরং (নীলবসনং) যস্যাঃ (শ্রীরাধা-পক্ষে তু যমুনায়া নীরৌঘবৎ নীলদুকূলং) তথা—উদঞ্চন্তী (বিকসন্তী) কাঞ্চনচম্প-কানাং (কনকচাঁপা ইত্যাখ্য পুষ্পবিশেষাণাং কান্তির্যস্যাঃ (শ্রীরাধা পক্ষে কাঞ্চন-চম্পকবৎ অঙ্গচ্ছবিঃ কান্তিঃ; পুনঃ কিম্ভূতা? সদা নিঃস্যন্দিত-পুষ্পাসবাদিভিঃ পক্কা-পক্কবিবিধাস্বাদবিশিষ্টফলাদিভিশ্চ রসোল্লাসিনী (পক্ষে বিবিধবিলাসানন্দেন উল্লা-সিনী) তথাবিধ-কৃষ্ণপ্রেমরসদেন পয়োধরেণ—(শ্রীরাধাকুণ্ডাদিকেন সরো-বরেণ) অত্যন্তসংমোহিনী (লোকরঞ্জনী); (শ্রীরাধাপক্ষে উরোজেন, যতঃ শ্রীরাধারসসুধানিধৌ তন্নূতনস্তনযুগং বৃষভানুজায়াঃ স্বানন্দসিন্ধুমকরন্দঘনং স্মরামি) অপিচ—গোপেন্দ্রাত্মজঃ (নন্দনন্দনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ তস্য বল্লভা প্রিয়া (প্রীতিভাজিকা যা) (শ্রীরাধাপক্ষে কান্তা) ॥৬৭॥

আভাস—এক অপূর্ব্ব ভাবোল্লাসে এই শ্লোকে বৃন্দাবনের রাধা উদ্দীপন মহিমা ও অপূর্ব্ব মাধুরী বর্ণন।

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবিটপীও, শ্যামপ্রিয়তমা, যথা বৃষভানুসুতা।
তিলকরাজিতা রাধার সুষমা, তিলক তরুতে হেথা।
রাধার সুনীল দুকূলের সম, কালিন্দী-সলিল যায়
কনক চাঁপার ছবিতে রাধার হেমরুচি শোভা পায়।
নানা রসভরে শ্রীরাধা যেমন নিরবধি উল্লসিতা,
তথা ফুল ফল মুকুলের রসে বৃন্দাটবী বিরাজিতা!
চারু পয়োধর রাধার যেমন শ্যাম-প্রেমরসপ্রদা
শ্রীকুণ্ডাদি তথা প্রেমরসদাতা পয়োহ্রদে ধরি সদা।

যস্মিন্ কোটিসুরদ্রুবৈভবযুতা ভূমীরুহাঃ পোষকাঃ,
ভক্তিঃ সদ্বনিতা মহারসময়ী যত্র স্বয়ং শ্লিষ্যতি।
যত্র শ্রীহরিদাসবর্য্যগণিতাঃ খট্টায়মানা শিলা
স্তদ্ বৃন্দাবনমদ্ভুতং সুখময়ং কো নাম নালম্বতে। ৬৮॥

টীকা—নমু (৬৫ সংখ্যক শ্লোকানুসারতঃ) ভবভীতজনানাং বৃন্দাবনাশ্রয়ঃ কর্ত্তব্যঃ। বয়ং যত্র তত্র স্থিত্বা গোবিন্দভজনং করিষ্যামঃ, জনপদস্থমহৎসঙ্গং হিত্বা, যত্র অভীষ্টব্যবহার্য্যদ্রব্যাভাবঃ স্যাৎ তদ্ বৃন্দাবন-বনবাসেন কিং ফলং? দ্বাভ্যাং এতদুত্তরমাহ। অনেন বৃন্দাবনস্য সর্ব্ববাঞ্ছিতপূর্ণত্বং বর্ণয়তি। যথা—

যস্মিন্ (যদ্ বৃন্দাবনে ইত্যর্থঃ) কোটিসুরদ্রূণাং (বহুকল্পবৃক্ষাণাং) বৈভবযুতা (ঐশ্বর্য্যেণ অন্বিতা) ভূমিরুহাঃ (বৃক্ষাঃ) পোষকাঃ (অভীষ্টব্যবহার্য্যপ্রদানৈঃ সর্ব্ব-নির্ব্বাহকাঃ পালকাঃ); যত্র মহারসময়ী (অপ্রাকৃতরসময়ী) সদ্বনিতা (সাধ্বী নারীরূপেতি ভাবঃ) ভক্তিঃ স্বয়ং শ্লিষ্যতি (স্বতঃ আলিঙ্গতি স্বয়মুদেতীতিভাবঃ); যত্র শ্রীহরিদাসবর্য্যগণিতাঃ (হরিভক্তপ্রবরত্বে সংখ্যাতাঃ মহজ্জনা,—(হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ—ইতি শ্রীমদ্ভাগবতোক্তানুসারেণ তত্তমুখ্যঃ শ্রীগিরিরাজগোবর্দ্ধনঃ) বিরাজতে ইতি শেষঃ। যত্র খট্টায়মানা শিলা (পর্য্যঙ্কেব কোমলা শিলা বিদ্যতে ইত্যর্থঃ); কো জনঃ অদ্ভুতসুখময়ং (লোকদুর্ল্ভ-সুখপূর্ণং) তদ্ বৃন্দাবনং ন আলম্বতে? (নাশ্রয়তি?) অপিতু সর্ব্ব এব জনঃ সমাশ্রয়তীতি ভাবঃ॥ ৬৮॥

আভাস—৬৫ নং শ্লোক পাঠ করিয়া যদি কেহ বলেন—যাহারা ভবভয়ে ভীত, তাহারা বৃন্দাবনাশ্রয় করুন, আমরা যে কোনও স্থানে থাকিয়া গোবিন্দ ভজন করিব, বৃন্দাবনের বনে, আমাদের বাঞ্ছিত ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কোথায় পাইব? বিশেষতঃ লোকালয়স্থ মহৎগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে প্রয়োজন কি? দুই শ্লোকে একথার উত্তর রহিয়াছে।

পদ্যানুবাদ—কোটি কোটি কলপ তরুর মহিমায়
পরম বিজয়ভাজী. বিরাজিত তরুরাজী অবহেলে নিখিলের পোষক যথায়।
রসময়ী অনুপমা, ভকতি বনিতাসমা, আপনি আসিয়া দেন আলিঙ্গন দান,
যথা হরিদাসবর, গোবর্দ্ধন মহীধর, ভকতপ্রবরগণ সহ বিদ্যমান।
সুবিথার সুশীতল, অপরূপ সুকোমল, পালঙ্কের সম শিলা শোভিতানুপাম,
(ত্রিতাপের মহাগার, তেজি গৃহপরিবার) কেনা ভজে বৃন্দাবন এত সুখধাম?

বিন্দন্তি যাবৎ প্রণয়ং ন মন্দা
বৃন্দাবনে প্রেম-বিলাস-কন্দে।
তাবন্ন গোবিন্দপদারবিন্দ-
স্বচ্ছন্দসদ্‌ভক্তিরহস্যলাভঃ ॥ ৬৯ ॥

টীকা—বৃন্দাবনপ্রেমাণং বিনা শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দে নির্ব্বাধ-ভক্তি-রহস্যং ন যাতি, (তর্হি বৃন্দাবনধ্যানান্তরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য ধ্যানং পূজাদে বিধৌ ব্যবস্থা) অতঃ প্রেমভরেণ বৃন্দাবনাশ্রয়ং কুরু, কুতর্কাশ্রয়ং পরিহর, ইত্যুপদিশতি, যথা—

মন্দাঃ মূঢ়া জনাঃ প্রেমবিলাসকন্দে (প্রেমদেবতরৌ শ্রীশ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রেমময়-বিলাসঃ এব কল্পতরবঃ তদুৎপাদনবর্দ্ধনপোষণত্বে সংসারমূল-ভূতে বৃন্দাবনে যাবৎ প্রণয়ং ন বিন্দন্তি (ন লভন্তে) তাবৎ গোবিন্দস্য (বৃন্দাবনাধীশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) পদারবিন্দে স্বচ্ছন্দা (অসঙ্কোচিতা) যা সদ্‌ভক্তিঃ (স্বার্থ সুখাদের্ব্বাঞ্ছাবিরহিতা যা নির্ম্মলা প্রেমলক্ষণা ভক্তিঃ তস্যা রহস্যং (নিগূঢ়াস্বাদঃ, মর্ম্ম বা) লাভঃ ন ভবতীতি শেষঃ। সদ্ ভক্তের্লক্ষণং যথা—

'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।

তৎরহস্যং—রাধানন্দকিশোরয়োঃ মানসসেবানুশীলনসঞ্জাত আনন্দানুভবঃ ॥ ৬৯ ॥

আভাস—অন্য সমস্ত অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত ও স্বার্থ-সুখাদির বাসনা দ্বারা অকলুষিত ভাবে, সর্ব্বথা অনুকূল ব্যবহারে কৃষ্ণানুশীলন করার নাম উত্তমা ভক্তি, ইহার নিগূঢ় সার—রাধামাধবের মানসী সেবা-সমুদ্‌ভূত আনন্দ। বৃন্দাবন প্রীতি ব্যতিরেকে এই পরম বস্তুর প্রাপ্তি কিছুতেই হয় না। অতএব বৃথা বিতর্ক বিসর্জ্জন করিয়া প্রেমের সহিত বৃন্দাবনাশ্রয় করা কর্ত্তব্য, ইহাই এ শ্লোকের অভিপ্রায়। গোবর্দ্ধন-ধারণ লীলার পরে দেবরাজ ইন্দ্র, দেবমাতা, সুরভি প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বৃন্দাবনের অধীশ্বরত্বে অভিষেক ও গোবিন্দ নাম প্রদান করেন, সুতরাং গোবিন্দ শব্দ বৃন্দাবনাধীশ অর্থে প্রযুক্ত।

পদ্যানুবাদ—

যদবধি প্রেমরস বিলাসের কন্দ,—বৃন্দাবনে, প্রেম নাহি জনমে সানন্দ।
তদবধি মন্দমতি অভাজনগণ,—সুভকতি রহস্য না পায় কদাচন।
নিগূঢ় পরমোত্তমা ভকতির সার, বৃন্দাবনে প্রেম বিনা না মিলে কাহার।

স্মারং স্মারং নবজলধরশ্যামলং ধাম বিদ্যুৎ-
কোটিজ্যোতিস্তনুলতিকয়া রাধয়া শ্লিষ্যমাণম্।
উচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসসরসং প্রোজ্জ্বলীজৃম্ভমান-
প্রেম্ণাবিষ্টো ভ্রমতি সুকৃতিঃ কোঽপি বৃন্দাবনান্তঃ ॥৭০॥

টীকা—পূর্ব্বশ্লোকস্য সমাচীনসিদ্ধান্তানুগতভাগ্যবন্তো জনাঃ বৃন্দাবনাশ্রয়ং কৃত্বা রাধানন্দকিশোরয়োঃ স্মরণানন্দেন লীলাস্থলীষু অটন্তি, এবঞ্চ তৎফলেন পরমোত্তমপ্রেমাণমুপযান্তি। তদাহ—

কোঽপি সুকৃতিঃ (পুণ্যবান্ জনঃ) বিদ্যুতাং কোটিরিব জ্যোতিঃ (কোটি-বিগুণিততড়িদ্বৎকান্তিযুক্তা) তনুলতিকা (শরীরযষ্টিকা) যস্যাঃ তথাভূতয়া শ্রীরাধয়া শ্লিষ্যমাণং (আলিঙ্গ্যমানং) নবজলধরশ্যামলং (নবমেঘবৎ ঘন-শ্যামরুচিং শ্রীকৃষ্ণং ইত্যর্থঃ) স্মারং স্মারং (স্মরণং কুর্ব্বন্) সরসসরসং (সরসাদপি সরসং যথাস্যাৎ তথা) উচ্চৈরুচ্চৈঃ (অত্যুচ্চৈঃ) প্রোজ্জ্বলীভূতেন (প্রকর্ষেণ উজ্জ্বলীভূতেন) জৃম্ভমাণেন (প্রকাশমানেন) প্রেমণা, আবিষ্টঃ সন্ বৃন্দাবনান্তঃ (বৃন্দাবনে) ভ্রমতি (পর্য্যটতি) ॥ ৭০ ॥

আভাস—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সমীচীন-সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী, সদ্বিশ্বাসী, সদ্জ্ঞানী ও ভাগ্যবান্ ভক্তগণ অনুরাগে বৃন্দাবনাশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীরাধা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের পরম মহামধুর রূপ, গুণ, লীলার স্মৃতিতে বিভোর হইয়া অনুদিন বৃন্দাবনে পরিভ্রমণ করেন। এইরূপে লীলাস্থলী সকলে পর্য্যটনই পরমোত্তমা ভক্তিরহস্য প্রাপ্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। ইহাই শ্লোকের শিক্ষা।

পদ্যানুবাদ—সুকৃতি যে জন, করিয়া স্মরণ, শ্যাম নবঘন মূরতি কানু
কোটি বিগুণিতা, তড়িতের লতা, রাধা বিজড়িতা নন্দিত তনু।
উচ্চে বিদ্যমান সুপ্রকাশমান, উজোর মহান, পরম প্রেমে
আবেশিত চিতে, সু-সরসরীতে, হরষ ভরেতে, এ মহাধামে
সুমধুর তানে, নামগুণগানে, মহানন্দমনে, পরোমোল্লাসে
সতত বিহরে, কানন অন্তরে, লভে সে অচিরে যুগলরসে ॥ *

* পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সদ্ভক্তিরহস্যই যুগলরস, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

াধা-পদাঙ্কভূষিত-বৃন্দারণ্য-স্থলীষু নির্ভরপ্রেম্ণা।
়রি হরি! কদা লুঠামি প্রতিপদগলদশ্রুরুল্লসৎপুলকঃ ।৭১॥
়ূর্ণোজ্জ্বলপ্রেমরসৈকমূর্ত্তি র্যত্রৈব রাধা বিজয়ী হরীতি।
তদেব বৃন্দাবনমাশ্রিতানাং, ভবেৎ পরং ভক্তিরহস্যলাভঃ ।৭২॥

টীকা—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত-ভাবাক্রান্তে সতি সাধকোচিত সুমনোহর-দৈন্যো-াৎ প্রার্থয়তি। যথা—

হরি হরি! (খেদে) শ্রীরাধায়াঃ পদাব্জেন ভূষিতাসু (অলঙ্কৃতাসু) বৃন্দারণ্য-লীষু, নির্ভরপ্রেম্ণা (প্রগাঢ়প্রেমবশেন) প্রতিপদে গলন্তি অশ্রূণি (আনন্দজ-াশ্রুজলানি) যস্য তথাভূতঃ, তত্র—উল্লসৎপুলকঃ উদঞ্চৎ-রোমাঞ্চঃ) সন্ কদা ঠামি (ধূলাবলুণ্ঠিতো ভবামি ইত্যর্থঃ)। ৭১॥

টীকা—প্রেম্ণা বৃন্দাবনমাশ্রিতানাং—সর্ব্বোত্তমা প্রেমলক্ষণা সদ্ভক্তিঃ থং উপজায়তে, তৎ কথয়তি যথা—

পূর্ণঃ (সর্ব্বাঙ্গসংপূরিতঃ) উজ্জ্বলপ্রেমরসৈকমূর্ত্তিঃ (মধুর-প্রেম-রসস্য দ্বিতীয়োৎকৃষ্টপ্রতিমা) যস্যাঃ, তথাভূতা শ্রীরাধা, তথা বিজয়ী (সর্ব্বোৎকর্ষেণ মানঃ) হরিশ্চ যত্রৈব বর্ত্ততে ইতি শেষঃ; তদেব বৃন্দাবনমাশ্রিতানাং (মৌনস্য লবৎ, আশ্রয়ত্বে গৃহীতানাং জনানাং ইত্যর্থঃ) পরং ভক্তিরহস্যলাভঃ ভবেৎ প্রেমলক্ষণা সর্ব্বোত্তমা যা ভক্তিঃ তদ্গূঢ়ভাবঃ অবশ্যমেব জায়তে। ৭২॥

আভাস—পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত মহাফল-লালসায় তদুচিত প্রার্থনা।

পদ্যানুবাদ—

শ্রীরাধার পদাঙ্কে ভূষিত বৃন্দাবনে, পুলকিত কলেবরে সজল লোচনে।
পরম প্রেমের ভরে হরি হরি হায়! কবে আমি বিলুঠিব পড়িয়া ধরায়!!
শ্রীবৃন্দাবনের সব রজোকণাবলী, 'ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত রাধার পদধূলী'।
হায়! কবে সে ধূলায় ধূসর হইয়ে, দেহ-দেহধর্ম্ম সব যাব রে ভুলিয়ে?

আভাস—বায়ুসংযোগে সলিলের শৈত্য ও পুষ্পের সৌগন্ধ লাভের ়য় লীলাস্থলী দর্শনেই নবযুব দ্বন্দ্বের লীলার মহিমা মাধুরী ভক্তের প্রাণে সঞ্চারিত ়য়া, প্রেমলক্ষণা সর্ব্বোত্তমা সদ্ভক্তি স্বতঃ প্রাদুর্ভূতা হন।

পদ্যানুবাদ—

পরাবধি পরিণত উজ্জ্বল রসের—"মধুর মূরতি"-রাধাব্রজমোহনের।
রসময়ী রাধা সনে, বিরাজিত বৃন্দাবনে, সব দুঃখহারী সেই হরি রসময়,
লালনে আকুল হোয়ে, তাই বৃন্দাবনাশ্রয়ে, পরতরা ভকতি-রহস্য লাভ হয়।

সর্ব্বং ত্যক্ত্বা সরসবিশদপ্রেমপীযূষসান্দ্রে
বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুত-তরুলতাগুল্মকাদ্যৈ র্মনোজ্ঞে।
রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলগুণগণোদ্‌গানমত্তালিকীরৈ
নীরেণাপি স্থিতিমিহ তনোরধ্যবস্যাবসন্তু। ৭৩॥

টীকা সর্ব্বেন্দ্রিয়ান্বিতজঙ্গমবৎ প্রেমচরিত্রং প্রকটয়ন্তি লোকাতীত-তরুলতাগুল্মাদ্যৈঃ—যুগলগুণগানোন্মত্তভ্রমরশুকাদ্যৈঃ তথাবিধনীরে চ মনোজ্ঞে বৃন্দারণ্যে, ধনজনাদিনানাসাধনাগ্রহঞ্চ বিহায় বাসং উপদিশন্তি। যথা—

সর্ব্বং ত্যক্ত্বা (সর্ব্ববাঞ্ছাং সর্ব্ববাঞ্ছিতঞ্চ 'হিত্বা') সরসেন (মধুরেণ) বিশদেন (নির্ম্মলেন) প্রণয়পীযূষেণ (প্রেমামৃতেন) সান্দ্রে (ঘনে) রাধা-কৃষ্ণয়োঃ উজ্জ্বলগুণগণঃ (মধুরগুণাবলী) তেষাং উদ্‌গানেন (উচ্চৈর্গানেন) মত্তা অলি-কীরাঃ (ভ্রমরশুকাঃ) যেষু, * তৈঃ অদ্ভুতা (অপরূপা) তরুলতাগুল্ম-কাদ্যৈঃ তথাভূতা নীরেণাপি মনোজ্ঞে (মনোহরে) ইহ বৃন্দারণ্যে তনোঃ শরীরস্য স্থিতিম্ অধ্যবস্য (উৎসাহং কৃত্বা) আবসন্তু (জনা ইতি শেষঃ);

আভাস পরমধাম বৃন্দাবনের মহামহিমময়, তত্রস্থ বৃক্ষলতাগুল্মাদি পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ধারী জনগণের ন্যায় প্রেমচরিত্র প্রকটন করে। শুক ভৃঙ্গাদি তীর্য্যগেরাও যুগলের গুণ গান করে, এই সকল মহাদ্ভুত মহিমামাধুরীর উদ্দীপনে উচ্ছ্বলিত হইয়া জনগণকে সমস্ত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন বাসার্থ উপদেশ প্রদান এই শ্লোকের বিষয়।

পদ্যানুবাদ—সরসবিশদ, প্রেম পীযূষের সাবে নিরমিত যে বৃন্দাবনে।
অদভুত তরু গুলম রাজিত, শোভিত সুচারু লতা-কেতনে।
রাধামাধবের পরম মধুর রসলীলা গুণ যশাদি গানে
উনমত অলি পিকশুকাবলী সলিল লহরী, ললিত তানে।
ধন জন গেহ দারা সুতাসুত সাধনা বাসনা সকল তেজি
সে পরমধামে অবিচল মনে বিলসয়ে লোক রসেতে মজি।

* শুকশারীর বহুতর কর্ণমনানন্দী শ্লোক শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে রহিয়াছে, উদাহরণরূপে নিম্নে একটি শ্লোক দেওয়া গেল। যথা—শুকমুখোদ্‌গত—

কৃষ্ণস্য পূর্ণবিধুমণ্ডলসন্নিবেশং রাধাধরামৃতরসায়নসেকপুষ্টম্।
গণ্ডদ্বয়ং মকরকুণ্ডলনৃত্যরঙ্গং ভাতীন্দ্রনীলমণিদর্পণদর্পহারি। ১৬সর্গ ৮৬॥

শ্রীরাধায়াঃ কনক-রুচিরজ্যোতিরঙ্গচ্ছটৌঘৈঃ
শুদ্ধপ্রেমোজ্জ্বলরসময়ৈঃ সেব্যমানং সমন্তাৎ।
গোবিন্দস্যাম্বুদরুচিতনোর্জ্যোতিরম্ভোধিপূরৈঃ
সান্দ্রানন্দাত্মভিরপি চিতং নৌমি বৃন্দাবনং তৎ। ৭৪ ॥

টীকা—শ্রীরাধায়াঃ স্বর্ণোজ্জ্বল-কান্তিচ্ছটাভিঃ তথা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য নবনীরদ-তনুকান্তিভিঃ যুগপৎ প্রোদ্ভাসিতং শ্রীবৃন্দাবনমাত্রং যেন, তদুভয়স্য অঙ্গজ্যোতিঃ সংস্পর্শ-সৌভাগ্যং অবশ্যম্ভাবি, ইতি আনন্দোল্লাসেন পুনঃ শ্রীবৃন্দাবনং প্রণমতি।

যৎ বৃন্দাবনং শ্রীরাধায়াঃ—শুদ্ধপ্রেমোজ্জ্বলরসময়ৈঃ (স্বসুখবাসনাদি বিবর্জ্জিতোজ্জ্বলাখ্যপবিত্রপ্রেমরসেন পরিব্যাপিতৈঃ) কণকরুচিরজ্যোতিঃ (বিশুদ্ধস্বর্ণবৎমনোহরকান্তিঃ) তদ্বৎ অঙ্গচ্ছটানাং যে ওঘাঃ (সমূহাঃ) তৈঃ সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) সেব্যমানং (অধ্যাস্যমানং); তথা গোবিন্দস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) সান্দ্রা-নন্দাত্মভিঃ (ঘনানন্দস্বরূপৈঃ) অম্বুদরুচিতনোঃ (নবনীরদনীলশরীরস্য) জ্যোতীংষ্যেব অম্ভোধিপূরাঃ (সমুদ্রপ্রবাহাঃ) তৈঃ (অপি নিশ্চিতং) চিতং (ব্যাপ্তং); তং বৃন্দাবনং—নৌমি, অহমিতি শেষঃ। ৭৪ ॥

আভাস—শ্রীরাধিকার প্রেমরসভাবিত স্বর্ণোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গচ্ছটা সমূহে এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নবজলধরশ্যাম তনুরুচিনিচয়ে শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। মলিন নয়নে উহা প্রত্যক্ষ না হউক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীবৃন্দাবনাশ্রয়ে অভীপ্সিত নব যুবযুগলের শ্রীঅঙ্গচ্ছটার সংস্পর্শন সৌভাগ্য লাভ সুনিশ্চিত সত্য। তাহাতেই পরম বন্দনীয় গ্রন্থকর্ত্তা প্রোল্লসিত চিত্তে সুদৃঢ় আশা ধারণ করিয়া পুনঃ প্রণতির দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

সুমধুর প্রেমরসে সতত উজোর, রাধাঙ্গের চারু ছটা হেম-মনোহর।
অম্বুদ সুন্দর গোবিন্দের রুচিপূর, ঘনীভূত নিজানন্দসন্দোহে মধুর।
এই দুই জ্যোতিতে নিসেবিত বৃন্দাবন, রাধাগোবিন্দের নিত্য-লীলানিকেতন।
অতএব বৃন্দাবন করিলে নিলয়, এ জ্যোতির পরশন লাভ সুনিশ্চয়।
সুমধুর-সুবিশেষ-এ জ্যোতির নিধি, বৃন্দাবনে আমার প্রণতি নিরবধি।

নিন্দা বা স্তুতিরেব বা বহুবিপৎ সম্পত্তিরেবাস্তু বা
পাণ্ডিত্যং বত মূর্খতাপি যদি বা রাগো বিরাগোঽথবা।
যৎকিঞ্চিদ্ভবতু শ্রুতেরপি মনাগ্ লক্ষ্যং ন যদ্ বৈভবং
তদ্ বৃন্দাবিপিনং ন জীবনমিদং স্বপ্নেঽপি হাতুং ক্ষমঃ ॥৭৫॥

টীকা—নন্ব শ্রুতিবহির্ভূতবৃন্দাবনগুণাদিবর্ণনং, তস্মাত্তদাশ্রয়শ্চ লোক-নিন্দাদে নিদানমাত্রম্। এতদুত্তরং শাস্ত্রতাৎপর্য্যাৎ বহির্ভ্রাম্যমাণেতরস্য নিন্দো-পেক্ষাবসাৎ প্রাণরূপং বৃন্দাবনাশ্রয়ং অথবা তদ্গুণমহিমা-কথনসৌভাগ্যং কদাপি ন জহামি; ভ্রাতঃ ত্বং তাপনীশ্রুতিঋক্পরিশিষ্টাদিষু অবগাহ্য ভ্রমাপনয়নং কুরু, ইত্যাবেশেন স্বনিষ্ঠামাহ যথা;—

নিন্দা বা স্তুতিবের বা (অখ্যাতিঃ প্রশংসৈব বা) বহুবিপৎ (প্রচুরদুরবস্থা) সম্পত্তিরেব বা অস্তু (ভবতু); পাণ্ডিত্যং (বিদ্যাবত্ত্বং) বত (খেদে) মূর্খতা বাপি অস্তু, রাগঃ (লোকপ্রীতিঃ) বিরাগঃ (লোকবৈমুখ্যং যদি বা ভবতু, অথবা যৎকিঞ্চিৎ (অন্যৎ যদ্ভাবতব্যং) ভবতু (বৃন্দাবনবাসফলা-দিতি শেষঃ); যস্য বৈভবং (মাহাত্ম্যং) শ্রুতেরপি (বেদস্যাপি) মনাক্ (অল্পমপি) লক্ষ্যং ন (শ্রুতেরপি অগম্যমিতি ভাবঃ) জীবনং (প্রাণরূপং) তদ্ বৃন্দাবিপিনং স্বপ্নেঽপি হাতুং (ত্যক্তুং) ন ক্ষমঃ (অহং ন সমর্থঃ ইত্যর্থঃ); ৭৫ ॥

আভাস—শ্রুতি বহির্ভূত বর্ণনায় তোমার এত আগ্রহ কেন? এবং তন্নির্ভরে বৃন্দাবনাশ্রয়ই বা কেন? ইহা দ্বারা মূর্খতার অপবাদ এবং লোকনিন্দা, লোকের বিরাগ ও উপেক্ষা ব্যতীত অন্য লাভ কি? উত্তর—ভ্রাতঃ গোপালতাপনী শ্রুতি ও ঋক্ পরিশিষ্টাদিতে অবগাহন কর, আমাদের সর্ব্বেশ্বরীর 'গান্ধর্ব্বিকা' নাম এবং গোপালদেবের পরম ধাম বলিয়া বৃন্দাবনের বর্ণন দেখিতে পাইবে কিন্তু বৃন্দাবনের অনন্তাদ্ভুত মহিমার একটি কলাও সম্যক্‌রূপে বেদের গোচরীভূত নহে, শ্রীমদ্ভাগবতে বেদবক্তা ব্রহ্মার উক্তিতে ইহা পরিব্যক্ত আছে। আমি কাহারও প্রশংসা বা আনুকূল্যাদি প্রাপ্তির জন্য বৃন্দাবনাশ্রয় করি নাই, এবং শাস্ত্রার্থের বহির্ভ্রাম্যমাণগণের কথায় বৃন্দাবনের প্রকৃত গুণ বর্ণন কি তদাশ্রয় ছাড়িতেও অক্ষম।

পদ্যানুবাদ—

বিপদ সম্পদ স্তুতি, বিরাগ বা অখেয়াত, অনুরাগ, পাণ্ডিত্যের প্রশংসার রাশি
মূর্খতার অপবাদ, কিছুতে নাহিক সাধ, কিছুতেই ভয় নাহি বাসি।
নিগমের অগোচর, যে পরমানন্দভর, আমি তার বিন্দুর ভিকারী,
সে সৌভাগ্যদাতা মোর, প্রাণ বৃন্দাবনরে, স্বপনেও তেয়াগিতে নারি ॥

চণ্ডাল-শ্বখরাদিবৎ যদি জনাঃ কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে তির-
স্কারং দুর্ব্বিসহঞ্চ তেন নহি মে খেদস্তনীয়ানপি।
দেবা দেব্য ইমে চ ভূতনিবহাঃ প্রাণাশ্চ দদ্যুর্মহা
স্নেহাত্তুষ্টিমতো ন মে গুরুতৃষো বৃন্দাবনীয়ে রসে? ॥৭৬॥

টীকা—অনভিজ্ঞজনস্য নিন্দাপবাদ-প্রতিকূলাচারস্য কা বার্ত্তা? বৃন্দাবন-বাসার্থং সমস্তবিঘ্নং যাবতীয়নির্য্যাতনঞ্চ অহং অক্ষুব্ধঃ গৃহ্ণামি। যথা—
চণ্ডালাঃ (কুক্কুরমাংসভুগস্পৃশ্যজাতীয়মানবাঃ) শ্বানঃ (কুক্কুরাঃ) গর্দ্দভাশ্চ, আদয়ো (কৃমিকীটবরাহপ্রভৃতয়ঃ) তাদৃশনিকৃষ্টপ্রাণিবৃন্দবৎ যদি সর্ব্বে জনাঃ (পণ্ডিতাঃ মূর্খাশ্চেতি ভাবঃ আত্মপরনির্ব্বিশেষেণ বা), জনাশ্চ দুর্ব্বিসহং (দুঃসহং) তিরস্কারং কুর্ব্বন্তি, তেন তিরস্কারেণ মে (মম) তনীয়ানপি (অত্যল্পোঽপি) খেদঃ (দুঃখং) ন অস্তি। দেবাঃ (শ্রীগোপেশ্বরাদয়ঃ) দেব্যঃ (শ্রীবৃন্দাদয়ঃ, ইমে চ ভূতনিবহাঃ (দৃশ্যমানপ্রাণিবর্গাঃ বৃন্দাবনীয়-পশু-পক্ষ্যাদয়ঃ) মহাস্নেহাৎ (পরমস্নেহভরেণ) বৃন্দাবনীয়ে রসে (বৃন্দাবনানন্দে) গুরুতৃষঃ (অতি-পিপাসিতাঃ) মে (মম) তুষ্টিং কিং ন দদ্যুঃ? অবশ্যমেব দদ্যুঃ ইত্যর্থঃ ॥৭৬॥

আভাস—আমার বৃন্দাবনরসের পিপাসা, অনভিজ্ঞশাস্ত্রার্থের বাহিরে ভ্রাম্যমাণ জনগণের নিন্দাপবাদ কি বিপদাদির ভয়ে কিছুতেই সঙ্কুচিত হইবে না, কোনও বিঘ্নবিপদ কি নির্য্যাতনেই নিবারিত হইবে না; আমার হৃদয় না জানিয়া অনেকে প্রতিকূল ব্যবহার করিলেও বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোপেশ্বরাদি দেবতাগণ এবং ভগবতী পৌর্ণমাসী, বৃন্দা প্রভৃতি দেবীগণ নিশ্চয়ই স্নেহপূর্ব্বক আমার আশা পূর্ণ করিবেন।

পদ্যানুবাদ—

চণ্ডাল সদৃশ যদি সবে তুচ্ছ করে, খর-কুক্কুরাদি সম ঘৃণা সমাচাবে।
অসহন তিরস্কার, বরষণ অনিবার, সমুদয় লোকে যদি করয়ে আমারে॥
নাহি খেদ-বিন্দুকণ যাবতীয় দেবগণ, গোপেশ্বর আদি ইহ যাহাদেব স্থিতি
বৃন্দা আদি দেবীগণ, জানিয়া আমার মন, অবশ্যই সদয় হবেন আমার প্রতি
স্থিরচর প্রাণিগণ, হয়ে কৃপা-পরায়ণ, জানিয়া আমার গুরুতৃষা বৃন্দাবনে
পরম স্নেহের ভরে, পিয়াসা পূরণ করে, বাঁচাবেন তুষ্টিদান করি মোর প্রাণে?

ভ্রাতঃ সমস্তান্যপি সাধনানি বিহায় বৃন্দাবনমাশ্রয়স্ব।
যথা তথাপ্রাক্তনবাসনাবশাচ্ছরীরবাণীহৃদয়ং বিচেষ্টতাম্ ॥৭৭॥

টীকা—কালদেশপাত্রবিভেদাৎ নানাশাস্ত্রে নানাবিধসাধন-মার্গো ব্যবস্থিতো হস্তি, বিশেষতঃ নানমতবাদ-গ্রাহ-পরিব্যাপ্তসিদ্ধান্ত-সমুদ্রাতিক্রমঃ অতীব সুদুরূহঃ; অতঃ অস্মাদৃশশক্তিহীনজনস্য বৃন্দাবনাশ্রয়মেব পরমা গতিঃ, এতদ্ ভাবাক্রান্তঃ 'হে ভ্রাতঃ' ইতি সম্বোধনেন স্বচিত্তমুপদিশতি। যথা—

হে ভ্রাতঃ (হে মনঃ) সমস্তানি অপি সাধনানি (উপায়ান্) বিহায় (ত্যক্ত্বা) বৃন্দাবনং আশ্রয়স্ব। (অহো! দেহেন্দ্রিয়াণি নহি মমানুগতানি ইতি আক্ষেপবশাৎ মা বিরম) প্রাক্তনবাসনাবশাৎ (পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতসুকৃতদুষ্কৃতজনিতপ্রারব্ধ-কর্ম্মফলাৎ) শরীরং বাণী (বাক্) হৃদয়ঞ্চ যথা তথা (ভদ্রমভদ্রং বেতি) বিচেষ্টতাং (স্বং স্বং বিষয়মবলম্বতাং, ত্বং তদপেক্ষণং মাকুরু, ইতি ভাবঃ) ॥ ৭৭ ॥

আভাস—বাহিরের বাধার কথা ভাবিতে গিয়া স্বগত বাধার কথা চিত্তে উদয় হইয়া আকুল করিয়া তুলিল, অহো! কি বিড়ম্বনা! আমার দেহেন্দ্রিয়াদিই যে আমার অবাধ্য!! একমাত্র মনের করুণা ব্যতীত আর কোনও উপায়ই দেখিতেছি না, এই প্রকার দৈন্যোদয়ে আপন মনকে লক্ষ্য করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন,ভাইরে মন! ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কালদেশ পাত্রাদি বিবেচনায় নানা প্রকার সাধন পন্থা ব্যবস্থিত হইয়াছে, একালে সে সকল পন্থাবলম্বন করিয়া চলা সাধ্যাতীত এবং চলিলেও পরমধন ব্রজপ্রেম তদ্দ্বারা লাভ হইবার নহে। অতএব হে ভ্রাতঃ এইরূপ সম্বোধনে এই শ্লোকে আপন মনকে উপদেশ করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

আন সাধনের গুণে শকতির লাভে—

বাসনাদি বিদূরণ, হৃদয়ের বিবর্ত্তন, বড়ই দুরূহতর হয় কলিভরে।
অতএব বিসর্জ্জন, করি সমস্ত সাধন, ওরে ভাই! বৃন্দাবন করহ আশ্রয়,
পূরব জনমার্জ্জিত, যথা বাসনার স্রোত, চলুক তেমনি বাণী শরীর হৃদয়।
ধামের মহিমাগুণে, কোনও সাধন বিনে, আপনি ফলিবে সব সাধনের ফল
পরাপ্রেমা লাভ হবে, কর্ম্মফল পলাইবে, দেহেন্দ্রিয় হৃদয় হইবে নিরমল॥

তাদৃক্ কামো ভবতু ভগবন্ যেন কস্যাশ্চিদেণী-
দৃশ্যাসক্তোঽপ্যহহ ন বহির্যামি বৃন্দাটবীতঃ।
তাদৃগ্দম্ভোঽপ্যুদয়তু তথাহঙ্কৃতিশ্চাপি মে স্যাৎ
যেনাপ্যস্মিন্ রসময়বনে রোচয়ে নিত্যবাসম্ ॥ ৭৮ ॥

টীকা—বৈকারিকো দম্ভোঽহঙ্কারঃ কামশ্চ সাধকানাং ভীষণবৈরী, পরন্তু বিকার-বর্জ্জিত-পরিশুদ্ধৈতত্ত্রয়াণামানুকূল্যেন অচিরাৎ ভজনসাফল্যং ভবতি। অতেন অপূর্ব্বোপায়েন তৎপ্রার্থনং যথা—

হে ভগবন্! (অত্র হে শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র ইত্যর্থঃ) মে, তাদৃক্ কামো ভবতু যেন কামেন কস্যাশ্চিৎ এণীদৃশ্যাং (বর্ণনাতীতায়াং মৃগনয়নায়াং, 'হরিণীনেত্রেতি' নামানুসারতঃ শ্রীরাধায়ামিত্যর্থঃ) আসক্তোঽপি (অনুরক্তোঽপি) বৃন্দাটবীতঃ (বৃন্দাবনাৎ) বহিঃ ন যামি (ন গচ্ছামি); মে (মম) তাদৃক্ দম্ভোঽপি (তেজোঽপি) উদয়তু, তথা অহঙ্কৃতিঃ (অহঙ্কারশ্চাপি) স্যাৎ যেন দম্ভেন অহঙ্কারেণচ অস্মিন্ রসময়বনে নিত্যবাসং (সততাবস্থানং) রোচয়ে; সর্ব্বাতিশায়ি-শ্রীধাম বিহায় ইতরে তুচ্ছপদে কুত্র বসামি? ইতি—দম্ভাহঙ্কারয়োঃ তৎপর্যাং (শ্রীগৌরচন্দ্রস্য ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণমহাভগবত্তাস্ফুরণাৎ) অহহ! ইতি সহর্ষোক্তিঃ। ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য যশো-জ্ঞান-বৈরাগ্য-সৌভগানাং মধ্যে বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যস্য পূর্ণতমপ্রকাশত্বেন সর্ব্বতঃ পূর্ণতমভগবত্তায়াঃ কেবলং শ্রীগৌরচন্দ্রেষু সর্ব্বাতিশায়ি-পরিণতিপ্রাপ্তত্বাৎ তৎসম্বোধনাত্মিকা প্রার্থনা ॥ ৭৮ ॥

আভাস বৈকারিক কাম ক্রোধাদি যেমন সাধনমার্গের ভীষণ শত্রু, তেমনি বিকারবর্জ্জিত বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহারাই সাধকের পরম সহায় হইয়া উঠে, বিদ্রোহাচারীদিগের মধ্যে দম্ভ, অহঙ্কার ও কাম সর্ব্বাপেক্ষা বিঘ্নকর, তাই এ শ্লোকে অতি অপূর্ব্বরীতিতে ইহাদের বিশুদ্ধি প্রার্থনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত উচ্ছাসবাণীকে সিদ্ধান্ত জ্ঞান করিয়া কেহ ইহাদিগকে অব্যাহত স্বাধীনতা দিবেন না, ইহাই এ শ্লোকের শিক্ষা।

পদ্যানুবাদ—

হা হা প্রভু ভগবান, করহ কামনা দান, শ্রীনাগরীমণি মৃগনয়নীর পদে
বৃন্দাবন পরিহার, নাহি যেন করি আর, শুনিতেই সে কথা পরাণ যেন কাঁদে।
সেইরূপ দম্ভ আর, তদুচিত অহঙ্কার, দেও মোরে যেন ইহ রসময় বনে,
রুচি হয় চিরবাসে, কভু কোন অভিলাসে, তিলেকের তরেও বাহিরে নাহি টানে।

বরং বৃন্দারণ্যে হরি হরি করে খর্পরভৃতো
ভ্রমামো ভৈক্ষ্যার্থং শ্বপচগৃহবীথীষু দিনশঃ ।
তথাপি প্রাচীনৈঃ পরমসুকৃতৈ রত্র মিলিতং
ন নেষ্যামোঽন্যত্র ক্বচিদপি কথঞ্চিৎ বপুরিদম্ ॥ ৭৯

টীকা—অবিচলবৃন্দাবনবতিপ্রার্থনং, বৃন্দাবনবাসানুকূলকামদম্ভাহঃ প্রার্থনঞ্চ যুক্তমেব, পরন্তু ষট্সপ্ততিসংখ্যকশ্লোকানুসারতঃ চণ্ডালশ্বখরাদি তিরস্কৃতাঃ সন্তঃ কথং ভিক্ষানির্ব্বাহং করিষ্যথ ? ইতি ঐকান্তিকবৃন্দাবন-নি প্রকটয়ন্ এতদুত্তরমাহ—

বরং বৃন্দারণ্যে (বৃন্দাবনে) করে খর্পরভৃতঃ (হস্তে মৃণ্ময়ভিক্ষাপাত্রং ধৃতব দিনশঃ (অনুদিনং) শ্বপচানাং (চণ্ডালানাং) গৃহবীথীষু (গৃহসমূহেষু) ভৈক্ষ্য ভ্রমামঃ (পর্য্যটামঃ) তথাপি—প্রাচীনৈঃ (প্রাক্তনৈঃ) পরমসুকৃতৈঃ (মহাপু অত্র (বৃন্দাবনে) মিলিতং, ইদং বপুঃ (ইদং শরীরং) অন্যত্র (তদ্ বহিরিত্যং ক্বচিদপি (কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ) ন নেষ্যামঃ (হরি হরি ইতি উচ্ছ্বাসে) ॥

আভাস—বৃন্দাবনে অবিচলা রতি ও বৃন্দাবনে আমরণবাসের অনুকূ কামদম্ভাহঙ্কারের পরিণতি প্রার্থনা উত্তম ; কিন্তু ৭৬নং শ্লোকানুসারে, সাধার নিকটে চণ্ডালের বা কুক্কুর গর্দ্দভাদির ন্যায় ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হইলে তো ভি লাভেরও উপায় থাকিবে না ? তাহা হইলে তো বাধ্য হইয়াই বৃন্দাবনের বা যাইতে হইবে। অবিচলিত বৃন্দাবননিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া এ শ্লোকে ইহার উ স্বকীয় কর্ত্তব্য বলিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

হরি হরি কত পুরাতন-পুণ্যফলে রে, কত জনমের কত সুকৃতির বলে রে
হরি গুরু ভকতের কত করুণায় রে, পাইয়াছি পরমধামের পদাশ্রয় রে !
যদি চণ্ডালাদি নীচজাতির দুয়ারে রে,মাগিয়া খাইতে হয় তাহাই করিব রে
তাহাদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ফিরিব রে,তবু এই বপু কভু বাহিরে না নিব রে

* ইহা বলা বাহুল্য যে এই শ্লোকের দ্বারা চণ্ডালান্ন ভোজনের "ব্যবস্থা' হয় নাই। বরং অস্পৃশ্যতাই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কারণ শ্লোকের নিষ্কর্ষ তাৎপর্য্য যে নিরুপায় হইলে, এতাদৃশ মহানিষিদ্ধাচার করিয়াও বৃন্দাবনে বাস করা উচিত। (অ এই সকল কথা অসাধারণ অধিকারীর সম্বন্ধে নহে) ।

§ এই প্রকার অটল সঙ্কল্পে ধামাদির আশ্রয় করার নামই ক্ষেত্রসন্ন্যাস, ইহার ফলে ভীষ্ট সংসিদ্ধ হয়। ২৫ নং শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা এই বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৃ দেখাইয়াছি।

জরৎকন্থামেকাং দধদপিচ কৌপীনমনিশং
প্রগায়ন্ শ্রীরাধামধুপতিরহঃকেলি-লহরীম্ ।
ফলং বা মূলং বা কিমপি দিবসান্তে কবলয়ন্
কদা নেষ্যে বৃন্দাবনভুবি দশাং জীবনময়ীম্ ॥ ৮০ ॥

টীকা—বৃন্দাবনে শ্বপচবাসো বিরলঃ, বিশেষতঃ ধর্ম্মাচারবর্জ্জিতস্য অদাতু শ্বপচস্য গৃহে নিত্যভিক্ষালভঃ অসম্ভবঃ। ইতি সোচ্ছাসোক্তিং বিহায় ব ত্বং কিমাচরিষ্যসি? এতস্যোত্তরে বৃন্দাবনাশ্রয়িনিষ্কিঞ্চনানাং প্রকৃতকর্ত্তব নিজনির্দ্ধারিতাচরণং ব্যক্তীকৃত্য সাক্ষেপগদ্‌গদং প্রার্থয়তি। যথা—

কদা একাম্ (একমাত্রাং) জরৎকন্থাং (জীর্ণাং কন্থাং) কৌপীনঞ্চ দধদ (এতন্মাত্রং শীতে গ্রীষ্মে সর্ব্বকালেষু দধানোঽপি) অনিশং (সততং) শ্রীরাধাম পত্যোঃ (শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ) রহঃকেলিলহরীং (নিভৃতলীলারসতরঙ্গং) প্রকৰ্ গায়ন্ (উৎকীর্ত্তয়ন্) দিবসান্তে কিমপি (কিঞ্চিৎ) ফলং বা মূলং বা কবলয় (ভক্ষয়ন্) বৃন্দাবনভুবি (ইহ ভৌমবৃন্দাবনে ইত্যর্থঃ) জীবনময়ীং দশ (প্রেমোত্তেজনাসঞ্জাতহর্ষবিষাদসমাকুলিতাং সদা সচৈতন্যাবস্থাং) নেষ্যে (অতিবাহয়িষ্যামি?) ॥৮০॥

আভাস—চণ্ডালাদি নীচ জাতি বৃন্দাবনে দুর্লভ, বিশেষতঃ উহারা আ ধার্ম্মিক বা বদান্য হয় না। সুতরাং তাহাদের গৃহে প্রতিনিয়ত ভিক্ষাটন, তোম উচ্ছাসোক্তি মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে তুমি কি প্রকার ব্যবহারে বাস করিবে তা বল। ইহার উত্তর—বৃন্দাবনাশ্রয়ীর যাহা কর্ত্তব্য তাই করিব। আহা! আম ভাগ্যে কি সে শুভযোগ সংঘটিত হইবে? এইরূপ দৈন্যোদয়ে এই শ্লোকে তত্তুচি প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

এক ছেঁড়া কাঁথা ধরি, একই কৌপীন পরি, অনুদিন নিরাকুল মনে,
রাধামাধবের রহঃ কেলির লহরী বে! গাইয়া বেড়াব বৃন্দাবনে।
ফলমূল যাহা পাই, দিনান্তে খাইব তাই, রহিব সতত সচেতন
কবে হেন প্রাণময়ী সাধের দশায় বে! বৃন্দাবনে যাপিব জীবন ॥*

* এই প্রকার অবস্থায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া বৃন্দাবন বাস করাই প্রকৃত বৃন্দাবনাশ্রয়। ই এই শ্লোকের শিক্ষা।

প্রকৃত্যুপরি কেবলে সুখনিধৌ পরব্রহ্মণি
শ্রুতিপ্রথিতবৈভবং পরপদং বিকুণ্ঠাভিধম্।
তদন্তরখিলোজ্জ্বলং জয়তি মাথুরং মণ্ডলং
মহারসময়ং সখে! কলয় তত্র বৃন্দাবনম্ ॥ ৮১ ॥

টীকা—প্রাপঞ্চিকস্থষ্টবস্তুবৎ প্রতীয়মানমপি শ্রীবৃন্দাবনং জড়াতীত-নিত্যচিন্ময়-প্রেমানন্দঘন-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবদ্ধাম। এবঞ্চ তত্রত্যফলমূলাদিকং অমৃতগুণসম্পন্নং; ইতি পরমতত্ত্বপরিজ্ঞানাৎ বৃন্দাবননিষ্ঠায়াঃ দৃঢ়সংগঠনার্থং সখে! ইতি সম্বোধনেন স্বান্তং উপদিশতি। যথা—

প্রকৃতেঃ সৃষ্টজগতঃ উপরি (উপরিস্থিতে ইতি ভাবঃ) কেবলে (অবিমিশ্রে) পরব্রহ্মণি সুখনিধৌ (পরব্রহ্মানুভূতিময়সুখসমুদ্রে) শ্রুতিষু (বেদেষু) প্রথিতং (প্রসিদ্ধং) বৈভবং (মাহাত্ম্যং) যস্য, তাদৃশং বিকুণ্ঠাভিধং (বৈকুণ্ঠ-নামানং) পরপদং (পরমস্থানং মোক্ষধামেতি যাবৎ) অস্তি ইতি শেষঃ, তদন্তরে (তদূর্দ্ধে) অখিলোজ্জ্বলং (প্রাকৃতনয়নদুর্গমোজ্জ্বলং সান্দ্রজ্যোতির্ম্ময়মিতার্থঃ) মাথুরং মণ্ডলং (মথুরাখ্যং ধাম) জয়তি; (ভগবজ্জন্ম-লীলাদি-হেতুনা সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) হে সখে! তত্র (মথুরামণ্ডল-মধ্যে) মহারসময়ং (পরম প্রেমানন্দময়ং) বৃন্দাবনং কলয় (অবধারয়) ৮১ ॥

আভাস—তত্ত্বোপলব্ধিদ্বারা চিত্তের দৃঢ়সংলগ্নতা স্বতঃ সংসাধিত হয়, এই নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনের চিন্ময়ত্ব, সর্ব্বধাম হইতে শ্রেষ্ঠত্ব, এবং তত্রত্য ফল মূলাদির অমৃতগুণসম্পন্নতা প্রভৃতি তত্ত্ব ও মহিমা বর্ণন দ্বারা, সুদৃঢ় বৃন্দাবন নিষ্ঠা সংগঠনের অভিপ্রায়ে শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ সংক্ষিপ্তাক্ষরে বর্ণন দ্বারা—হে সখে! সম্বোধনে আপন মনকে তদুচিত উপদেশ প্রদানই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য।

পদ্যানুবাদ—

বিধাতার নিরমিত জগত উপরে হে! সুখের সাগর এক 'পরব্রহ্ম' নাম
তাহে শ্রুতি নিগদিত সম্পদ ভাণ্ডার হে! অনুপ পরমপদ শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম।
তাহার উপরে নিজ তেজে উজোলিত হে! নয়নের দুরগম মাথুর মণ্ডল
তাহে মহারসময় ; ধাম শিরোমণি হে! বিরাজিত বৃন্দাবন পরম মঙ্গল।
চিদানন্দ ঘন বৃন্দাবনের স্বরূপ হে! ফলমূল সকলি অমিয় রসময়
এই অবধারি সখে! অনুরাগ ভরে হে! মনোসুখে বৃন্দাবন করহ আশ্রয়।

কদা বৃন্দারণ্যং শ্রবণ-রসনস্পর্শন-নিরী-
ক্ষণ-ঘ্রাণাদ্যৈ র্মে ভবতি রসসিন্ধু-স্রবদিব।
কদা বা তল্লোকোত্তররসমদান্ধো মধুপতে
র্গুণানুচ্চৈরুচ্চৈঃ সরসমিহ গাস্যামি পরিতঃ ॥৮২॥

টীকা—সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদকস্য পরমমধুরানন্দধাম-শ্রীবৃন্দাবনস্য মহামাধুরী স্ফুরণাৎ তত্ত্বানুশীলনং বিসৃজ্য সংপ্রার্থয়তি।

যথা—কদা বৃন্দাবনং, শ্রবণ-রসনস্পশন-নিরীক্ষণ-ঘ্রাণাদ্যৈঃ (চক্ষুঃ কর্ণাদি-পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ী ভূত্বা ইতিভাবঃ) মে (মহ্যং) রসসিন্ধু-স্রবদিব (বর্ষদিব) ভবতি। (রসধারায়াঃ স্থৌলাদৌর্ভত্বে, বিশ্রান্তিসুনিশ্চিতে চ তদুৎপ্রেক্ষায়াং অতৃপ্তিবশাৎ রসসিন্ধু-বর্ষদিতি অদ্ভুতালঙ্কারঃ) কদা বা তৎ (বৃন্দাবনস্য) লোকোত্তররসমদান্ধঃ (সর্ব্বলোকাতীত-রসেন প্রমত্তঃ সন্) পরিতঃ (সমন্তাৎ) মধুপতেঃ (নিখিলমধুরাণাং অধিপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যর্থঃ) গুণান্—উচ্চৈরুচ্চৈঃ (তারস্বরেণ) সরসং (সপ্রেম) ইহ (বৃন্দাবনে) গাস্যামি।

আভাস—শ্রীবৃন্দাবনের মহামধুরানন্দময়ী পরমমাধুরী চিত্তে স্ফূর্ত্তি হওয়াতে এ হেন হৃদয়োন্মাদি মাধুরী ছাড়িয়া তাত্ত্বিক মহিমা ও উৎকর্ষ অন্বেষণ করার নিমিত্ত এ শ্লোকে আত্মধিক্কার পূর্ব্বক, বৃন্দাবনের সর্ব্বেন্দ্রিয়াহ্লাদক মাধুরী আস্বাদনের প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—হায়রে আমার হেন শুভদিন, আর কত দিনে হবে?
বৃন্দাবন গুণ মহিমা মাধুরী, শুনি কাণ জুড়াইবে।
সুধারসময় ফলমূল জল, ভোজনেও গুণগানে
রসনা আমার তিরপিত হবে, মধুর শ্রীবৃন্দাবনে।
রাধামাধবের পরশনে পূত ভূমি বারি তরুলতা,
পরশিয়া তনু ধারণ করিবে প্রেমানন্দ-পুলকতা।
স্থিরচরে নীবে মহামনোলোভা চারুশোভা দিব্যভাব
হেরিয়ে নয়ন করিবে রে কবে আনন্দ-সলিল স্রাব?
লোকাতীত মহা পরিমল লাভে নাসিকা হইবে ভোর,
রসসাগরের প্রবাহ বহিবে হৃদয় মাঝারে মোর।
উনমদ মনে গাইব পঞ্চমে, প্রেমলীলা বিলসিত
রস মধুরিমা নিধি, মাধবের, যশোগুণ লীলা গীত।

স্বানন্দ-সচ্চিদ্‌ঘন-রূপতা মতি
র্যাবন্নবৃন্দাবনবাসিজন্তুষু।
তাবৎ প্রবিষ্টোঽপি ন তত্র বিন্দতে
ততোঽপরাধাৎ পদবীং পরাৎপরাম্ ॥ ৮৩ ॥

যদৈব সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধি, বৃন্দাবনস্থ-স্থিরজঙ্গমেষু।
স্যান্নির্ব্ব্যলীকং পুরুষস্তদৈব চকাস্তি রাধাপ্রিয়সেবিরূপঃ॥৮৪

টীকা—তর্হি কিং বৃন্দাবনতত্ত্বানুশীলনং নিষ্ফলমেব? এতদুত্তররূপেণ "বৃন্দাবনস্থ সর্ব্বপ্রাণি প্রেমানন্দঘনা প্রাকৃতমূর্ত্তিঃ" ইতি পরমজ্ঞানোদয়ার্থং, তদাবশ্যকতামাহ—

বৃন্দাবনবাসিষু জন্তুষু (প্রাণিষু) যাবৎ স্বানন্দসচ্চিদ্‌ঘনরূপতায়াং (সু+আনন্দঃ=স্বানন্দঃ, প্রেমানন্দ ইতি যাবৎ। সৎ—নিত্যসত্ত্বং, চিৎ—জ্ঞানং; এতৎ ত্রয়াণাং ঘনীভূতাবস্থাস্বরূপত্বে ইত্যর্থঃ) মতিঃ ন স্যাদিতিঃ শেষঃ। তাবৎ তত্র (বৃন্দাবনে) প্রবিষ্টোঽপি (লব্ধপ্রবেশোঽপি) ততঃ অপরাধাৎ—পরাৎপরাং (অত্যুত্তমাং পদবীং নিকুঞ্জসেবোপযোগিদাসীপদং) ন বিন্দতে (ন লভতে)।

টীকা—পূর্ব্বশ্লোকোক্তজ্ঞানেন পুরুষস্য রাধাদাস্যরূপং পরাৎপরপদবীপ্রাপ্তিং বিবৃণোতি যথা—

যদৈব বৃন্দাবনস্থেষু স্থিরজঙ্গমেষু (চরাচরপ্রাণিষু) সচ্চিদ্রসরূপবুদ্ধির্নির্ব্ব্যলীকং (সত্যং) যথা তথা স্যাৎ; তদৈব পুরুষঃ রাধায়াঃ প্রিয়ঃ সেবিরূপঃ (সেবনযোগ্য-গোপকিশোরীরূপঃ) যস্য তাদৃশঃ সন্ চকাস্তি (উদ্ভাসতে)।

আভাস—তবে কি বৃন্দাবনের তত্ত্বানুশীলন অনাবশ্যক? এই প্রশ্নের উত্তরে এ শ্লোকে বৃন্দাবনবাসী প্রাণিগণের সচ্চিদানন্দঘন-রূপতা উপলব্ধির জন্য তদাবশ্যকতা বলিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—বৃন্দাবনবাসী সমুদয় প্রাণিগণ—
কুক্কুর শূকর আদি, পুরীষের কীটাবধি, সকলের শরীর সচ্চিদানন্দঘন।
এই মহা সত্য না হইলে অনুভব—
বৃন্দাবন বাস ফলে, কদাপি নাহিক মিলে, পরতর পদবী (সাধন সুদুর্ল্লভ)।

আভাস—পূর্ব্বশ্লোকের লিখিত জ্ঞান জন্মিলেই পুরুষের শ্রীরাধার দাসীপদ প্রাপ্তি ঘটে।

পদ্যানুবাদ—

যদি জ্ঞানোদয় হয়, স্থাবর জঙ্গমচয়, বৃন্দাবনে সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপ,
লভে তবে অনুরাগী রূপে গুণে ডগমগি, দাসী দেহে, রাধাপ্রিয়সেবনীয় রূপ।

সকল-বিভব-সারং সর্ব্ব-ধর্ম্মৈক সারং
সকল-ভজন-সারং সর্ব্ব-সিদ্ধৈক-সারম্।
সকল-মহিম-সারং বস্তু বৃন্দাবনান্তঃ
সকল-মধুরিমাম্ভোরাশিসারং বিহারম্ ॥৮৫॥

টীকা—স্বহৃদয়ে যুগপৎ বৃন্দাবনগুণ-মধুরিমোদয়াৎ, মহোল্লাসেন অন্যতম মেকং পরমমহিমানং কথয়তি—

বৃন্দাবনান্তঃ বিহারং (বৃন্দাবনে ভ্রমণং) সকলবিভবানাং (সম্পদাং) সারং, সকলানাং ধর্ম্মাণাং একমদ্বিতীয়ং সারং; সকলানাং ভজনানাং (উপাসনানাং) সারং; সর্ব্বেষাং সিদ্ধানাং এবং (সর্ব্বোত্তমং) সারং; সকলানাং মহিম্নাং সারং; সকলানাং মধুরিমাম্ভোরাশীনাং (মাধুর্য্যসাগরাণাং) সারং বস্তু পার্থিবাপার্থিবসকলসম্পদঃ সমস্তধর্ম্মানুষ্ঠানেন সর্ব্বোপাসনানাং সাফল্যেন সর্ব্বেষাং সিদ্ধিলাভেন চ যন্ন ভবতি, একেন বৃন্দাবনভ্রমণফলেন তন্মহা সৌভাগ্যমুপৈতীতিভাবঃ। সর্ব্বলোকেষু, সর্ব্বধামসু যাদৃশমহিম-মধুরিমা বিদ্যতে, তৎ সর্ব্বেষাং সারেণ বৃন্দাবনবিহারঃ পরিপূরিত ইতি চ। সারঃ (হেয়াংশবর্জ্জিত সমুৎকৃষ্টভাগঃ।) বৃন্দাবনভ্রমণপদ্ধতিতৎফলাদি চ নানাশ্লোকে পশ্চাৎ প্রকাশিতং।

আভাস—অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাত্ত্বিক মহিমাদি ও সর্ব্বেন্দ্রিয়াস্বাদ্য বৃন্দাবন মধুরিমা পরিচিন্তনের ফলে, যুগপৎ শ্রীধামের পরমগুণোৎকর্ষ ও মহামাধুরীতে হৃদয় পরিপূর্ণ হওয়ায় মহোল্লাসে শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বাতিশয়তা বর্ণন করিতেছেন। শ্লোকের নিকৃষ্ট তাৎপর্য্য এই যে পৃথিবীর, স্বর্গের, কি বৈকুণ্ঠাদি মহাধামের যত প্রকার সম্পদ আছে বৃন্দাবনে সুধু পরিভ্রমণের ফলেই তদপেক্ষা পরম সম্পদ লাভ হয়। ইহা সমস্ত ধর্ম্মাচরণের, সমস্ত উপাসনার, সর্ব্ববিধ সিদ্ধির যাবতীয় মহিমার ও মধুরিমার সারধন স্বরূপ এবং মহাদ্ভুত শ্রেয় ও পরমালৌকিক দিব্যানন্দপ্রদ। এই সকল কথার উদাহরণ এবং বৃন্দাবন ভ্রমণের পদ্ধতি পরপর অনেক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

পদ্যানুবাদ—রাধামাধবের বরজ বিপিনে বিহরণে, রসে উছলিত মনে
সকল বিভব সকল ধরম সকল ভজন সার,
নিখিল সিদ্ধির সারে নিসেবিত, সুমহিমাসারে পরিপূরণিত
যাবতীয় মহাঘন মধুরিমা অমিয়ার পারাবার।

দৈবাবাক্ প্রতিষেধিনী ভবতু মে স্যাদ্‌বাগুরূণাং গিরাম্
শ্রেণী. শাস্ত্রবিদামিহাস্তু বহুধা যঃ কোঽপি কোলাহলঃ।
ত্যক্ত্বা সাধ্যসাধনজাত মখিলং লগ্নস্তু মে রাধিকা
ক্রীড়াকাননবাসসম্পদি মনাগ্ ব্যাবর্ত্ততে নো মনঃ ॥ ৮৬ ॥

টীকা—"রাধা ষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দানাম শ্রুতৌ শ্রুতং। তস্যাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্" ইতি পুরাণপ্রবচনানুসারতঃ সেশ্বরী শ্রীরাধায়াঃ প্রমোদোদ্যানে বৃন্দাবনে, বিহরণস্য সানন্দমধুরসৌভাগ্যসম্পদাদীন্ সংস্মরন্—স্বকীয়া-ব্যাহত-সুদৃঢ় বৃন্দাবনবাসস্য মহাসৃঙ্কল্পমাহ—

দৈবীবাক্ (দৈববাণী) মে (মম) প্রতিষেধনী (নিবারিণী) (বৃন্দাবন-বাসস্যেতিশেষঃ) ভবতু; গুরূণাং গিরাং (বাচাং) শ্রেণী, প্রতিষেধিনী স্যাদ্‌বা; শাস্ত্রবিদাং (শাস্ত্রজ্ঞানাং) ইহ (অস্মিন্ বৃন্দাবনবাসবিষয়ে) বহুধা (নানাপ্রকারঃ) যঃ কোঽপি কোলাহলঃ (বাদবিতর্কঃ) অস্তু বা তু (কিন্তু) অখিলং (সর্ব্বং) সাধনসাধ্যজাতং (বাঞ্ছিতলাভোপায়-বাঞ্ছিতসমূহং) ত্যক্ত্বা শ্রীরাধিকায়াঃ ক্রীড়াকাননং (বৃন্দাবনং) তত্র বাসসম্পদি লগ্নং মে (মম) মনঃ মনাক্ (অল্পমপি) নো ব্যাবর্ত্ততে (ন পরাঙ্মুখীভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৮৬ ॥

আভাস—"আমার সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী পরা ঠাকুরাণী শ্রীরাধার শ্রুতিবিশ্রুত ষোলটী নামের মধ্যে এক নাম 'বৃন্দা', এবং তাহার ক্রীড়াবনের নাম বৃন্দাবন। অতএব তাঁহার প্রমোদোদ্যান বৃন্দাবনে চিরবাসরূপ মহাসম্পদের লোভ, আমি কিছুতেই ত্যাগ করিব না, যতই গুরুতর যতই অনুল্লঙ্ঘনীয়-বিঘ্ন বাধা বিপদ উপস্থিত হউক না কেন আমি সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া আমরণ বৃন্দাবনে বাস করিবই করিব" এই প্রকার দৃঢ় নিশ্চয়াত্মক স্বকীয় অব্যাহত সঙ্কল্প (বৃন্দাবনবাসের সানন্দ মধুর সুখসৌভাগ্য স্মরণ করিতে করিতে) এই শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। (এইরূপ সুদৃঢ় অধ্যবসায় ও অবিচলিত অটল সঙ্কল্প ব্যতীত ক্ষেত্রসংন্যাস সংসিদ্ধ হয় না, ইহাও এ শ্লোকের আনুষঙ্গিক শিক্ষা)

পদ্যানুবাদ—

আকাশের দেববাণী, যদি হয় নিষেধিনী, গুরু নিকরেও যদি করেন তাহাই,
শাস্ত্রবিদ্‌গণ মিলি, মহা কোলাহল তুলি, নিষেধানুশাসন করেন ঠাঁই ঠাঁই।
তথাপি আমার আশ, বৃন্দাবনে চিরবাস, তেয়াগিয়ে সকল সাধন সাধ্যচয়
রাধাকেলিবনে মন, লাগি রহু অনুখন, বারেকের তরেও চলিত নাহি হয়।

প্রগায়ন্ নটন্নুদ্ধসন্ বা লুঠন্ বা
প্রধাবন্ রুদন্ সম্পতন্ মূর্চ্ছিতো বা।
কদা বা মহাপ্রেমমাধ্বীমদান্ধ
শ্চরিষ্যামি বৃন্দাবনে লোকবাহ্যঃ॥ ৮৭॥

টীকা—পঞ্চাশীতিসংখ্যকশ্লোকানুসারতঃ অহর্নিশং পরমপ্রেমানন্দে বৃন্দাবনে বিচরণং শ্লোকদ্বয়েন প্রার্থয়তি। যথা—

কদা লোকবাহ্যঃ (লোকৈর্জনৈর্বহিষ্কৃতঃ অসঙ্গঃ লোকরীতিমতিক্রম্য ইতি ভাবঃ) মহান্ প্রেমা এব মাধ্বী (মধুনির্ম্মিতাসবঃ ইত্যর্থঃ) তস্যাঃ মদেন অন্ধঃ সন্ (তদাস্বাদপ্রমত্তঃ সন্ ইত্যর্থঃ) প্রগায়ন্ (উচ্চৈর্গায়ন্) নটন্ (নৃত্যন্) উদ্ধসন্ (উচ্চৈর্হাস্যং কুর্ব্বন্) লুঠন্ (ভূলুণ্ঠিতঃ সন্) ধাবন্ (স্বাভীষ্টদর্শনস্ফূর্ত্ত্যা তৎসমীপে দ্রুতং ধাবন্ ইতি ভাবঃ) রুদন্ (ইষ্টস্যাদর্শনাৎ ক্রন্দন্) সম্পতন্ (ভূপতিতঃ সন্) মূর্চ্ছিতঃ (মোহং গতো বা) বৃন্দাবনে বিচরিষ্যামি; অহমিতি শেষঃ। প্রেমোন্মাদেন কদা এতানি প্রেমচরিতানি প্রকটয়ন্ বৃন্দাবনে বংভ্রমামি ইতি নিষ্কর্ষার্থঃ। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে, প্রজাত-প্রেমজনানামাচরিতং যথা—"এবং ব্রতস্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।

আভাস—"কৃষ্ণপ্রেমা যার চিত্তে করয় উদয়, তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"স্ফূর্ত্তিতে বিশেষ বিশেষ লীলা দর্শন করিয়া কখন উচ্চৈঃস্বরে গান, কখনও বা উচ্চহাস্য কদাপি নৃত্য আবার আবেশ হারাইয়া ক্রন্দন, ভূমিতলে লুণ্ঠন মূর্চ্ছা প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তের আচরণে বৃন্দাবনে বিচরণ করার উৎকট আকাঙ্ক্ষায় এ শ্লোকে তদুচিত প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—কবে লোকলাজ পরিহরি, কভু উচ্চৈস্বরে গান করি।
কদাপি নাচিব রসাবেশে, কভু বিলসিব উচ্চহাসে।
কভু ভূমে লুণ্ঠিত হইব, কভু বেগে ধাইয়া চলিব।
যাহা চাহি না পাইয়া তায়, কখনো কাঁদিব উভরায়।
অদরশে করি হায় হায়, মুরছিয়ে পড়িব ধরায়।
মহাপ্রেম মধুমদে মাতি, ত্যজিব ভূমিলোকরীতি। *
হায় হায় কবে এই ভাবে, বৃন্দাবনে মোর দিন যাবে॥

* পরের শ্লোকে ইহা অতি সুন্দর ও সুবিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে দৃষ্টি করুন।

न लोकं न धर्म्मं न गेहं न देहं
न निन्दां स्तुतिं नापि सौख्यं न दुःखम्।
विजानन् किमप्युन्मदः प्रेममाध्व्या
ग्रहग्रस्तवत् कर्हि वृन्दावने स्याम्॥ ८८॥

টীকা—প্রেমপারবশ্যাৎ দেহদৈহিকাদিকং বিস্মৃত্য পরমানন্দোন্মাদেন বৃন্দাবন-ভ্রমণস্য পরপদ্ধতিং প্রার্থনানুষঙ্গে প্রদর্শয়তি। যথা—

কর্হি বৃন্দাবনে, লোকং (লৌকিকাচারং লোকাপেক্ষণং বা) ন, ধর্ম্মং (বিধিবোধিতধর্ম্মাচরণং) ন গেহং ন, দেহং ন, নিন্দাং ন, স্তুতিং ন, সৌখ্যং ন, দুঃখঞ্চ ন বিজানন্ (এতেষাং সর্ব্বেষাং অনপেক্ষাভূয় ইতি ভাবঃ) কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ঃ) উন্মদঃ (উন্মাদকঃ) প্রেমমাধ্ব্যা (প্রেমমাধ্বীকপানেনেতি ভাবঃ) গ্রহগ্রস্তবৎ (উপদেবাবিষ্ট ইব) স্যাং (ভবামি)॥ ৮৮॥

আভাস—লোকাপেক্ষা ও লোকাচার; বিধিবোধিত ধর্ম্মাচরণ; অবস্থানের বিচার, আহার, পান, স্নান, নিদ্রা, সুখ দুঃখ শ্রান্তি ক্লান্তি শীত গ্রীষ্মাদির অনুভব প্রভৃতি সমুদয় দেহধর্ম; নিন্দাপ্রশংসাদির ভয়াকাঙ্ক্ষা; সুখলালসা দুঃখ পরিহার বাসনা ও সুখদুঃখের সম্ভাবনার জ্ঞান অর্থাৎ বিচার; এ সকলই প্রেমানন্দের উদয়ে আপনি অন্তর্হিত হয়, বাহ্যাপেক্ষা কিছুই থাকে না। এই সমুদয়ের স্মৃতি ও অস্তিত্ববোধ পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়া যায়, প্রেমিক ভক্ত প্রেমানন্দে পরিতৃপ্ত ও প্রেমরসাস্বাদে কৃতকৃতার্থ হইয়া এক পরম সুদিব্য অলৌকিক অবস্থা লাভ করেন, তখন পার্থিব কোনও ব্যাপারের সহিতই তাঁহার কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকে না, তাঁহার প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই প্রেমামৃতে অনুপ্রাণিত হয়। ইহারই নাম অন্তর্দ্দশা। এই দশার উদয়ে স্বকীয় স্বরূপের অর্থাৎ সিদ্ধদেহের পূর্ণরূপ স্ফূর্ত্তি এবং অভীষ্ট লীলার সন্দর্শন ও মানসী সেবা প্রত্যক্ষের ন্যায় আচরিত হন। এই সাধনসুদুর্ল্লভ-মহাভাগ্য যথাযোগ্য বৃন্দাবন নিষেবনের ফলে অসাধনে লাভ হইয়া থাকে। এই সমুৎকট-লালসা-পরবশ হইয়া সদৈন্যে উহা প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—লোকধর্ম্মাচার, দেহ গেহ আর, স্তুতি নিন্দা সুখ দুখাদি ভুলি,
প্রেমমধুপানে, মাতোয়ারা মনে, বিহরিব বৃন্দাবনে একলি।
গ্রহাবিষ্ট প্রায়, নিবসিব হায়, আপন আবেশে রহিব সদা,
না রহিবে কোন, স্বভাবাচরণ, হেন দশা মোর হইবে কদা?

হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি মুখ্যান্
মহাশ্চর্য্যনামাবলী-সিদ্ধ মন্ত্রান্।
কৃপা-মূর্ত্তি-চৈতন্যমেবোপগীতান্
কদাভ্যস্য বৃন্দাবনে স্যাং কৃতার্থঃ। ৮৯॥

টীকা।—কলিপাবনাবতার-শ্রীগৌরচন্দ্রেণোপদিষ্টং হরিনাম-মহামন্ত্রমেব সাধকস্য সর্ব্বস্বং। শ্রীবৃন্দাবনে এতন্নামাশ্রয়ে অবাধিত-সর্ব্বসিদ্ধিলাভঃ সুনিশ্চিতঃ। ইতি অমোঘসিদ্ধান্তানুসারতঃ সলালসং তৎ প্রার্থয়তি। যথা—

কৃপামূর্ত্তিনা (করুণাবতারেণ) শ্রীচৈতন্যদেবেন উপগীতান্ (আধিক্যেন গীত্তিতান্) হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি মুখ্যান্ (ইত্যাদীন্) মহাশ্চর্য্যনামাবলী-সিদ্ধ-মন্ত্রান্ (হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ ইতি নামাবলীগ্রথিত অব্যর্থমহামন্ত্রঃ যেষু, প্রতিনাম এব সিদ্ধ-মন্ত্রবৎ মহাশক্তিসম্পন্নং ইত্যর্থঃ) কদা বৃন্দাবনে অভ্যস্য (আবৃত্তিপূর্ব্বকং) কৃতার্থঃ স্যাং? (তদুচ্চারণস্য অবধারিতফলেন—সর্ব্ববিঘ্নবিনাশেন, মহাপ্রেম-লাভেন চ, রাধানন্দকিশোরয়োঃ রূপগুণলীলাস্বাদেনৈব, পূর্ণমনোরথো ভবামীতি ভাবঃ), (এতেন বৃন্দাবনাশ্রয়িভক্তানাং এতৎকর্ত্তব্যব্যাকুলতা শিক্ষণীয়া;

আভাস—জগদুদ্ধারকর্ত্তা শ্রীমন্মহাপ্রভু আচরণ ও সনির্ব্বন্ধ শিক্ষাদ্বারা যে হরিনাম মহামন্ত্র জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। এবং লীলা সংবরণের পূর্ব্বে যাহার অব্যর্থ স্মরণে তদীয় জীবদুঃখ-কাতর হৃদয়ে সান্ত্বনার ও আনন্দের উদয় হওয়ায়—সহর্ষে যাহার গুণব্যাখ্যা করিয়াছিলেন * সেই সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন হরিনাম মহামন্ত্র বৃন্দাবনে পরিজাপিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা নিরবে ও সহজে স্বকীয় শক্তি প্রকটন করিয়া জাপকের সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশ, প্রেমদান ও শ্রীশ্রীরাধানন্দকিশোরের রূপগুণ লীলাস্বাদনের পূর্ণাধিকার প্রদান দ্বারা মনোরথ পূর্ণ করেন; তাই পরম লালসা ব্যাকুলিত হইয়া এ শ্লোকে তৎসাধন প্রার্থনা।

পদ্যানুবাদ—

করুণাবতার দেব চৈতন্য আমার, আপনি আচরি যাহা করিলা প্রচার।
সেই হরেকৃষ্ণ হরে আদি নামমালা, নিজগুণে গাঁথি যাহা জীবে প্রদানিলা।
প্রেমরসে মাখা সেই হরিনামাবলী, সরব শক্তিময় সুমহিমাশালী।
কবে বৃন্দাবনে এই সিদ্ধ মন্ত্রচয়, জপিয়ে কৃতার্থ হব জুড়াবে হৃদয়।

* "হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়! নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥ ইত্যাদি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে।

হৈমস্ফাটিক-পদ্মরাগরচিতৈর্মাহেন্দ্রনীল-দ্রুমৈ
র্নানারত্নময়স্থলীভিরলিঝঙ্কারৈঃ স্ফুটদ্‌বল্লিভিঃ।
চিত্রৈঃ কীর-ময়ূর-কোকিলমুখৈর্নানাবিহঙ্গৈর্লসৎ-
পদ্মাদ্যৈশ্চ সরোভিরদ্ভুতমহং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্। ৯০ ॥

টীকা—চর্ম্মচক্ষুষি প্রাকৃতবৎ প্রতীতস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য শোভাসন্দর্শনফলেন চ তৎ স্বরূপাবলোকনাকাঙ্ক্ষাসম্বদ্ধনতঃ বৃন্দাবনস্য ধ্যানস্ফূর্ত্তির্ভবতি, ভাবোল্লাস পরবশঃ তদাহ—

হৈমং (হেমমণিঃ) স্ফাটিকং (স্ফাটিকমণিশ্চ) তেন পদ্মরাগেণ চ রচিতৈঃ (নির্ম্মিতৈঃ) মাহেন্দ্রনীলং (ইন্দ্রনীলমণিঃ) তেন চরিতৈঃ দ্রুমৈঃ (বৃক্ষৈঃ) অপিচ নানারত্নময়স্থলীভিঃ; অলীনাং (ভ্রমরাণাং ঝঙ্কারৈঃ, স্ফুটদ্‌-বল্লীভিঃ) (প্রস্ফুটিত কুসুমলতাভিঃ); কীরাঃ (শুকাঃ) ময়ূরাঃ কোকিলাশ্চ মুখানি প্রধানানি যেষাং তৈঃ চিত্রৈঃ (মনোহরৈঃ) নানাবিহঙ্গৈঃ (বিবিধপক্ষিভিঃ) তথা লসন্তি (বিকসন্তি) পদ্মাদ্যানি (কমলাদিজলজপুষ্পাণি) যেষু তৈঃ সরোভিঃ (শ্রীরাধা-কুণ্ডাদিভিঃ ইত্যর্থঃ) অদ্ভুতং বৃন্দাবনং অহং ধ্যায়ামি (চিন্তয়ামি);

আভাস—প্রপঞ্চের ন্যায় প্রতীত শ্রীবৃন্দাবনের পরিদৃশ্যমান মাধুরী সন্দর্শনই তৎস্বরূপাবলোকনের লালসা ও ধ্যান স্ফূর্ত্তির নিদান, এ শ্লোকে তৎ প্রার্থনা।

পদ্যানুবাদ—মহা ইন্দ্রনীলমণি, হেমমণি আর
পদ্মরাগ স্ফটিকাদি মণিতে সুবিরচিত যথা তরুরাজি চারু শোভার আগার
বিবিধ বরণ রতনের নিরমিত—
তরুতল, বেদী, ভূমি, ঘাট, বাট, কাননাদি সমুদয় স্থলী মহা-সুষমা-লসিত।
যাবতীয় লতায় কুসুম বিকসিত—
রবিকরে বিমলিন হয় না ঝরে না তাহা, সদাই সুমনোহর শোভায় ভূষিত।
অলিকুল পরিমল-লোভে অবিরত—
গুঞ্জরিছে তাহে সুখে পবনে পরাগরাশি সতত উড়িছে তব রেণুতে পূরিত।
ময়ূর কোকিল শুক আদি নানাজাতি—
বিচিত্র বিহগগণ গাইতেছে সুমোহন যুগলের রূপগুণ লীলা-রসগীতি।
এইরূপ শোভাও বিভবে বিদ্যমান
সরোজাদি জলজকুসুমে ষড়ঋতু ভরি বিলসিত বৃন্দাবন আমার ধেয়ান।

তাম্বূল-পানক-মনোহর-মোদকাদি-
রম্যে লসন্মৃদুল-পল্লব-চারুতল্পে।
দ্বারস্থিতালিভিরহো সুহৃদাববেক্ষ্য
বৃন্দাবনং স্মর নিকুঞ্জগৃহৈর্মনোজ্ঞম্। ৯১ ॥

টীকা—পূর্ব্বানুবৃত্তেন রাধানন্দকিশোরয়োঃ রহোলীলান্বিতসখীসজ্জিত সঙ্কেতকেলিনিকুঞ্জান্বিতবৃন্দাবনস্য ধ্যানং কথয়তি যথা—

তাম্বূলানি (পর্ণগুবাক-বীটিকানি) পানকানি (পানীয়ানি) মনোহর-মোদকাদীনিচ (মনোরমলড্ডুকাদীনিচ) তৈঃ রম্যে (সুসজ্জিতে ইতি যাবৎ); তথা—লসং (বিরাজৎ) মৃদুলং (কোমলং) পল্লবেন চারু (মনোহরং) (মৃদুপল্লব-রচিতমিতি যাবৎ) যৎ তল্পং (শয়নং) তস্মিন্, সুহৃদৌ (প্রণয়িনৌ রাধাকৃষ্ণাবিতিশেষঃ) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) দ্বারস্থিতাভিঃ আলিভিঃ (দ্বারাং বহিঃস্থিতাভিঃ লতাবাতায়নে দত্ত-নয়নাভিঃ লীলাসন্দর্শনকারিণীভিঃ সখীভিঃ * সমন্বিতৈঃ নিকুঞ্জ-গৃহৈঃ (লতাকেতনৈঃ) মনোজ্ঞং (মনোহরং) বৃন্দাবনং স্মর (চিন্তয়); অহো ইতি হর্ষে।

আভাস—সেবাপরা সখীগণের দ্বারা সর্ব্বোপচারে সুসজ্জিত সঙ্কেতকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধারসিকেন্দ্রের মহানিভৃত রসলীলার সময়ে—সেবিকা সখীগণের নিকুঞ্জের বহির্ভাগ হইতে লতারন্ধ্রে নয়ন দিয়া সেই মনঃপ্রাণাভিরাম প্রেম নিরুপম আচরিত সন্দর্শনের পরমাভীষ্ট ধ্যান, এই শ্লোকে আংশিক প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকাশ্য গ্রন্থে যতদূর বলা যাইতে পারে তন্মাত্র প্রকটন দ্বারা দিগ্‌দর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ণধ্যান গুরূপদেশ গম্য।

পদ্যানুবাদ—

সুমধুর মোদক সু-রসাল তাম্বূল, সুখদ পানীয় আদি পরম অতুল।
কেলি-সুতলপ নানা উপচার যুত, সুকোমল মৃদুল পল্লবে সুরচিত।
তাহে বিলসিত রাধামাধব-বিহারে, পরমানুপম মঞ্জু নিকুঞ্জ আগারে।
দ্বারের বাহিরে সেবাপরা সখীগণ, যথা লতাবাতায়নে দানিয়ে নয়ন—
অনুরাগে লীলা নেহারিছে অনিমিষে, স্মর সেই বৃন্দাবন সদা মনোসুখে।

* "তল্পে ময়ৈব রচিতে বহুশিল্পভাজি, পৌষ্পে নিবেশ্য ভবতীং ন ন নেতি বাচাং।
কৃষ্ণঃ সুখেন রময়ন্তমনন্তলীলং বাতায়নাত্তু নয়নেন নিভালয়ানি ॥"
ইতি শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-পাদস্য সঙ্কল্পকল্পদ্রুমস্থ শ্লোকানুসারতঃ এতদ্ বিবৃতিঃ

ক্বচিদ্রতি-বিমর্দ্দিত-প্রসব-তল্পকৈঃ কুত্রচিৎ
রতোপকরণান্বিত-প্রিয়-মৃদু-প্রসূনাস্তরৈঃ।
ক্বচিৎ প্রমদ-রাধিকামধুপতি-প্রবৃত্তোৎসবৈঃ
সদা নবনিকুঞ্জকৈঃ স্মর সুমঞ্জু বৃন্দাবনম্। ৯২ ॥

টীকা—এতেন লীলাবিলাসাবসিতনিকুঞ্জানাং; সম্ভাব্য ভাবিলীলার্থং সখীভিঃ সজ্জীকৃতানাং কুঞ্জাবলীনাং; এবঞ্চ যথেচ্ছলীলা-বিলাসান্বিতস্য কস্যচিৎ কেলিকুঞ্জস্য ধ্যানপ্রাধান্যময়ং শ্রীবৃন্দাবনধ্যানমাহ—

ক্বচিৎ রত্যা (সুরতেন) বিমর্দ্দিতং প্রসবতল্পং (পুষ্পশয়নং) যত্র তৈঃ, কুত্রচিৎ রতস্য (রতিবিলাসস্য) উপকরণেন (নব-নির্ম্মিতশয্যাদিনেতি ভাবঃ) অন্বিতানি (যুক্তানি) প্রিয়াণি (প্রীতিপ্রদানি) মৃদূনি (কোমলানি) প্রসূনান্যেব (পুষ্পাণ্যেব) আস্তরাঃ (আস্তরণানি) যত্র তৈঃ; ক্বচিৎ প্রমদয়োঃ (প্রোল্লসতোঃ) রাধিকামধুপত্যোঃ (রাধাকৃষ্ণয়োঃ) প্রবৃত্তঃ (আরব্ধঃ) উৎসবঃ (ক্রীড়ানন্দঃ) যেষু, তৈঃ নবনিকুঞ্জকৈঃ (নিত্যনবায়মাননিকুঞ্জকৈঃ) সুমঞ্জু বৃন্দাবনং সদা (নিরন্তরং) স্মর (ইত্যপি সর্ব্বেষাং সাধনস্য সারাৎসারমিতি শ্লোকস্য শিক্ষা)।

আভাস—এই শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনের যে কেলিকুঞ্জে রাধাশ্যামসুন্দরের কন্দর্প বিলাস সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহার এবং ভাবী লীলাবিলাসের সম্ভাবনা জানিয়া সেবাপরা সুচতুরা সখীগণ কর্ত্তৃক নানাপ্রকার লীলোপকরণে সুসজ্জিত নিকুঞ্জ সমূহের এবং বনভ্রমণাদির সময়ে কন্দর্পাবেশ উপজাত হওয়া প্রযুক্ত অনির্দ্দিষ্ট যে কোনও কুঞ্জে রসময়ী রসিকেন্দ্রের প্রেমক্রীড়ানন্দ চলিতেছে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ— মরদিত বিলাস-তলপ কোনো কুঞ্জে
বিরাজিত অনুপম, ধরি অঙ্গে মনোরম, সমাপিত বিলাসের পরিচয় পুঞ্জে।
কোথাও কুসুম-সেজে রতোপকরণে
শোভিত নিকুঞ্জাগার, চারুতম চমৎকার, নানাবিধ ভাবী মহালীলার সাধনে।
কোনও নিকুঞ্জে বিলসিত লীলারণে
রাধা সহ মধুপতি, প্রেমমধুমদে মাতি, সুখের সাগরে ভাসাইয়া নিজ জনে।
এইরূপ মধুর রসের-নিকেতন
নব নব কুঞ্জচয়, যাহে রসানন্দময়, স্মর সদা সেই রস ধাম বৃন্দাবন।

রাধাকৃষ্ণ-রহঃ-সুহৃৎ-ক্ষিতিধরস্যোপত্যকাসু স্ফুরন্
নানা-কেলি-নিকুঞ্জ-বীথিষু নবোন্মীলৎকদম্বালিষু।
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং ননু পরং শ্রীরাসকেলিস্থলী-
রম্যাস্বেব কদা প্রকাশিতরহঃপ্রেমা ভবেয়ং কৃতী ॥ ৯৩ ॥

টীকা—অলক্ষ্যলক্ষিতলীলান্বিতকুঞ্জানাং ধ্যানানুসারতঃ: শ্রীগিরিরাজস্যো-পত্যকাবর্ত্তিনী অক্ষিগোচরনিকুঞ্জাবলী, তত্রৈব বসন্তরাসস্থলীচ, স্মরণাৎ তেষু সম্ভ্রমণ-লালসাপরবশঃ ভাবোল্লাসেন অধুনা তদানন্দং প্রার্থয়তি যথা—

রাধাকৃষ্ণয়োঃ রহঃসুহৃৎ (রহস্যলীলাসাধনবন্ধুঃ ইত্যর্থঃ) যঃ ক্ষিতিধরঃ (পর্ব্বতঃ শ্রীগোবর্দ্ধন ইতি ভাবঃ) তস্য উপত্যকাসু (আসন্নভূমিষু) স্ফুরন্তীষু (বিরাজন্তীষু) নানাকেলি-নিকুঞ্জ-বীথিষু (বিবিধকেলিকুঞ্জাবলীষু); তথোক্তাসু নবং, উন্মীলন্তঃ (নববিকশন্তঃ) কদম্বাদয়ঃ (কদম্বকুসুমাদয়ঃ) যাসু তত্র, অহর্নিশং (দিবারাত্রং) ভ্রামং ভ্রামং (বংভ্রমন্) পরং (শ্রেষ্ঠং, সর্ব্বাসু লীলাস্থলীষু পরতরং ইত্যর্থঃ) রম্যাসু শ্রীরামকেলিস্থলীষু (সৌভাগ্যপ্রেমসম্পদাদিপ্রদাসু তত্রস্থ রাসস্থলীষু) কদা ননু প্রকাশিতং (উদ্ভাবিতং) রহঃপ্রেম (নিগূঢ়প্রীতিপ্রকর্ষঃ) যেন তথাভূতঃ সন্—কৃতী (কৃতার্থঃ) ভবেয়ম্ ॥

আভাস—পূর্ব্বোক্তরূপে মহালীলাসমন্বিত অথবা তদুদ্দীপক উপকরণান্বিত শ্রীনিকুঞ্জাবলীর অনুধ্যান এবং শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান লীলাস্থলী সমূহে পরিভ্রমণ, দুই-ই সাধনের সারাৎসার। এ শ্লোকে শ্রীগোবর্দ্ধনের উপত্যকাভূমে অদ্যাপি বর্ত্তমান নিকুঞ্জাবলী এবং 'রাসৌলি' নামে পরিচিত সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রদা রাসস্থলীতে পরিভ্রমণের ও নিগূঢ় প্রেমাবেশে তত্রত্য লীলাস্ফূর্ত্তি-সঞ্জাত পরমানন্দলাভের প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—রাধামাধবের, লীলানিকরের সদা সমাধান কারী
গূঢ় প্রিয়তম, সুহৃদের সম, যেই গোবর্দ্ধন গিরি।
যাহার সমীপ-ভূমে অপরূপ, নানা কেলি-নিকেতন,
নব বিকসিত, কুসুমে লসিত কদম্ব তরুর গণ।
করে দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া তায়
রাস-রস-ভূমে প্রকটিত প্রেমে, কৃতী হইবরে হায়!!

অলং ক্ষয়ি-সুখপ্রদৈ র্যুবতিপুত্রবিত্তাদিকৈ
র্বিমুক্তিকথয়াপ্যলং মম নমো বিকুণ্ঠশ্রিয়ে।
পরং ত্বিহ ভবে ভবে ভবতু বার্ষভানব্যথ
ব্রজেন্দ্রতনয়ো বনে লসতি যত্র তস্মিন্ রতিঃ। ৯৪ ॥

টীকা—পূর্ব্বশ্লোকোক্তভাবোল্লাসাতিশয্যেন সকলপার্থিবসুখানাং দুঃখদত্বং মুক্তিসুখানাং অসারতা, এবঞ্চ বৈকুণ্ঠবৈভবলাভস্যাপি হেয়ত্বানুভূতিঃ সংজায়তে, তৎসর্ব্বং তুচ্ছমন্যঃ প্রতিজন্মসু বৃন্দাবনরতিরূপপরমসৌভাগ্যমাকাঙ্ক্ষতি। যথা—

ক্ষয়িভিঃ (বিনশ্বরৈঃ) সুখপ্রদৈঃ যুবতিপুত্রবিত্তাদিকৈঃ (স্ত্রীপুত্রধনাদিভিঃ) অলং (ন কিমপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ) বিমুক্তিকথয়া (মোক্ষচর্চ্চয়াপি) অলং; বিকুণ্ঠশ্রিয়ে (শ্রীবৈকুণ্ঠধাম্নঃ মহৈশ্বর্য্যাদিসম্পদে) মম নমঃ (প্রণামঃ কিমপি প্রয়োজনং নাস্তি, ইত্যর্থঃ) পরং (কেবলং) বার্ষভানবী (বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা) ব্রজেন্দ্রতনয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণশ্চ) যত্র লসতি (ক্রীড়তি) তস্মিন্ বনে (শ্রীবৃন্দাবনে ইত্যর্থঃ) ভবে ভবে (প্রতিজন্মনি) মম রতিঃ (অনুরাগঃ) ভবতু।

আভাস—অন্ধকারে বিদ্যুৎ—প্রদীপ্তির পরে যেমন অন্ধকার আরও গাঢ় তেমনি মায়াতমসাচ্ছন্ন সংসারে অচিরস্থায়ী ধনজনাদি-সঞ্জাত সুখে প্রকৃত পক্ষে কেবল দুঃখেরই পুষ্টিসাধন করে। আর বিমুক্তি অর্থাৎ মোক্ষদ্বারা আত্মনাশ হওয়ায়, আর সুখাস্বাদের উপায়ই থাকে না। এবং বৈকুণ্ঠের পরম সম্পদ ও সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সালোক্য মুক্তিতে কেবলমাত্র রাজসিক ভাবেরই পরিতোষ বিধান করে, সুনির্ম্মল প্রেমানন্দের গন্ধও তাহাতে নাই' ইত্যাদি হেতুতে এ সকলের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

দারাসুত ধনাদিক সকলি অসাররে! ক্ষণিক সুখের ধাঁধাঁপ্রদ।
বিমুকতি বাঘিনীর সম ভয়ানকরে! কবলিত করে একেবারে
আনমুকতিরা বিভবাদি দিয়া ফেলেরে! অভিমান কূপের ভিতরে।
এসবের কথাও শুনিয়া কাজ নাইরে! এ সকলের কিছুই না চাই।
প্রেমানন্দ হীন সব বৈকুণ্ঠ বিভবেরে! দূর হোতে পরণাম ভাই।
জনমে জনমে মোর অবিচলা রতিরে! রহ রাধা কানুর কাননে
যথা মধুপতি ভানুকুমারী বসিতরে! সেই মোর প্রাণ বৃন্দাবনে।

নমামি বৃন্দাবনমেব মূর্দ্ধ্না বদামি বৃন্দাবনমেব বাচা।
স্মরামি বৃন্দাবনমেব বুদ্ধ্যা বৃন্দাবনাদন্যদহং ন জানে ॥৯৫॥
রাধাপতিরতিকন্দং বৃন্দাবনমেব জীবনং যেষাম্।
তচ্চরণাম্ভোজরেণোরাশামেবাহমাশাসে ॥ ৯৬ ॥

টীকা—প্রাগ্‌বর্ণিতশ্লোকানাং তাৎপর্য্যং পরিব্যক্তং—বৃন্দাবনে সতত-লীলাবিহারিণৌ শ্রীশ্রীরাধানন্দকিশোরৌ, তয়োর্লীলাপরিকরনিকরাঃ, লীলো-পাদানানি শ্রীনিকুঞ্জাদীনি, লীলানন্দসম্বর্দ্ধকাঃ খগমৃগাদয়ঃ, লীলাসহায়াঃ শ্রীবৃন্দাদি বনদেব্যঃ, এতেষাং সর্ব্বেষাং সমষ্টিরেব শ্রীবৃন্দাবন-শব্দ-বাচ্যং। অধুনা কায়মনো-বাক্যেন স্বকীয়তদাশ্রয়প্রিয়তামাহ—

বৃন্দাবনমেব মূর্দ্ধ্না (শিরসা) নমামি, বৃন্দাবনমেব বাচা বদামি, (বৃন্দাবনগুণমহিম মাধুর্য্যাদীনি বদামি ইত্যর্থঃ) বৃন্দাবনমেব বুদ্ধ্যা স্মরামি, অহং বৃন্দাবনাৎ অন্যৎ বস্তু ন জানে, (বৃন্দাবনেতরস্মরণকীর্ত্তন-বন্দনীয়ং বস্তু ন জানে ইতি তাৎপর্য্যং);

টীকা—ভাগ্যবতাং চরণাশ্রয়ে সৌভাগ্যমুদয়তি, তস্মাৎ দৈন্যেন বৃন্দাবন-প্রাণমহাসৌভাগ্যবতাং চরণরেণুমাশাস্তে। যথা,—

রাধাপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) রতিকন্দং (রতিসুররুহস্য, পোষণোৎপাদনসংবর্দ্ধনবিষয়ে সসারমূলরূপমিতি ভাবঃ) বৃন্দাবনমেব যেষাং জীবনং অহং তেষাং চরণাম্ভোজ রেণোঃ (পাদপদ্মপরাগস্য) আশাং এব আশাসে (প্রার্থয়ে);

আভাস—বৃন্দাবন অর্থাৎ সদা বৃন্দাবনবিহারী শ্রীশ্রীরাধানন্দকিশোর, তাঁহাদের লীলাপরিকর সখী মঞ্জরী প্রভৃতি, লীলার উপাদান শ্রীনিকুঞ্জাদি, লীলানন্দ বর্দ্ধক ও লীলার সহায় খগমৃগ, বনদেব্যাদি সমন্বিত স্থান। এ শ্লোকে আপনার তদাশ্রয়নিষ্ঠতা প্রকাশ করিয়াছেন। ১০৫নং শ্লোক দেখ।

পদ্যানুবাদ—

প্রণমি শ্রীবৃন্দাবন অবনত শিরে, সদা গুণগান করি প্রেমানন্দ ভরে।
স্মরি সদা বৃন্দাবন অমল গেয়ানে, কিছুই রুচে না মোর বৃন্দাবন বিনে।

আভাস—বৃন্দাবন প্রাণ ভাগ্যবানের চরণাশ্রয়ে সেইরূপ ভাগ্যলাভ হয়, ঐ শ্লোকে তদর্থে প্রার্থনা

পদ্যানুবাদ—

বৃন্দাবন, রাধেশের মহারতিকন্দ, * তাহা যাহাদের প্রাণ তাহে মহানন্দ।
তাহাদের শ্রীচরণ সরোজের রেণু, লভিবার আশায় ধারণ মোর তনু।
(ভাগ্যবান্ মহতের শ্রীচরণধূলি, সুমহান্ সৌভাগ্যদানেতে মহাবলী)।

* শ্রীকৃষ্ণের রতিকল্পতরুর পোষণ উৎপাদন ও বর্দ্ধনবিষয়ে বৃন্দাবন উদ্ভিদের কন্দবৎ।

গৃণন্তি শুকশারিকাঃ সুচরিতানি রাধাপতে
স্তদেকপরিতুষ্টয়ে তরুলতাঃ সদোৎফুল্লিতাঃ।
সরাংসি কমলোৎপলাদিভিরধুশ্চ যত্র শ্রিয়ং
তদুৎসবকৃতে মনঃ স্মর তদেব বৃন্দাবনম্ ॥ ৯৭ ॥

টীকা—নবত্যেকনবতিদ্বিনবতীতি শ্লোকত্রয়েণ শ্রীবৃন্দাবনস্যাপ্রকটস্বরূপস্য ধ্যানং বর্ণয়ন্ অধুনা পঞ্চনবতিসংখ্যকশ্লোকানুসারতঃ ভাগ্যবদ্ভক্তানামনুভূতং শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকটিতসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যং শ্লোকদ্বয়েন স্মরতি। যথা—

যত্র শুকশারিকাঃ রাধাপতেঃ (শ্রীরাধাকান্তস্য, যদ্বা রাধায়াঃ প্রাণরক্ষকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যর্থঃ) সুচরিতানি (প্রেমচরিতানি) গৃণন্তি, * যত্র তরবঃ লতাশ্চ তদেকপরিতুষ্টয়ে (তস্যৈব রাধাপতেঃ পরিতুষ্টয়ে) উৎফুল্লিতাঃ (বিকসিতাঃ নবনবপুষ্প-পল্লব-মুকুলান্বিতাঃ ইত্যর্থঃ); যত্র সরাংসি চ তস্য রাধাপতেঃ উৎসব-কৃতে (প্রীণনায়) কমলোৎপলাদিভিঃ শ্রিয়ম্ অধুঃ (সম্পদ্‌সৌন্দর্য্যং ধারয়ামাসুঃ)। হে মনঃ তদেব বৃন্দাবনং স্মর।

আভাস—শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট স্বরূপের ধ্যান ৯০, ৯১, ৯২, এই তিন শ্লোকে বর্ণনা করিয়া এক্ষণে ভাগ্যবান্ ভক্তগণের অনুভূত ও আস্বাদ্য প্রকটস্বরূপের শোভা ও মাধুরী, ৯৫ সংখ্যক শ্লোকের অনুবৃত্তিতে সানন্দে স্মরণ করিতেছেন।

পদ্যানুবাদ—

শুক শারিকাগণ, গাইতেছে অনুখণ, যথা রাধাপতির মধুর সুচরিত রে।
(কভু শারী রাধাগুণে, শুক কৃষ্ণগুণগানে, গুণপনা পরকাশি প্রেমে পুলকিত রে।
কভু বা মিলিত তানে, কভু একা একজনে, বরণিয়া মাধুরী চাতুরী কলা রস রে।
সুধার লহরী তুলে, প্রেমপয়োধির জলে, দোলাইছে শ্রোতাদের শরীর মানস রে।
যাবতীয় তরুলতা, ফুলফল দলযুতা, বিকাশিয়ে সদা নব নব চারু শোভা রে।
কত হরষের ভরে, উলসিত কলেবরে, করিতেছে রাধেশের প্রেমময় সেবা রে।
বাপীকূপ সরোবর, পুলকে পূরিতান্তর, কমল কুমুদ কুবলয়াদি ভূষিত রে।
যে লীলায় যাহা চাই; প্রদান করিয়া সেই সমাধি মহামহোৎসব সুললিত রে।
এইরূপ মনোরমা, শোভাদির পরিসীমা, মধুরিমা আনন্দ নিকেতন রে।
সুললিত রসসুধা, যাহে বিলসিত সদা, অনুদিন স্মরহ সুখের বৃন্দাবন রে।

* ১০৬নং শ্লোক দেখ, আরও অনেক সুন্দর বিবরণ, শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে আছে।

নানাকেলিনিকুঞ্জমণ্ডপযুতে নানাসরোবাপিকা-

রম্যে গুল্মলতাদ্রুমৈশ্চ পরিতো নানাবিধৈঃ শোভিতে।

নানাজাতিসমুল্লসৎখগমৃগৈ র্নানাবিলাসস্থলী-

প্রোন্মীলন্মণি-রোচিষি প্রিয় কদা ধ্যেয়োঽসি বৃন্দাবনে ॥৯৮

টীকা—"মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং স্মর মনঃ" ইতি শ্রীমদ্দাসগোস্বামিনা মনঃশিক্ষোক্ত্যনুসারতঃ রাধয়া সহ বিহারী শ্রীকৃষ্ণদেবঃ রাগানুগীয় সাধকস্য শ্রেষ্ঠঃ, অতএব সদা স্মরণীয়ঃ; তর্হি পূর্ব্বানুবৃত্তেঃ শ্রীবৃন্দাবনং বর্ণয়ন্ 'প্রিয়,' ইতি সম্বোধনেন তত্র, রাধাকান্তশ্রীকৃষ্ণস্য ধ্যানস্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়তি যথা—

হে প্রিয়! (হে শ্রীকৃষ্ণ! ইতিভাবঃ) নানাকেলিনিকুঞ্জমণ্ডপযুতে (বিবিধক্রীড়াকুঞ্জগৃহসমন্বিতে) নানাসরোভিঃ (বিবিধকূপপুষ্করিণীভিঃ) বাপিকাভিশ্চ (দীর্ঘিকাভিশ্চ) রম্যে (মনোহরে); পরিতঃ (সমন্তাৎ) নানা জাতয়ঃ (বিবিধাঃ ইত্যর্থঃ) সমুল্লসন্তঃ খগাঃ (পক্ষিণঃ) মৃগাশ্চ (পশবশ্চ) যেষু, তৈঃ; নানাবিধৈঃ গুল্মলতাদ্রুমৈশ্চ (গুল্মাঃ সদা স্বল্পায়তা অমুচ্চা উদ্ভিদাঃ,লতা—মাধবী-লবঙ্গ-বল্ল্যাদয়ঃ, দ্রুমাঃ বৃক্ষাঃ তৈশ্চ) শোভিতে; নানা বিলাসস্থলীনাং (শ্রীরাসহোরিকাদি-বিবিধ-লীলা-সাধনস্থলীনাং) প্রকর্ষেণ উন্মীলৎ-মণিরুচিঃ (মহার্ঘোজ্জ্বলপ্রস্তারণাং কান্তির্যত্র তাদৃশে) বৃন্দাবনে কদা (কস্মিন্ সময়ে) ধ্যেয়ঃ (চিন্তনীয়ঃ আস) ত্বমিতি শেষঃ।

আভাস—টীকাধৃত মদীশাদ্যশ্লোকের অভিপ্রায় এই যে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সর্ব্বেশ্বরী শ্রীরাধার সহিত প্রেমলীলায় বিলসিত, তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ এবং আমরা তাহাকেই চাই। সুতরাং "হে প্রিয়! কবে তুমি বৃন্দাবনে আমার ধ্যানের বিষয় হইবে?" শ্লোকের এইরূপ উক্তি শ্রীরাধার সহিত লীলা বিলসিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া, শ্রীরাধাসঙ্গ বিচ্ছিন্ন কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া নহে।

পদ্যানুবাদ—

নানা কেলি নিকুঞ্জ মণ্ডপ মনোহর, অপরূপ বাপী যথা চারু-সরোবর।
রমণীয় তরুলতা গুল্মসুমোহন, চারিদিকে সুশোভিত বিবিধ বরণ।
নানা জাতি পশু পাখী প্রেমে উলসিত, দোলাদ্যুতাদির খেলাস্থলীতে লসিত।
মধুপান, জলকেলি বনবিহারের, মল্লরণ লুকোচুরী আদি কুতুকের
হিন্দোল, হোরিকা, রাস, কুসুমচয়, নাবিকের, দানীর সুরঙ্গ আচরণ,
এ সবের, আরো নানা বিলাসের স্থান, রতনের বেদিকাদি যথা বিদ্যমান।
হে আমার প্রিয়তমা হেন বৃন্দাবনে, ধ্যানের গোচর তুমি হবে কত দিনে?

যত্ৰৈবাতিরসোন্মদং বিহরতে মৎপ্রেষ্ঠবস্তুদ্বয়ং
ভক্তিঃ কাপি মহারসোৎসবময়ী যত্রৈব নিঃস্যন্দতে।
যত্রৈব প্রবিশন্তি নৈব নিগমশ্রেণীগিরাং ভঙ্গয়-
স্তস্মিন্নেব মমাস্তু ধীঃ প্রণয়িনী বৃন্দাবনে পাবনে ॥ ৯৯ ॥

টীকা—যস্যাঃ প্রেষ্ঠত্বে শ্রীকৃষ্ণো মম প্রেষ্ঠঃ সা মম পরমপ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা সতত-মহাপ্রেমরসমধুমত্তা সতী স্বকান্তেন সার্দ্ধং বৃন্দাবনে বিহরিতাস্তি। উন্মদানাং বিচারাবেশঃ নবিদ্যতে, তস্মাৎ সন্দর্শনবিধুরস্য অযোগ্যজনস্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে কুত্রাপি হঠাৎ তয়োর্দ্দর্শনসৌভাগ্যং সম্ভবতি, ইতি আশায়াঃ সমুল্লাসপরবশঃ শ্রীবৃন্দাবনে স্বকীয়বিবিধবিচারদুষ্ট-বুদ্ধেঃ প্রিয়তাং প্রার্থয়তি। যথা—

অতিরসেন (প্রবর্দ্ধিতমহাপ্রেম্ণা) উন্মদং (প্রমত্তং) মম প্রেষ্ঠবস্তুদ্বয়ং (অতিপ্রিয়বস্তুযুগলং রাধাকৃষ্ণাখ্যিত ভাবঃ) যত্র বিহরতে (ক্রীড়তি); যত্রৈব কাপি (অনির্ব্বচনীয়া) মহারসেন (স্বসুখবাসনাদিবিকারশূন্যোজ্জ্বলরসোৎকর্ষেণ) উৎসবময়ী ভক্তিঃ (পরমানন্দপ্রদপ্রেমা) নিঃস্যন্দতে (স্রবতি, অবচ্ছিন্ননির্ঝর প্রবাহবৎ সততং স্বতঃ উৎসরতীত্যর্থঃ); যত্রৈব নিগমশ্রেণীগিরাং (উপনিষদ্ বাক্যানাং) ভঙ্গয়ঃ (তরঙ্গনিবহাঃ) নৈব প্রবিশন্তি (অপৌরুষবেদবাক্যেনাপি যদ্রসমাধুর্য্যাদয়ঃ ব্যক্তিং ন যান্তি, ইত্যর্থঃ) তস্মিন্নেব পাবনে বৃন্দাবনে মম ধীঃ (বুদ্ধিঃ) প্রণয়িনী অস্তু (প্রেমবতী ভবতু)।

বিশুষ্কোপনিষদালোচনাং বৃথা বিচারাদিকং পরিহৃত্য, পাবনবৃন্দাবনে প্রীত্যর্পণফলাৎ মম দুর্ব্বিচারকলুষিতা বুদ্ধিঃ বিশুদ্ধা ভবতু ইত্যভিপ্রায়ঃ।

আভাস—অতিরসে উন্মত্ত হইয়া আমার পরমপ্রেষ্ঠ বস্তুদ্বয় শ্রীশ্রীরাধা-ব্রজকিশোর বৃন্দাবনেই সতত অবস্থান করেন, সুতরাং আমার ন্যায় সর্ব্বথা অযোগ্যাধমজনের পক্ষে তাঁহাদের দর্শন লাভ কেবল মাত্র বৃন্দাবনেই সম্ভাবনীয় কারণ উন্মত্তের বিচারাবেশ থাকে না যোগ্যাযোগ্য বিচার পূর্ব্বক দর্শন প্রদান—যে সকল ধামের রীতি. তাহাতে আমার আশা পূর্ণ হইবার নহে, পবিত্রতা সাধক বৃন্দাবনে আমার বুদ্ধি প্রীতিযুক্তা হউক।

পদ্যানুবাদ—

মোর প্রিয়তম দোঁহু, মোর প্রিয়তম দোঁহু, যথা অতি রসভরে উনমত মুহু।
যাহা হোতে প্রবাহিত, যাহা হোতে প্রবাহিত,রসময়ী ভকতি নিখিল লোকাতীত
নিগমাবলীর বাণী, নিগমাবলীর বাণী, তরঙ্গ পশে না যাহে, বহে হারমানি।
সে পাবন বৃন্দাবনে, সে পাবন বৃন্দাবনে; লাগুক পিরীতিরস আমার গেয়ানে।

বাণ্যা গদ্‌গদয়া কদা মধুপতের্নামানি সঙ্কীর্ত্তয়ে
ধারাভির্নয়নাম্বুসাং তরুতলক্ষৌণীং কদা পঙ্কয়ে।
দৃষ্ট্বা ভাবনয়া পুরো মিলদিব স্বৈস্তৈকভোগ্যং মহো-
দ্বন্দ্বং হেমহরিন্মণিচ্ছবি কদা নংস্যে মুহুর্ব্বিহ্বলঃ ॥১০০॥

টীকা—"অহো! কদা বৃন্দাবন-প্রণয়-রসবিধৌতবুদ্ধিঃ সন্ মম বক্ষ্যমাণং পরমমহাভাগ্যং ভবিষ্যতি" ইতি গৌরভক্তোচিতপরমশ্রেয়োদদৈন্যেন সাক্ষেপং সংপ্রার্থয়তি। যথা—

কদা গদ্‌গদয়া বাণ্যা (প্রেমবিজড়িতবাচা) মধুপতেঃ (সমস্তমধুরাণামধীশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) নামানি (মধুরনামসমূহানি ইত্যর্থঃ) সঙ্কীর্ত্তয়ে (সম্যক্ কায়মনোবচনেন কীর্ত্তয়ামি ইত্যর্থঃ); কদা নয়নাম্বুসাং (অশ্রূণাং ধারাভিঃ) তরুতলক্ষৌণীং (বৃক্ষতলভূমিং) পঙ্কয়ে? (তৎপ্রেক্ষণবাঞ্ছাজনিতদুর্ব্বিসহবিরহেণ প্রেমার্ত্তঃ সন্ অবিরতক্রন্দনেন; বৃন্দাবনতরুতলমৃত্তিকাং পঙ্কয়ামি ইতি তাৎপর্য্যং) কদা ভাবনয়া (স্মরণতীব্রতয়া) পুরঃ (অগ্রতঃ) মিলদিব (বিদ্যমানমিব) স্বৈস্তৈক-ভোগ্যং (স্ব-অন্তঃ অনুরাগি চিত্তং যেষাং তৈঃ একং কেবলং ভোগ্যং) হেম-হরিন্মণিচ্ছবি (কাঞ্চননীলমণিপ্রভং) মহোদ্বন্দ্বং (জ্যোতির্যুগলং, রাধাকৃষ্ণাবিতি-ভাবঃ) দৃষ্ট্বা, প্রেমবিবশঃ সন্ মুহুর্ব্বারম্বারং) নংস্যে, (বন্দিষ্যে);

আভাস—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নাম গুণ রূপলীলা বাক্যব্যবহার চরিত্রাদি সমস্তই মধুর হইতে মধুর, সেই জন্য শ্লোকোক্ত 'মধুপতি' বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন প্রীতির অমৃতরসে বিধৌত বুদ্ধি হইয়া মধুপতির মধুর নামাবলী সংকীর্ত্তন অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কীর্ত্তন করার এবং তদ্দর্শন-বিধুর হইয়া বৃন্দাবনের বৃক্ষতলে প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তৎফলে রাধাশ্যামের স্বর্ণ-নীলোজ্জ্বল-কান্তিচ্ছটা দর্শনার্থ এই শ্লোকে সকাতর প্রার্থনা।

পদ্যানুবাদ -

হায়! কবে গদগদস্বরে, মধুসূদনের নামাবলী গাইব রে!
নয়নে ঝরিবে প্রেমজল, তাহাতে পঙ্কিল হইবে রে মহীতল।
বৃন্দাবন তরুর তলায়; এইরূপে কবে করিব রে হায় হায়!!
ভাবাবেশে ভাবিতে ভাবিতে যায় আমি কবে হেরিবরে আচম্বিতে।
অনুরাগী-হৃদয়ের ধন, সমুখে প্রকটিত নয়ন-মোহন,
হেমমণি নীলমণি জোর, রাজিত যুগল জ্যোতি পরম উজোর।
নেহারি পরম প্রেমভরে, বিভোর হইয়া প্রণমিব বারে বারে।

বৃন্দারণ্যনিকুঞ্জসীমনি বসন্ প্রেমাতুরশ্চিন্তয়ন্
স্বপ্রাণৈকধনং কিশোরমিথুনং দ্রক্ষাম্যকস্মাৎ কদা।
শ্যামাঃ কাশ্চন চন্দ্রিকা রসময়ী গৌরীশ্চ কাশ্চিচ্ছটাঃ
পশ্যামি শৃণুয়াঞ্চ শীতমধুরাঃ কাশ্চিন্মিথো বাক্‌সুধাঃ॥১০১॥

টীকা—বৃন্দাবনরসবিধৌত-মনসাং তদাশ্রিতানাং সর্ব্বসুদুর্লভালৌকিক-সৌভাগ্যাবলীং পরিচিন্তয়ন্—পূর্ব্বশ্লোকানুবৃত্তে অন্যদপি পরমমহাসৌভাগ্যং প্রার্থয়তি যথা—

কদা—বৃন্দারণ্য-নিকুঞ্জ-সীমনি (বৃন্দাবনে বিদ্যমানে নিকুঞ্জে) বসন্,প্রেমাতুরঃ (প্রেম্ণা বিকলঃ—স্বপ্রেষ্ঠয়োঃ প্রেমসেবাকুলঃ ইত্যর্থঃ) চিন্তয়ন্ (তৎ সংস্মরন্) অকস্মাৎ (সহসা) স্বপ্রাণৈকধনং (নিজজীবনস্য একমদ্বিতীয়ং ধনং সম্বলমিতি ভাবঃ) কিশোরমিথুনং (নিত্যকিশোরবিগ্রহৌ নারীপুরুষৌ রাধাকৃষ্ণাবিতি যাবৎ) দ্রক্ষ্যামি; তথা কাশ্চন শ্যামাঃ (ঘনশ্যামবর্ণাঃ) চন্দ্রিকাঃ, (জ্যোৎস্নাঃ) (জ্যোৎস্নাবৎ শীতমধুরোজ্জ্বলকান্তিরিতি যাবৎ); কাশ্চিৎ রসময়ীঃ (প্রেমপ্রচুরাঃ) গৌরীঃ (গৌরবর্ণাঃ) ছটাশ্চ (কান্তিশ্চ) পশ্যামি। কাশ্চিৎ শীতমধুরাঃ (স্নিগ্ধমনোহারিণীঃ) মিথোবাক্‌সুধাশ্চ (সংলাপামৃতানিচ) শৃণুয়াম্। (উক্তিপ্রত্যুক্তিমৎ বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে)॥ ১০১॥

আভাস—স্মরণাত্মিকা-সাধনভক্তিই আবেশে লীলায় প্রবেশ করার সর্ব্বোত্তম উপায়। শ্রীবৃন্দাবনস্থ লীলাস্থলী সমূহ সাধারণ দৃষ্টিতে সম্প্রতি নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইলেও উহা লীলা উদ্দীপনের পরম সহায়। বৃন্দাবন রস বিধৌত-সুনির্ম্মল বুদ্ধি বৃন্দাবনাশ্রয়ী ভক্তগণের নিকটে কি রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র কি লীলাস্থলী কেহই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারেন না। সেই সকল ভক্তের যে সমস্ত অলৌকিক ও পরমাদ্ভুত সৌভাগ্য, উদয় হইয়া থাকে, তাহা পরিচিন্তন করিতে করিতে—লালসাকুল হইয়া পূর্ব্বশ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকে আরও চমৎকার এক দেব-দুর্ল্লভ সৌভাগ্যাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। ৪০ নং শ্লোক দেখুন।

পদ্যানুবাদ—

রসধাম বৃন্দাবনে, নিকুঞ্জের নিকেতনে, প্রেমাতুর হয়ে হায়! নিরজনে বসি,
কবে প্রাণধন মোর, কিশোর কিশোরীবর—মিথুনে, ভাবিব প্রাণ ভরি দিবানিশি।
বৃন্দাবন মহিমায়, ভাবনার ফল হায়! হাতে হাতে ফলিবে, পাইব অকস্মাৎ
রসময়ী সুবিমল, শ্যাম গৌরী নিরমল—জ্যোতিতে উজোর যুবযুগের সাক্ষাৎ।
দোহাকার সুমধুর, রসালাপ সুধাপূর, শুনি প্রাণ মন হইবে রে সুশীতল,
এমন সুদিন কিরে, আমি অভাগার তরে, হইবেক সমাগত (পরম মঙ্গল)।

বৃন্দারণ্যে কিমপি জনতাদুষ্প্রবেশং প্রদেশং
গত্বা প্রোচ্চৈ র্নিজদয়িতয়োর্নাম জল্পন্নুদশ্রুঃ।
অত্যন্তার্ত্ত্যা বিকলবিকলো দিব্যমূর্ত্ত্যা কয়াপি
শ্রীশ্বর্য্যাজ্ঞাকরমৃগদৃশা বাকসুধাশ্বাসিতঃ স্যাম্ ॥ ১০২ ॥

টীকা—পূর্ব্বানুবৃত্তেঃ এতেনাপি সুনির্ম্মলৈকান্তপ্রেমবতাং বৃন্দাবনবাসি ভক্তানাং মহাপ্রেমাচরণসঞ্জাতপরমাদ্ভুতং সৌভাগ্যান্তরং সংস্মরন্—তদাকাঙ্ক্ষতি। যথা—

কদা—বৃন্দারণ্যে কিমপি জনতাভিঃ (লোকসমূহৈঃ) দুষ্প্রবেশং (দুর্গমং) প্রদেশং গত্বা, উদশ্রুঃ (উদ্গতঃ আনন্দবাষ্পঃ যস্য তথাভূতঃ সন্) নিজদয়িতয়োঃ (স্বপ্রিয়য়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োরিতি ভাবঃ) নাম প্রোচ্চৈঃ (প্রকর্ষেণ উচ্চৈঃ) জল্পন্ (কীর্ত্তয়ন্) অত্যন্তার্ত্ত্যা (প্রেমার্ত্তিভরেণ ইত্যর্থঃ) বিকলবিকলঃ (বিকলাদপি বিকলঃ অতিবিহ্বলো ভূত্বেতি ভাবঃ) অহং, কয়াপি দিব্যমূর্ত্ত্যা (অপার্থিব শরীরয়া) শ্রীশ্বর্য্যা (সৌভাগ্যনিধেঃ মদীশ্বর্য্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ) আজ্ঞাকরমৃগদৃশা (কয়াপি হরিণ-নয়নীকিঙ্কর্য্যা ইত্যর্থঃ) বাকসুধয়া বচনামৃতেন আশ্বাসিত স্যাম্? (ভবেয়ম্)। "ভো প্রেমার্ত্ত! ধৈর্য্যাবলম্বনং কুরু, করুণৈকপ্রতিমা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী অবশ্যমেব ত্বন্মনোরথং সফলীকরিষ্যতীতি আশ্বাসপ্রকারম্।

আভাস—প্রেমাকুল ভক্তের প্রতি শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর করুণাশ্বাস স্মরণে, এ শ্লোকে তৎ প্রার্থনা।

পদ্যানুবাদ—

বৃন্দা বিপিনের অতীব গহন কোনো নিরজন দেশে,
প্রবেশি, হা রাধে! - হা কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিব সমুচ্চ ভাষে।
কবে বে আমাব পরাণের ধন মিথুনেরে স্মউরিয়া,
নয়নের জলে—ভাসিব দোহার সুধামাখা নাম নিয়া।
অনরশ দুখে -আকুল পরাণ বিকল হইবে দেহ,
শয়ন ভোজন—বিসারিয়ে কাঁদি কাটাইব অহরহ।
করুণা কোমল—হৃদয়া, আমার শ্রীমতী ঈশ্বরী হায়
সে দশা নিরখি কোনো দাসী দিয়া আশ্বাসিবে অভাগায়।
সে দিব্যরূপিণী হরিণ-নয়নী আসি এ দুঃখীর পাশ
ভবসার সুধা বরষি বলিবে, "পূরিবেরে অভিলাষ।
ত্যজ হাহাকার অবশ্য আমার রাধারাণী নিজ গুণে
করুণা করেন নাম প্রেমাকুল হয় যারা বৃন্দাবনে।

এতৎ কারুণ্যপুঞ্জং কতিদিনকলিতস্বাশ্রয়প্রৌঢ়রাধা-
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বগূঢ়প্রণয়ভব-রসাভ্যঞ্জিতোদারদৃষ্টম্ ।
শ্রীমদ্বৃন্দাবনং মে নিজপরম-চমৎকারিরূপেণ সান্দ্রা-
নন্দৌঘস্যন্দি-বপ্রোচ্ছলিত-মধুরিমৈকার্ণবেনাবিরাস্তাম্ ॥১০৩॥

টীকা—অধুনা প্রেম্ণঃ স্বভাবেন সাধকোচিতসুমনোহরদৈন্যোদয়াৎ—প্রাগুক্ত যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-সুদুর্ল্লভসৌভাগ্য-সংপ্রার্থনা ধৃষ্টতৈবেতি প্রতীয়মানতয়া, চিত্তশুদ্ধি-সংসাধক-পাবনবৃন্দাবনস্য অনন্তমহিমান্বিতচমৎকারস্বরূপস্য স্ফূর্ত্তিমাসাস্তে। যথা—

এতৎকারুণ্যপুঞ্জং (এবম্ভূতং পূর্ব্ববর্ণিতানুরূপমিত্যর্থঃ) কারুণ্যপুঞ্জং (অগণ্য করুণাময়ং) শ্রীমদ্বৃন্দাবনং (সর্ব্বসৌভাগ্য-সম্পৎসৌন্দর্য্যান্বিতং বৃন্দাবনং) কতিদিনানি কলিতেন (গৃহীতেন) স্বাশ্রয়েণ (স্বাবস্থানেন)—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বে (পদযুগলে) গূঢ়প্রণয়ভব-রসেন (রহস্যপ্রেমসঞ্জাতরসেন) অভ্যঞ্জিতস্য (ম্রক্ষিতস্য) উদারস্য (মহাত্মনঃ দৃষ্টং, সান্দ্রানন্দানাং (ঘনানন্দানাং) ওঘাঃ (প্রবাহাঃ) স্যন্দন্তে যস্মাৎ তাদৃশঃ বপ্রঃ (বেলাভূমিঃ) উচ্ছলিতঃ (পরিপ্লাবিত ইত্যর্থঃ) মধুরিম্ণঃ একার্ণবেন (অদ্বিতীয়সাগরেণ) নিজচমৎকারিরূপেণ, মে (মম হৃদি—ইতি ভাবঃ) আবিরাস্তাং (আবির্ভবতু) ঘনানন্দনিঃস্যন্দি-মধুরিমান্বিতেন নিজ স্বরূপেণ স্ফুরতু ইতি তাৎপর্য্যং। নিজপরমচমৎকারিরূপেণ চিদ্রূপেণ। পাদ্মে—এতৎ প্রমাণং যথা—

"নরাকারং ব্রহ্ম প্রভবতি পরং যঃ স্বয়মিতি, স্থলাকারং ব্রহ্ম ত্বমপি পরমস্মাৎ পরমিতি। তদীয়ঃ কামাদিঃ কিল ভবতি তনূধর্ম্ম ইব চিত্তবাপ শ্রীবৃন্দাবনধরণী ধর্ম্মোঽপি চিদিহ ॥"

"তদেতৎ সর্ব্বং তে প্রণয়রসচিৎসাররমিতং, ধরাত্মাকাশান্তং পরিজনগণাঃ পক্ষিপশবঃ; দ্রুমা বল্ল্যো নদ্যো দ্রুম উদকমুখ্যাস্পদমুখং, তবান্তঃসম্বন্ধাৎ পরমপি পদস্তে সমদৃশং ॥"

'উদারস্য দৃষ্টম্' ইত্যুক্তেঃ প্রমাণং যথা তত্রৈব—

* * * লীলাঢ্যোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কাশ্চন, শূন্য এবেক্ষতে দৃষ্টি যোগৈর্য্যব স্বপরৈরপি ॥

বৃহদ্বামনপুরাণে বৃন্দাবনস্য স্বরূপং যথা—

যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ মনোরম্যনিকুঞ্জাঢ্যং সর্ব্বর্ত্তুসুখসংযুতং।
তত্র গোবর্দ্ধনো নাম সুনির্ঝরদরীযুতঃ রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ সুপক্ষিগণসঙ্কুলঃ।
যত্র নির্ম্মলপানীয়া কালিন্দী সরিতাম্বরা, রত্নবদ্ধোভয়তটা হংসপদ্মাদিসংকুলা
শশ্বদ্রাসরসোন্মত্তং যত্র গোপীকদম্বকং, তৎকদম্বকমধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতি রচ্যুতঃ ॥

আভাস—পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রাদির সুদুর্লভ পরম মহা সৌভাগ্য লাভের প্রার্থনা করিতে করিতে প্রেমের স্বভাবে সাধকোচিত দৈন্যের উদয় হওয়াতে মনে হইতে লাগিল "অহো! পরম মলিন কলুষিতান্তর হইয়া আমি, বৃন্দাবনরস-বিধৌত-বুদ্ধি মহোত্তমভক্তের লভনীয় সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত লালায়িত! এইরূপ প্রার্থনার ফল লাভ হইবে কেন? তাহাতেই আদৌ শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইয়া তাহাতে চিত্ত সুনির্ম্মল হওয়ার নিমিত্ত এই শ্লোকে বৃন্দাবনের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র যেমন নরাকার ব্রহ্ম অথচ দেহ ধর্ম্মান্বিতের ন্যায় প্রতীত, তেমনি তদীয় মহাধাম শ্রীবৃন্দাবন, স্থলাকার ব্রহ্ম এবং ধরণী ধর্ম্মে অপরিচিত। বস্তুতঃ শ্রীবৃন্দাবনের পৃথিব্যাদি আকাশান্ত সমস্ত ভূত, পরিজনগণ পশু পক্ষী বৃক্ষলতা নদী পর্ব্বতাদি সমস্তই চিদানন্দমূর্ত্তি এবং পরম প্রেমরসে রঞ্জিত। যেমন শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন করিত। ভাগবতের বর্ণনানুসারে কংসের মল্লরঙ্গভূমিতে মল্লগণ দেখিয়াছিল বজ্র সদৃশ, নারীগণ দেখিয়াছিলেন মূর্ত্তিমান কন্দর্প, এইরূপে কংসের নয়নে সাক্ষাৎ মৃত্যু, বাৎসল্য রসাধিকারীগণের চক্ষে সুকোমলাঙ্গ শিশু ইত্যাদি প্রতীত জন্মিয়াছিল, তেমনি শ্রীধাম বৃন্দাবনকেও কেহ ভগবৎ ধামরূপে, তাহাকেই তীর্থ ক্ষেত্ররূপে, কেহ বা সাধারণ স্থানরূপেই দর্শন করেন, এবং কেবল রাধাপদাশ্রয়ি প্রেমিক ভক্তেরাই, বৃন্দাবনের মাধুরী ও স্বরূপ সন্দর্শন করিতে পান। সকাতরে উৎকণ্ঠাকুল হৃদয়ে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ প্রার্থনায় স্বরূপে সন্দর্শন লাভ হয়।

পদ্যানুবাদ।

এইরূপ স্বপাকার, করুণার মহাগার, শুভগ শুভদ বৃন্দাবন নিজ গুণে
কিছুদিন আবস্থান—আপনাতে কবি দান, মহারতি দেন রাই কানুর চরণে।
সে পরম অভাজনে, বিলেপিয়া দেহ মনে, উদার হৃদয় মহা মহতের গণ
অতিশয় অপরূপ, যে বৃন্দাবনের রূপ, সুখে তাহা সতত করেন দরশন।
ঘনানন্দ রসস্রোত, বিসারী সে অদ্ভুত, মহামধুরিমার অতুল জল নিধি—
সুমিলিত চমৎকার, স্বরূপেতে আপনার, স্ফুরিত হউন মোর চিতে নিরবধি।
(সুললিত কেলিকুঞ্জ, সুরতরু তরুপুঞ্জ, রতনের ধাতুময়-গোবর্দ্ধন গিরি
মণিগণে বাঁধা তীর, সদা নিরমল নীর, শ্রীযমুনা যাহার বসন মনোহারী।
ষড় ঋতু নিষেবিত, নিরবধি সুশোভিত নব নবফুলে ফলে দলে মনোহর
অলিপিক শুকসারী, রবে দিবা বিভাবরী, মুখরিত। শিখির পেখমে চারুতর
গোপনারীগণ যুত, নানা লীলা বিলসিত, প্রেম মধুরিমার বারিধি বৃন্দাবন
এই মহা অভাগায়, করুণা করিয়া হায়, কতদিনে দিবেন স্বরূপে দরশন॥)

কদা সুদৃঢ়ভাবনোদিতনিজেষ্টরূপং মনা-
গপিস্মৃতশরীরকেণ হি রসে প্রবিষ্টোঽদ্ভুতে।
ক্ষণং কিমু মুহূর্ত্তকং কিমথ যামমেবাস্থিতো
বহির্দৃগপি মুগ্ধবৎ ব্যবহরামি বৃন্দাবনে ॥ ১০৪ ॥

টীকা বিনা স্বাভীষ্ট-সিদ্ধ স্বরূপস্য স্ফুরণেন, পুরুষাভিমানান্বিতান্তরে ব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বস্য রসলীলোদয়ো নাস্তি। তল্লোভ সম্বন্ধ-সাধকভাব বিমর্জ্জিতঃ সংক্ষুব্ধহৃদয়েন বৃন্দাবনমহিম্না আত্মনঃ সিদ্ধমঞ্জরীস্বরূপস্য স্ফূর্ত্তিমাকাঙ্ক্ষতি। যথা—

কদা—সুদৃঢ়য়া (বিঘ্নাদিনা অবাধিতয়া একাগ্রয়েত্যর্থঃ) ভাবনয়া উদিতা (জাতা) নিজেষ্টরূপস্য স্বাভিলষিতমঞ্জরীরূপস্য ইতি ভাবঃ) মনাগপি (অল্পোঽপি) স্মৃতঃ (সংস্মরন্) শরীরকেণ (তৎ ক্ষুদ্র-গোপকিশোরীশরীরেণ ইত্যর্থঃ) (অল্পার্থে কন্) হি (নিশ্চিতং) অদ্ভুতে রসে প্রবিষ্টঃ (শ্রীরাধায়াঃ রহোদাস্যে প্রবিষ্টে সতীতি ভাবঃ) ক্ষণং (দণ্ডস্য ষড়ংশমাত্রং) কিম্ (অথবা) মুহূর্ত্তকং (দণ্ডদ্বয়ং) অথকিং যামমেব (প্রহরকালমেব। বহির্দৃগপি (বাহ্যদৃষ্টিরপি) মুগ্ধবৎ (বহির্দৃষ্টি-বিমূঢ়বৎ) আস্থিতঃ (একাবস্থানঃ) বৃন্দাবনে ব্যবহরামি (আচরামি); ১০৪॥

আভাস—স্বকীয় সিদ্ধদেহের অর্থাৎ স্বাভীষ্ট গোপকিশোরী দেহের স্ফূর্ত্তিতে, বাহ্যানুভূতি অতিক্রম করিয়া অন্তর্দ্দশায় আবিষ্ট না হইলে ব্রজকিশোর কিশোরীর—পরমাভীষ্ট প্রদ প্রেমলীলায় চিত্তের সুপ্রবেশ ও যথাবিহিত মানসী-সেবানুশীলনের মহাসৌভাগ্য লাভ হয় না, অথচ উহাই রাগানুগীয় ব্রজোপাসকের সমস্ত কর্ত্তব্যের ও সমস্ত ভজনের সার। * "হায়! আজ পর্য্যন্ত আমার যথোচিত সিদ্ধ দেহাবেশ সঞ্জাত হইল না! কি করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে? একমাত্র বৃন্দাবনের করুণা বিনা আমার ন্যায় অভাজনের ইহা হইবার কোনও উপায় নাই, এইরূপ ভাবোদয়ে এই শ্লোকে উৎকট আক্ষেপাকাঙ্ক্ষা প্রকটিত!

পদ্যানুবাদ—

অদ্ভুত প্রেম যেই, তাহে পরবেশ নেই, বাহিরে নয়ন মোর বাহিরে নিবেশ,
সুদৃঢ় চিন্তার ফলে, যার দরশন মিলে, সেই নিজ সিদ্ধ দেহে নাহিরে আবেশ!
বৃন্দাবন মহিমায়, সে নিজেষ্টরূপ হায়! সেই নব সুকুমার ছোট তনুখানি,
বারেকের তরে মোর, স্মরণের সুগোচর, কবে হইবে হায়! জুড়াবে পরাণি?
ক্ষণেক বা মুহূর্ত্তেক, অথবা প্রহর এক, হায় কিরে সে দশায় পরবেশ করি,
বৃন্দাবনে বিহরিব, বাহ্য দৃষ্টি ভুলে যাব, মুগধ জনের সম—আনন্দ আচরি?

* যথা—সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ। ইতি।

নান্যদ্বদামি ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি
নান্যদ্‌ব্রজামি ন ভজামি নচাশ্রয়ামি।
পশ্যামি জাগ্রতি তথা স্বপনেঽপি নান্যৎ
শ্রীরাধিকা-রতি-বিনোদ-বনং বিনাহম্ ॥ ১০৫ ॥

টীকা—প্রাক্‌পশ্চাদ্বর্ণিতবৃন্দাবনানন্দসমন্বিতং তন্মহিমোৎপন্নাসাধারণাদ্ভুত-পরমমহাসৌভাগ্যং সংস্মরন্ উল্লাসোন্মত্তঃ স্বকীয়তচ্ছরণসর্বস্বতামাহ যথা—

অহং শ্রীরাধিকায়া রতিবিনোদবনং (রতিক্রীড়য়া বিনোদং, যদ্বা রতিক্রীড়নে বিনোদং মনোমদং বনং বৃন্দাবনস্থং বনমিত্যর্থঃ) বিনা অন্যৎ ন বদামি, ন শৃণোমি, ন চিন্তয়ামি, ন ব্রজামি (ন গচ্ছামি) ন ভজামি, নচ আশ্রয়ামি, জাগ্রতি (জাগরণাবস্থায়াং) তথা স্বপ্নেঽপি ন পশ্যামি ইত্যন্বয়ঃ (শুচিরস-লীলোপাদানানি, লীলাসহায়াঃ) তৈঃ সমন্বিতৌ সপরিকরশ্রীশ্রীরাধামাধবৌ যত্র বিলসিতৌ (তৎ ষোড়শক্রোশভূমিরেবং বৃন্দাবনং) তন্মহিম-রূপগুণাদেরন্যৎ ন বদামি, ন শৃণোমি ন চিন্তয়ামি। তৎ পরিহৃত্য অন্যধামাদিষু কুত্রাপি ন গচ্ছামি ; বৃন্দাবন-লীলেতরলীলাদিকং কথান্তরং দেবতান্তরংবা ন ভজামি, ন আশ্রয়ামি স্বপ্নেঽপি ন পশ্যামি ইতি ভাবঃ।

আভাস—শ্রীবৃন্দাবনের নব আনন্দামৃতভর এবং তৎকৃপা ও মহিমা-সম্ভূত মহা শোভানিচয়ের স্মরণানন্দে, এই শ্লোকে—বৃন্দাবনে আপনার অনন্যশরণাগতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সুপবিত্র রসলীলা লীলোপাদান লীলা সহায়াদি সমন্বিত ষোলক্রোশ পরিব্যাপ্ত সেই শ্রীরাধার রতি-বিনোদবনের গুণ লীলা মহিমাদি ব্যতীত আর কিছুই বলিব না, শুনিব না, ভাবিব না, অন্য ধামাদি কোথাও যাইব না। অন্য কাহাকেও ভজিব না, অন্য কাহারও আশ্রয় প্রাণ গেলেও লইব না, স্বপ্নেও অন্য কিছু দর্শন করিব না। ইহাই শ্লোকাক্ষরের ভাবার্থ।

পদ্যানুবাদ—রাধা-রতিবিলাসের বিনোদ বিপিন রে—বিনোদ বিপিন,
মনোন্দ্রিয়-নিচয়ের, পরম পরিতোষের, পরানন্দদানের বিষয় চিরদিন।
বৃন্দাবন গুণলীলা মহিমাদি বিনা রে—মহিমাদি বিনা—
কোনো কথা কহিতে, চিতে চিন্তইতে, কিছুতেই কোনো কালে আমি পারিব না।
ভোগাদির কারাগারে স্বরগাদি ধামে রে—স্বরগাদি ধামে
যাইতে কি আশ্রয়িতে, ভজিতে কি নিরখিতে, স্বপনেও সাধ নাই, আমার মরমে।

কিং মাং খেদয়সে বিমুঞ্চ বসনং, তল্পোত্তমেঽস্মিন্ সুখে-
নাগত্য স্বপিহি, ত্যজ ত্যজ ভুজং,শ্লিষ্যামি কান্তে ! সকৃৎ।
আঃ কিং নির্দ্দয় ! মুঞ্চ মুঞ্চ, ন কিমপ্যাপীড়য়ে রাধিকা-
কৃষ্ণালাপমিমং কদা নু শৃণুয়াং বৃন্দাটবী-কীরতঃ ॥১০৬॥

টীকা—নৈশ নিকুঞ্জলীলায়াং বামমনোহরায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ পরমপ্রেমমধুর-বাম্যবচনামৃতমিলিতঃ ধীরললিত-নাগরেন্দ্রস্য প্রাণ-মনোহর-প্রেমাগ্রহ-সংলাপ-সুধা আস্বাদ্য, প্রভাতে বৃন্দাবনকীরস্য তদুদ্গীরণস্ফুরণাৎ। এতেন সকাতরং তৎশ্রবণসৌভাগ্যমাকাঙ্ক্ষতি। যথা—

(১) "মাং কিং (কথং) খেদয়সে ? (বিবস্ত্রয়সি ?) বসনং (বস্ত্রং) বিমুঞ্চ (ত্যজ)," (২) "অস্মিন্ তল্পোত্তমে (উত্তমশয়নে—তব, কুসুম-সুকোমলতনু-সংস্থাপনযোগ্যশয্যায়াং) সুখেন আগত্য স্বপিহি" (৩)"ভুজং ত্যজ ত্যজ (মুঞ্চ মুঞ্চ)" (৪) "হে কান্তে ! সকৃৎ (বারমেকং) শ্লিষ্যামি (আলিঙ্গামি)" (৫) "আঃ কিং নির্দ্দয় ! মুঞ্চ মুঞ্চ (কথং পীড়য়সে মাং পরিত্যজ)" (৬) "ন কিমপি আপীড়য়ে (কিঞ্চিদপি ন পীড়য়ামি) ইমং (ইত্থং) রাধাকৃষ্ণয়োঃ আলাপং (পরস্পরং সুরম্যপ্রেমকথনং) কদা বৃন্দাটব্যা কীরতঃ (বৃন্দাবনশুকমুখাদিতি ভাবঃ) শৃণুয়াম্ ? ইত্যন্বয়ঃ। ইত্যর্থঃ।

আঃ বিরক্ত্যতিশয়সূচকমব্যয়ং—অত্র অবহিত্থাময়ং কপট-বিরক্তি-ব্যঞ্জকং (নু—বিতর্কে) শ্লোকস্থপ্রথমোক্তিঃ কোমলশয্যাদাসনার্থং কান্তাকর্ষিত বস্ত্রাঞ্চলায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ দ্বিতীয়বাক্যং বস্ত্রাঞ্চলং বিসৃজ্য পরম-প্রেমাদরেণ কান্তাকর-ধারিণা শ্রীকৃষ্ণেনোক্তং, তৃতীয়োক্তিঃ প্রাণপ্রিয়তমস্য হস্তাৎ হস্তাকর্ষণব্যাজেন নিজাঙ্গে তৎকরস্পর্শবিধায়িন্যাঃ শ্রীনাগরীরাঙ্গণ্যাঃ ; চতুর্থং প্রিয়তমা-বরামুরাগি ধারিণা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেণ। পঞ্চমোক্তিঃ অবহিত্থামধুরায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ। ষষ্ঠোক্তি প্রেমিকপ্রবরেণ শ্রীরাধাকান্তেন নির্গদিতা।

আভাস— বৃন্দাবনের পশু-পক্ষিগণের বিশেষতঃ শুকসারিকা সকলে ন্যায় পরমাতুল সৌভাগ্যশালী কোনও লোকে কেহ নাই। শ্রীরাধা রসিকেন্দ্র শিরোমণি দিবারাত্রি যত লীলাচরণ করেন, ইহারা সেই সমস্ত দর্শন করে এ তদুভয়ের বনভ্রমণলীলা বিশ্রামলীলা প্রভৃতির সময়ে, লীলাসহায়িনী শ্রীবৃন্দাদেবী দ্বারা অধ্যাপিত—শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের গুণলীলা ও প্রেমচরিত্রাদি প্রকাশক প

মনোহর এবং মহানন্দপ্রদ শ্রুতিসুখদ সুমধুর কবিতাবলীর মধ্যে সময়ানুরূপ রসপোষণার্থ যখন যেগুলি আবৃত্তি করিলে রসরঙ্গের সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়, সেইগুলি এমন দক্ষতার সহিত সুললিত স্বরে উচ্চারণ করে এবং সময়ে সময়ে তদ্দ্বারা এমন সুমনোহর, এমন সুমধুর, এমন অমৃতস্রাবী পরস্পর প্রেম-কল্লোল বিস্তার করে যে সমগ্র পরিজনের সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তাহাতে আনন্দ বিমোহিত ও বিভোর হইয়া যান। এই সকল শুক-সারিকার উচ্চারিত বহুতর সুধারসপূর্ণ শ্লোক শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বর্ণিত আছে। সুতরাং এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি আবৃত্তি করা বৃন্দাবনস্থ শুকের পক্ষে কদাপি অসম্ভব নহে। এইরূপে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরমরসময় সংলাপামৃত, প্রাণ ভরিয়া কর্ণপুটে পানকারী এবং সময়ান্তরে উহা উদ্গারকারী কোন শুকের অমৃতবর্ষি-বাণীর স্ফূর্ত্তিতে এই শ্লোকের তৎশ্রবণ-সৌভাগ্য প্রার্থনা। যথা—ব্রজরঙ্গিণী-রাঙ্গয়ার নৈশনিকুঞ্জলীলাকালে শ্রীনাগরশেখরেন্দ্র বামমনোহরা প্রিয়তমাকে কেলিশয্যাগত করণার্থ তাহার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করায় তাঁহার কপট বচনে বারণ—"কেন আমাকে কদর্থনা করিতেছ? বস্ত্রাঞ্চল ত্যাগ কর" এতচ্ছ্রবণে শ্রীনাগরমণি তদীয় কর ধারণ করিয়া কহিলেন "প্রিয়ে! তোমার কুসুম সুকোমল শ্রীঅঙ্গ স্থাপনোপযোগী এই পরমোত্তম শয্যায় মনঃসুখে আগমন পূর্ব্বক শয়ন কর" শুনিয়া রসরঙ্গিণীর উক্তি—"আমার হাত ছেড়ে দেও তুমি অমন কর কেন?" এই বলিয়া হস্তাকর্ষণ ছলে কান্তের শ্রীহস্ত আপনার অঙ্গে অর্পণ করাহবামাত্র রসিক-শিরোমণি দুই হস্তে প্রেয়সী মণিকে দৃঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিলেন। তাহাতে শ্রীরাধা অন্তরে আনন্দের সাগরে ভাসিয়াও বাহিরে বিরক্তি প্রকাশের সহিত নিবারণ করিতে লাগিলেন "আঃ তুমি কি নির্দ্দয়! ছেড়ে দেও, বড় কষ্ট হইতেছে" নাগররাজ সোহাগের অমৃত বর্ষণ করিয়া বলিলেন "কই আমি তো বিন্দুমাত্রও দুঃখ দিতেছি না" শুক অবিকল এই সমুদয় উক্তি করিবে এবং আমি শুনিয়া ধন্য হইব।

পদ্যানুবাদ—"কেন দুঃখ দেও ছাড় বসন," দয়িতার এই পিরীতি-ভাষে
কহিলা নাগর—"সুখে এসে এই সুতলপে শোও বারেক বসে।"
প্রেমাদরময়, এই অনুনয় করে ধরি কানু করিলে পরে
"ত্যজ ত্যজ ভুজ অমন ক'রো না" কহিলেন ধনী মধুর স্বরে
"একবার মোরে দেহ আলিঙ্গন" বলি রসরাজ ধরিলা হৃদে
"আঃ কি নিরদয়! ছাড়হ পীড়ন" উত্তরিলা রাই বীণার নাদে।
"পীড়া দিনু কই?" কহিলা নাগর নিকুঞ্জলীলায় নিশীথকালে
শুনি প্রেমভরে পরম মধুরে উগারিছে শুক বসিয়া ডালে।
হায় কি আমার হেন দিন হবে বৃন্দাবনবাসী শুকের মুখে
লোকদুরলভ এই সুধারস পান করিবরে মনের সুখে।

কদা বা স্বচ্ছন্দং দিনরজনিবৃন্দাবন-বনে
চরন্নেকঃ স্বস্ত্যদ্ভুতনবনিকুঞ্জালিষু বিশন্।
অকস্মাদেবালৌকিকমধুরকৈশোরসুবয়াঃ
'ইতো ন ত্বং যায়া' ইতি মৃদুগিরা বারয়তি মাম্।১০৭॥

টীকা—এতেনাপি প্রেম্ণা বৃন্দাবনাশ্রয়িণাং পরম-মহাসৌভাগ্যান্তরং সংস্মৃত্য তদাকাঙ্ক্ষতি যথা—

কদা বা দিনরজনি (দিবারাত্রং) বৃন্দাবনবনে (দ্বাদশবনসমষ্টিভূতে বৃন্দাবনধামান্তঃস্থিতে বৃন্দাবনাখ্যে বনে) স্বচ্ছন্দং (স্বেচ্ছানুরূপং) চরন্ (ভ্রামং ভ্রামং) নবনিকুঞ্জালিষু (অদৃষ্টপূর্ব্ব-নিকুঞ্জশ্রেণীষু) বিশন্ (প্রবিষ্টঃ সন্) একঃ (সর্ব্বোত্তমঃ) অদ্ভুতঃ সু (মহাশ্চর্য্যমঙ্গলং, সৌভাগ্য' বা) অস্তি (ভবতি); তৎপ্রকারমাহ অকস্মাৎ এব (হঠাৎ) অলৌকিকঃ (সর্ব্বলোকাতীতঃ) মধুরা (মনোহরা) কৈশোরসুবয়াঃ (কাপি সুকিশোরী) "ইতঃ (অত্র পুরঃস্থে নিকুঞ্জে) ত্বং ন যায়াঃ (নাগচ্ছ) ইতি মৃদুগিরা (অনুচ্চকোমলবচসা) মাং বারয়তি (নিষেধয়তি) ইত্যন্বয়ঃ।

যদৃচ্ছয়া পর্য্যটন্ অগ্রতঃ নবশোভান্বিতানিকুঞ্জাবলীঃ সংবীক্ষ্য—কাস্মিংশ্চিৎ নিকুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশোদ্যতে ময়ি, অবলোক্য কাচিৎ সুদিব্যনবকিশোরী মৎপুরঃ সমাগত্য, তৎকুঞ্জে রাধামাধবয়োঃ রহোলীলাচারঃ বর্ত্ততে ইতি হেতুনা মাং নিবারয়িষ্যতি। ইতি তাৎপর্য্যং।

আভাস—প্রেমবান্ বৃন্দাবনাশ্রয়ী সুগভীর নিশাকালে এইরূপে কুঞ্জে কুঞ্জে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কদাপি কোনও দিন হঠাৎ অভিনব অর্থাৎ পূর্ব্বে কখনও দেখা নাই এমত কোনও নিকুঞ্জে আপন অন্বেষণীয় ধন প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন, বৃন্দাবনের এই সর্ব্বলোকাতীত পরমাদ্ভুত মহিমা স্মরণে সেইরূপ সৌভাগ্যলাভের মহালালসা এই শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

হায় কি এ হেন দিন হইবে আমার রে! হইবে আমার?
দিবানিশি বৃন্দাবনে, বিয়াকুল মনে রে ভ্রমিয়ে বেড়াব নবকুঞ্জালি মাঝার।
আচম্বিতে হবে তাহে নবশুভোদয় রে—নবশুভোদয়।
অপরূপ সুরূপসী. কোনও কিশোরী আসি, সুমধুর মৃদুভাষে নিবারিবে মোয়।
"এদিকে এসো না ওহে যাও দূরদেশে রে! যাও দূরদেশে,
যে লাগি অমিয়মাখা, সেই নিবারণে রে! বুঝিয়া ভাসিব কবে পিরীতির রসে!*

* এ কুঞ্জে রাধামাধবের রহস্যলীলা হইতেছে এদিকে আসিও না, ইহাই সে নিবারণের উদ্দেশ্য।

কদা বা তূষ্ণীকঃ শিথিলিতসমস্তব্যবহৃতি
স্ত্যজন্ দীর্ঘশ্বাসং কথমপি গৃহীতৈক-কবলঃ।
সদা জাগ্রৎপ্রায়ঃ ক্ষণমুদিততন্দ্রোঽতিমধুরং
তদালোকে বৃন্দাবনভুবি নিজপ্রাণমিথুনম্ ॥ ১০৮ ॥

টীকা—বৃন্দাবন-প্রেমবতামধিবাসিনাং "ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং" ইত্যাদি ভক্তিশাস্ত্রোক্তব্যবহৃতিঃ, অচিরাৎ তজ্জাত-ফলোৎকর্ষপরিচিন্তনাৎ তেষাং একঃ স্বপ্নলব্ধঃ সুমহান্, সৌভাগ্যস্ফুরণেন আগ্রহাকুলঃ তদাকাঙ্ক্ষতি। যথা—

কদা বা বৃন্দাবনভুবি, তূষ্ণীকঃ (মৌনব্রতী অহং ইত্যর্থঃ), শিথিলিতা (ত্যক্তা, বিস্মৃতেতি যাবৎ) সমস্তা ব্যবহৃতিঃ যেন (বাহ্যব্যবহারঃ যেন) তথাভূতঃ অহং দীর্ঘশ্বাসং ত্যজন্ (হা বৃন্দাবনেশ্বরি! হা ব্রজসুধাকর! বারমেকং মম সান্নিধ্যো ভব ইতি সকাতরোৎকণ্ঠদুঃখার্ত্তহৃদয়ো নিরন্তরং দীর্ঘশ্বাসং প্রক্ষিপন্) কথমপি গৃহীতং এককবলং (গ্রাসমাত্রৈকং, কদাপি যথালব্ধং কিঞ্চিৎভোজীত্যর্থঃ) সদা (সততং দিবারাত্রমিতিভাবঃ) জাগ্রৎপ্রায়ঃ (প্রায়েণ আধিক্যেন জাগরিত স্তিষ্ঠন্) ক্ষণং উদিতা (উপস্থিতা) তন্দ্রা (নিদ্রাবেশঃ) যথা, তথাভূতঃ সন্ অতিমধুরং তৎ (পূর্ব্বশ্লোকোক্তং নিকুঞ্জলীলাবিলসিতং) নিজপ্রাণমিথুনং (স্বপ্রাণরূপং যুগলং রাধাকৃষ্ণাবিতি ভাবঃ) আলোকে? (পশ্যামি?)॥

আভাস—প্রেম-পরবশ বৃন্দাবনাশ্রয়ী মহাশয়েরা অনিদ্রায় অনাহারে দিবা-নিশি ইষ্টান্বেষণ করিতে করিতে কদাপি তন্দ্রাভিভূত হইলেও আপনাদের জীবনী-ভূত রাধাগোবিন্দের নিকুঞ্জলীলাই দর্শন করেন। প্রীতিকর্পূরে সুবাসিত বৃন্দাবনের মহিমামৃত, এমনই পরমাদ্ভুত বস্তু, কিন্তু প্রেম-রস-কণিকার স্পর্শ-বিরহিত বিশুষ্কহৃদয় অভাগিয়া আমার অদৃষ্টে সে সুসৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা কোথায়? এইরূপ ক্ষোভাভিভূত-চিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের মহামহিমোদয় হওয়ায় তাহাই প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

কদাপি বা বৃন্দাবন ভূমে সব ভুলি বিলসিব শিথিল নিয়মে
যথা লাভ গ্রাসেক আহারে, রাখিয়া পরাণ রহিব রে মৌনাচারে।
যুগলের লীলা স্মউরিয়া, ছাড়িব দীর্ঘশ্বাস বিরহে পুড়িয়া,
দিবানিশি জাগিয়া কাটাবো, কদাচিত ক্ষণতরে তন্দ্রালু হইব।
তাহাতেও নিরখিব হায়! লীলাবিলসিত মোর পরাণ দোহায়।

অকস্মাদেকস্মান্নবললিতকুঞ্জাদ্বত বহি-
র্ভবং স্মিত্বা নব্যং তরুণমিথুনং লৌকিকমিব।
গতো দূরং দৃষ্ট্বা পুনরথ নিবৃত্য স্বদয়িতৌ
বিলোক্য স্যাং বৃন্দাবনভুবি মহাপ্রেমবিকলঃ।১০৭॥

টীকা।—স্বপ্রাণমিথুনস্য বনভ্রমণার্থং বহির্গমনসময়ে তয়োর্দ্দর্শনমাশাস্তে। যথা—বৃন্দাবনভুবি (ইহ ভৌমবৃন্দাবনে) অকস্মাৎ (সহসা, পূর্ব্ববৎ পর্য্যটনস্য সময়ে ইতি ভাবঃ) একস্মাৎ নবললিতকুঞ্জাৎ (অভিনব-চারুনিকুঞ্জাৎ)* স্মিত্বা (ঈষৎ হাস্যং কৃত্বা) বহির্ভবৎ (বহিরাগতং) লৌকিকমিব (সাধারণমানবমিব) নব্যং (নবীনং) তরুণমিথুনং (যুবযুগলং) দৃষ্ট্বা, দূরং গতঃ (সামান্যমানব-মিথুন-বোধাৎ সঙ্কোচাদাঃ আদৌ দূরং ব্রজামীত্যর্থঃ) অথ (অনন্তরং) নিবৃত্য পুনঃ (ভ্রমাপনয়নে পুনরাগত্য) স্বদয়িতৌ (নিজবল্লভৌ শ্রীরাধামাধবৌ ইত্যর্থঃ) বিলোক্য (নিরীক্ষ্য) মহতা প্রেম্ণা (পরমপ্রেমরসেন) বিকলঃ (বিহ্বলঃ) স্যাং (ভবেয়ম্?) মম কিং এতাদৃশং সৌভাগ্যং ভবিষ্যতীতি শেষঃ। বত ইতি খেদে।

আভাস—পূর্ব্বোক্তরূপে দিবানিশি বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রেমবান্ বৃন্দাবনাশ্রয়ী মহাত্মাগণের অকস্মাৎ কোনও দিন বনভ্রমণার্থ নিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীশ্রীব্রজকিশোরকিশোরীর সাক্ষাৎসন্দর্শনরূপ মহাসৌভাগ্য লাভ হয়, এক্ষণে সেই সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত দুর্নিবারণীয় লালসাকুল হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের কৃপাসম্বলে তদাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।—

পদ্যানুবাদ—

বৃন্দাবন মহিমায়, নয়নে হেরিব হায়! সহসা সে সদা নব ব্রজযুবদ্বয়
কোনো নব সুললিত, কুঞ্জ হো'তে আচম্বিত, স্মিতমুখে করেছেন বাহিরে বিজয়।
লৌকিক আচারসম, সেই লীলা মনোরম, নিরখি চিনিতে নারি সঙ্কুচিত হয়ে
আন লোক মনে করি প্রথমে যাইব সরি, তখনি আবার আসিবরে পালটিয়ে।
(অনুপম লীলারসে, সুখের সাগরে ভেসে, হরষিত, নানাভাব ভূষায় মধুর
তুলি কাননের ফুল, কিসলয় সু-মুকুল, একে আনে পরাইয়া মহাসুখে ভোর)
এইরূপ লীলাময়, আমার দয়িতদ্বয়, মহাপ্রেম-মাধুরী-কলিত কলেবর
নিরখি হায় রে কবে, আঁখি তির্পিত হবে, বিকল হইবে দেহ হৃদিপ্রাণ মোর।

* অভিনব চারুনিকুঞ্জ অর্থে যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও নয়নগোচর হয় নাই, এইরূপ একটি মনোহর নিকুঞ্জ। ইহার দ্বারা স্পষ্টই ব্যক্ত হইল, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের রহোলীলান্বিত নিকুঞ্জ, চর্ম্মচক্ষের অগোচর, কেবল প্রেমনয়নে দর্শনীয়।

কদা পূর্ণজ্যোৎস্নাধবলে রাসবলয়ে
চরন্নেকো বৃন্দাবনপতি-বিলাস-স্মৃতিপরঃ।
অকস্মাদানন্দাম্বুধিলহরি-কোলাহলমিব
ধ্বনিং দিব্যং বেণোর্ব্বলয়রসনাদেশ্চ শৃণুয়াম্ ?।১১০॥

টীকা—শ্রীরাসলীলাবিষ্টঃ তদ্দর্শনাধিকারাভাবাৎ শ্রীবৃন্দাবনস্য কৃপায়াং তদানন্দকোলাহলাদেঃ শ্রবণসৌভাগ্যমাকাঙ্ক্ষতি। যথা—

কদা পূর্ণয়া জ্যোৎস্নয়া ধবলা (শুভ্রা) রজনী (রাকানিশা) যস্মিন্ তাদৃশে রাসবলয়ে (শ্রীরাসলীলানাং মণ্ডলে), বৃন্দাবনপতেঃ (অভীষ্টদানাৎ, বিঘ্ন-বিপদ্-বিনাশাচ্চ—বৃন্দাবনং পাতি রক্ষতি যঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যর্থঃ) বিলাসঃ (প্রেমলীলা-দয়ঃ) তেষাং স্মৃতিপরঃ (স্মরণাবিষ্টঃ সন্) একঃ (একাকী) চরন্ (পর্যাটন্) অকস্মাৎ (সহসা) আনন্দাম্বুধেঃ (আনন্দসাগরস্য) লহরেঃ (তরঙ্গস্য) কোলাহলমিব (কল-রবমিব) বেণোঃ (মুরল্যাঃ) বলয়স্য (চূড়িকায়াঃ) রসনাদেশ্চ (কিঙ্কিনানূপুরাদেশ্চ) দিব্যং * (অলৌকিকং) ধ্বনিং শৃণুয়াম্? ইতি। আদিশব্দেনাত্র বীণা-মুরজ-ডমরু রবাদিবাদ্যযন্ত্রাণাং ধ্বনিশ্চ জ্ঞেয়ঃ?

আভাস—রাসকেন্দ্রশেখর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত লীলার সারভূতা শ্রীরাস-লীলা সিদ্ধদেহ প্রাপ্তি ব্যতীত প্রত্যক্ষ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ কিছুতেই হইতে পারে না তথাপি শ্রীবৃন্দাবনের পরমাতিশায়া কৃপার প্রভাবে, প্রেমে বৃন্দাবনাশ্রয়ী ভক্তগণ উহার শ্রাব্যরসামৃত কর্ণচষকে পান করিয়া ইহ দেহেই চরিতার্থ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই অভাবিত মহাভাগ্যের স্মরণে রাসরসাবিষ্ট পরমবন্দনীয় গ্রন্থকর্ত্তা দৈন্যার্ত্তিসংমিশ্রিত লালসায় আকুল হইয়া এই শ্লোকে তল্লাভের প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—কবে রে কবে রে মোর হবে শুভক্ষণ?
জোছনা উজোর রজনীতে—রাস-রসভূমি পুলিন বলয়ে করিব রে বিচরণ।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া তায়, একা মনসুখে হায়, স্মরি রসশেখরের মধুর বিলাস,
পিরীতির পরভাগে, সুমহান্ অনুরাগে, উপজিবে চিতে চারু রসের উল্লাস।
অমনিরে আচম্বিতে, পশিবেক শ্রুতিপথে বেণু বীণা-রসনা-বলয়াদির নাদ
পরানন্দ বারিধির, সুললিত লহরীর, কোলাহল-সম তাহে হইব উনমাদ!

* সমস্ত বৃন্দাবনের বিঘ্নবিপদ বিনাশ এবং অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া তৎপালক অথবা দেবরাজ-কর্ত্তৃক বৃন্দাবনাধীশরূপে অভিষিক্ত, শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনপতি।

কদা বা কস্যাপি স্ফুটনবকদম্বস্য বিটপে
স্ফুরদ্‌গোপীভর্ত্তুঃ কিমপি কলয়ে স্মেরবদনম্।
কদা শ্রীরাধায়াঃ কুসুমচয়-লোলঞ্চ ললিতং
করং বীক্ষে বৃন্দাবনভুবি লতৌঘে ক্বচিদপি।১১১॥

টীকা—স্বৈশ্বর্য্যাঃ কুসুমচয়নলীলায়াং, অলক্ষিত-কদম্বশাখোপবিষ্টনাগরেন্দ্রস্য শ্লথোত্তরীয়ায়াঃ কান্তায়াঃ বস্ত্রাদ্যুন্মোচিতাঙ্গনিরীক্ষণ-কৌতুকস্য স্ফুরণাৎ তৎ-সন্দর্শনভাগ্যং আকাঙ্ক্ষতি। যথা—

কদা বা বৃন্দাবনভুবি (ইহ ভৌমবৃন্দাবনে) কস্যাপি স্ফুটস্য (বিকশিতস্য) নবকদম্বস্য (নবপুষ্পিতানুচ্চকদম্ববৃক্ষস্য ইত্যর্থঃ) বিটপে (শাখায়াং) স্ফুরন্ (বিরাজমানঃ) যঃ গোপভর্ত্তা (গোপনারীণাং দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনঃপ্রভৃতীনাং অধীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ) তস্য কিমপি (অনির্ব্বচনীয়ং) স্মেরবদনং (মৃদুহাস্যময়ং মুখং) কলয়ে? (অবলোকয়িষ্যে?); কদা বা ক্বচিদপি লতৌঘে (লতায়াঃ ওঘে সমূহে) শ্রীরাধায়াঃ কুসুমানাং (পুষ্পাণাং) চয়ে (আহরণে) লোলং (চঞ্চলং) ললিতং (সুন্দরং) করং বীক্ষে? (পশ্যামি)

আভাস—প্রেমের সহিত বৃন্দাবনাশ্রয়ী ভাগ্যবান্ গণের অপূর্ব্বাদ্ভুত সৌভাগ্যরাশি পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের একটি অপূর্ব্ব প্রেমলীলা হৃদয়ে দেখিলেন। তাহা এই যে—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বৃন্দাবনের লতার ঝোপ হইতে ফুল তুলিতেছেন, সুতরাং উত্তরীয় শিথিল ও অদ্ধোন্মোচিত হওয়াতে শ্রীঅঙ্গের অনেক অংশ দেখা যাইতেছে, ভাল করিয়া এই শ্রীঅঙ্গমাধুরী দর্শনার্থ নাগরেন্দ্র রসিকমণি নিকটবর্ত্তী একটি নবপুষ্পান্বিত কদম্বের শাখায় আরোহণপূর্ব্বক অনিমিখ নয়নে সানন্দে নিরীক্ষণ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের করুণায় এই পরমাপূর্ব্ব প্রাণানন্দী প্রেমলীলা সন্দর্শনের জন্য অদম্য লালসান্বিত হইয়া এই শ্লোকে তাহাই প্রার্থনা করিয়াছেন।

পদ্যানুবাদ—

নব-কুসুমিত কদম্ব শাখায় কবে নিরখিব বৃন্দাবনে হায়! মাধবের স্মিতমুখে,
লোল-সুললিত কর উতোলিয়ে রাধার, কুসুমাহরণ হেরিয়ে বিলসিত মহাসুখে।
চারুতম লতাবিতানে প্রিয়ার ভুজমূল, মহা শোভার আধার অনিমিখে নিরখিয়া
প্রেমসমাকুল শ্রীগোপবল্লভ, লীলাপিপাসিত দেহ মন সব, রসে উছলিত হিয়া।

* এই লীলা পুষ্পাপহরণব্যাজে প্রেমময় প্রেমময়ীর প্রেমকল্লোল এবং শ্রীরাধার স্ফীত বক্ষে বহুতর পুষ্প লুক্কায়িত বলিয়া নাগরশেখরের তদন্বেষণাদিতে বড়ই মধুমাখা ভাব।

ইদং মে কিং ভাবি ? দ্রুতকণকগৌরচ্ছবি, হরি-
ন্মণিশ্যামং ধামদ্বয়মিহ মিথোঽংসার্পিতভুজম্।
নিরীক্ষে তৎ স্মেরং মম বহুবিধপ্রেমবিস্তৃতং
স্ফুখং পশ্চাচ্ছায়াদ্বয়মথ পুরো মূর্চ্ছয়তি মাম্॥১১২॥

টীকা—মে (মহ্যং) কিং ইদং (এতাদৃশং সৌভাগ্যং ইত্যর্থঃ) ভাবি ? ভবিষ্যতি ?) যৎ দ্রুতং (দ্রবীভূতং) কণকং (স্বর্ণং) তদ্বৎ গৌরচ্ছবিঃ (গোরোচনা-কান্তিঃ) যস্য এবম্ভূতং 'একং' ইতি শেষঃ, এবঞ্চ হরিন্মণিশ্যামং (মকরতশ্যামলং) 'অপরং' ইতি শেষঃ ধামদ্বয়ং (বিগ্রহযুগলং রাধাকৃষ্ণাবিতি ভাবঃ) যৎ ইহ (অস্মিন্ বৃন্দাবনে) মিথঃ পরস্পরং) অংসে (স্কন্ধদেশে) অর্পিতভুজং (একৈক-হস্তন্যস্তং) স্মেরং (মন্দহাস্যযুক্তং) বহুবিধেন প্রেম্ণা বিস্তৃতং (ব্যাপ্তং) মুখং; যৎ পশ্চাৎ (পৃষ্ঠতঃ) অথ পুরঃ (অগ্রতঃ) ছায়াদ্বয়ং (জ্যোতির্যুগ্মং গৌর-শ্যামলং কান্তিচ্ছটাযুগলং বিদ্যতে ইতিশেষঃ) তৎ (অপূর্ব্ববিগ্রহদ্বয়ং ইতি ভাবঃ) মম নিরীক্ষে (দৃষ্টিপথে স্থিত্বা ইতি শেষঃ) মাং মূর্চ্ছয়তি (মোহয়তি);

আভাস "বৃন্দাবনে আমার অদ্যাবধি যৎসামান্য অবিচলা প্রীতিও উপজাত হইল না। অথচ পরমপ্রেমবান্ বৃন্দাবনাশ্রয়ী ভাগ্যবান্ গণের লভনীয় সুদুর্ল্লভ সৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত আমার দুর্নিবার দুরাশা! হায়! আমার এ সকল আশা কি কখনও পূর্ণ হইবে ?" উপরের ও নীচের অনেক শ্লোকই গ্রন্থকার মহোদয়ের এইরূপ দৈন্যার্ত্তি-সংমিলিত। এই শ্লোকেও তদ্ভাবাঢ্য হইয়া প্রার্থনা করিয়াছেন হায়! আমার প্রাণপ্রিয়তম মিথুন অগ্রে ও পশ্চাতে উভয়ত্র গৌর-শ্যামলোজ্জ্বল অপূর্ব্ব কান্তিচ্ছটায় বিলসিত হইয়া একে অপরের স্কন্ধে বাহু বেষ্টন পূর্ব্বক স্মিতমুখে শ্রীবৃন্দাবনের বনান্তে পরিভ্রমণ করিবেন আর আমি নয়ন ভরিয়া উহা দেখিব, আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে ?

পদ্যানুবাদ

হেন মহামঙ্গল কি ঘটিবে আমার রে! ঘটিবে আমার ?
গলিত কণক কাঁতি, মহানীলমণি ভাতি, নিরখিব যুগল মূরতি জ্যোতিসার।
দুঁহু ভুজ দুঁহু কাঁধে, গমন বিবিধ ছাঁদে, নানা রস বিলসিত হসিত বদন
হেমনীল অনুপম, মনোনয়নাভিরাম, আগে পাছে জ্যোতিঃযুগ রাজিত মোহন
বৃন্দাবন মহিমায়, নিরখিয়ে সে দোহায়, প্রেমমূর্চ্ছায় আমি হারাব চেতন,
অভাবিত অনুভবে, জনম সফল হবে, হেন শুভদিনের কি হবে আগমন ?

অতিপ্রেমোৎকট্যাৎ ক্ষিতিষু বিলুঠৎ মে বপুরিদং
করেণ স্পৃষ্ট্বা মাং বিলুঠয়তি রাধা প্রিয়যুতা।
অহো বৃন্দারণ্যেঽদ্ভুতমহিমসীমন্যপি সুদু-
র্ঘটাশা কাপ্যেকা সমুদয়তি হা কিং ন ভবিতা ? ॥১১৩॥

টীকা—স্বপ্রাণপ্রেষ্ঠয়োঃ দর্শনবাসনাসমুত্থ-পরমোৎকট-প্রেমাধিক্যাৎ বৃন্দাবন-ক্ষিতিবিলুণ্ঠিতঃ সন্ তয়োর্দ্দর্শনস্পর্শনলাভেন অচিরাৎ সিদ্ধস্বরূপং সংপ্রাপ্য নিত্যলীলায়াং প্রেমসেবালভনমাকাঙ্ক্ষতি। যথা—

অহো! অদ্ভুতমহিম্নাং (বিচিত্রপ্রভাবানাং) সীমনি (অবধিভূতে) বৃন্দারণ্যে কাপি অনির্ব্বচনীয়া) সুদুর্ঘটা (অত্যসম্ভবা) একা আশা সমুদয়তি (সম্যক্ স্ফুরতি, মদীয়েতি শেষঃ); প্রিয়েণ (বল্লভেন শ্রীকৃষ্ণেন ইত্যর্থঃ) যুতা (মিলিতা) রাধা অতিপ্রেমোৎকট্যাৎ (মহোৎকটপ্রেমার্ত্তিবশৎ) ক্ষিতিষু ভূমিষু বিলুঠৎ ইদং মে বপুঃ (মদীয়ং দেহং) করেণ স্পৃষ্ট্বা মাং বিলুঠয়তি, (তয়োঃ শ্রীপদে বিলুণ্ঠনং কারয়তি)"; হা! কিং ন ভবিতা? (এষা মমাশা কিং সফলা ন ভবিতা);

অাভাস—অমার একটি অতি সুদুর্ঘটা আশা এই—আমার প্রাণপ্রিয়তম বৃন্দাবনেশ্বরী ও ব্রজসুধাকরের অদর্শন-সঞ্জাত মহোৎকট বিরহবিষদাহে আমি বাহ্যহারা হইয়া বৃন্দাবনভূমিতে অনবরত বিলুণ্ঠিত হইব, আর কোনও সময়ে নিজবল্লভের সহিত বৃন্দাবনবিহারিণী অপার করুণাময়ী আমার রাধারাণী,—তদ্দর্শনে স্নেহার্দ্র হইয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক আমার গায় হাত বুলাইয়া অমৃতাভিষিক্ত করিবেন; তাহাতে নয়ন মেলিয়া চিরবাঞ্ছিত যুগলরূপমাধুরী দর্শনে আমি উভয়ের শ্রীপদে লুটাইয়া পড়িব, হায় রে! বৃন্দাবনের মহিমায় কি আমার এ সাধ পূর্ণ হইবে না?

পদ্যানুবাদ—

"অতি উত্কট প্রেমে বিবশের ভবে, বিলুঠিব বৃন্দাবনে পরম কাতরে।
বঁধুসহ বিহরিতা বনে, বৃষভানুসুতা, আহা রসে উনমাদ দশা নিরখিয়া
পরশি কোমলকরে পরম সেনেহ ভরে, দানিবেন কৃপাসুধা নিকটে আসিয়া।
তাহে সচেতন হয়ে, সব দুখ বিসরিয়ে, অমনি নয়ন মেলি নিরখি দোহারে
লুঠিয়া চরণতলে, বলিব কাতর বোলে, প্রদানিয়া দাসীপদ বাঁচাও আমারে।"
বৃন্দাবনধামের অপার মহিমায়, এ চির আশা কি মোর পূরিবে না হায়?

কদা বা কালিন্দী-তট-নিকট-বৃন্দাবন-লতা-
নিকুঞ্জান্তঃ সুপ্তং তদতিসরসং প্রেষ্ঠমিথুনং।
মিথোগাঢ়াশ্লিষ্টং মৃদুমৃদু ময়া লালিতপদং
মুদা বীক্ষ্যে স্বপ্নেঽপ্যহহ সুখনিদ্রাং গতমহং ॥ ১১৪ ॥

টীকা—প্রোচ্ছলিত-প্রেম-স্বভাবজ দৈন্যোদয়েন আত্মনং পরমাযোগ্যমন্য- মানো রাধামাধবয়োঃ সাক্ষাৎসেবাসৌভাগ্যাৎ সুদূরপরাহতাবধৃতঃ স্বপ্নেষু ধার্য্যাতয়োঃ পদসেবানন্দমাশাস্তে। যথা,—

অহো! কদা বা কালিন্দীতটস্য (যমুনাতীরস্য) নিকটে যৎ বৃন্দাবন-নিকুঞ্জঃ (বৃন্দাবনস্থলতামণ্ডপঃ; তদন্তঃ (তন্মধ্যে) সুপ্তং (শয়িতং, রহো লীলাবসানে অলসলীলাবিলাসতং ইতি ভাবঃ) অতিসরসং (পরমানন্দপূর্ণম্) মিথঃ (পরস্পরং গাঢ়াশ্লিষ্টং (দৃঢ়ালিঙ্গিতং) এবঞ্চ ময়া মৃদুমৃদুলালিতপদং (মধুরেণ সম্বাহিত চরণং) অতএব সুখেন নিদ্রাং গতং তৎ (প্রসিদ্ধং) প্রেষ্ঠমিথুনং (প্রিয়তমযুগল রাধাকৃষ্ণাবিতিভাবঃ) স্বপ্নেঽপি (স্বপ্নাবস্থায়াং কিং) অহং মুদা (আনন্দেন পশ্যামি (অহহেতি অত্যুৎসুকতাসূচকমব্যয়ং) অপি প্রশ্নে।

আভাস—পরিণতি প্রাপ্ত প্রেমের একটি স্বভাব এই যে তৎসঞ্জাত লোভে সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য ব্যতীত অন্য কিছুতে পরিতৃপ্তি দেয় না, আবার তদুদিত ক্ষোভে,—নিজকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও অযোগ্য ও অনধিকারীরূপে প্রতিপন্ন করিয়া তোলে, কদাচিৎ উচ্চ প্রার্থনা করিলে পাগলরূপে উপেক্ষিত হইবার ভয় উৎপাদন করে। পরম বন্দনায় গ্রন্থকর্ত্তা মহোদয় অধুনা শেষোক্ত ভাবাক্রান্ত হইয়া, অথচ কিছুতেই আপন প্রাণ প্রিয়তম বৃন্দাবনানন্দ বিগ্রহ যুগলের প্রেমসেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষ হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিয়া প্রার্থনা করিতেছেন হায়! শ্রীধাম বৃন্দাবনের মহিমায়, অভাগিয়া আমার কবে এইরূপ ভাগ্যোদয় হইবে যে "আমি স্বপ্নে অলসলীলা বিলাসিত রাধামাধবের পদসেবা করিতেছি" দেখিয়া ধন্য হইব?

পদ্যানুবাদ—

"কালিন্দীর চারুতীরে, লতা নিকেতনান্তরে, এই রসময় বৃন্দাবনে,
প্রাণ প্রিয়তম মোর, কিশোর কিশোরীজোর, বসালসে শায়িত শয়নে।
গাঢ় আলিঙ্গনভরে, এক দেহ হইয়ে রে, বিথারিয়ে মহাসুমাধুরী
ঘুমাইছে মনোসুখে, চরণ লইয়া বুকে, সেবিতেছি আমি প্রাণ ভরি"
স্বপনেও হায় কি রে! ইহা দরশন করে, প্রেমভরে পুলকিত হব?
(জাগিয়া মনের সুখে, কবে উল্লসিত মুখে, বৃন্দাবন মহিমা গাইব)

মহাশ্চর্য্যানন্তস্বমহিমবলাদেব সকলা-
ধমস্যাপ্যাশানাং ব্যতিকরমসম্ভাব্যমপি মে।
কদা বৃন্দারণ্যং স্ববসতিকথামাত্রপ্রবহৎ-
কৃপাপূরং সংপূরয়তু পরতোঽপ্যর্ব্বুদজনেঃ ॥ ১১৫ ॥

টীকা—সর্ব্বাধমস্য মম সুদুর্ঘটাকাঙ্ক্ষাসমূহানাং পরিপূরণত্বে বৃন্দাবনস্থানস্ব-রূপৈকমাত্রং সম্বলং। তথাপি ইহ ঘৃণিতাধঃপাতগ্রস্তকলুষিতজীবনে তাসাং সাফল্যসম্ভাবনা নাস্তি! তদপি তদিতরতুচ্ছসৌভাগ্যং ন রোচতে। ইতি পরমমহাদৈন্যোদয়াৎ বৃন্দাবনকৃপয়া অর্ব্বুদজন্মান্তরেঽপি মনোরথানাং সাফল্যং প্রার্থয়তি। যথা—

স্বস্মিন্ বসতিকথামাত্রেণ (নিবাসস্য সংপ্রার্থনসঙ্কল্পমাত্রেণ) প্রবহৎ-কৃপাপূরং (নিবহন্তী দয়ালহরী যস্য তথাভূতং) স্বাশ্রিতকৃপান্বিতং বৃন্দাবনং কদা সকলাধমস্যাপি (সর্ব্বপ্রাণিভ্যো নিকৃষ্টস্যাপি) মে (মম) অসম্ভাব্যমপি (দুর্ঘট-মপি) আশানাং (মনোরথানাং) ব্যতিকরং (সমূহং), মহান্ অনন্তঃ (আশ্চর্য্যা-সীমঃ) যঃ স্বমহিমা (নিজমাহাত্ম্যং) তদ্বলাদেব (তৎপ্রভাবাদেব) অর্ব্বুদজনেঃ (অর্ব্বুদসংখ্যকজন্মনঃ) পরতঃ অপি, সংপূরয়তু (সম্যক্ সফলয়তু);

আভাস—লোভ এবং ক্ষোভ এই উভয় ভাবের সংঘর্ষে সর্ব্বথা লোভের সাফল্য বিধানই প্রেমের ধর্ম্ম। তদনুসারে সুদুর্ঘটা জানিয়াও কিছুতেই আপন চির পোষিত মনোরথগুলিকে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় করিতে না পারিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন—আমি সর্ব্বজীবাধম এবং আশাগুলি পরম সুদুর্ঘটা ইহা সত্য বটে, কিন্তু বৃন্দাবনের মহানন্ত মহিমায় সকল অঘটনই সংসাধিত হইতে পারে, তাহাতেই এ শ্লোকে সকাতর প্রার্থনা করিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবন আপনাতে অর্ব্বুদ-জন্ম দিয়া আমার অধিকারোৎপাদন পূর্ব্বক তদন্তরেও আমার বাসনাগুলি পূর্ণ করুন।

পদ্যানুবাদ—সকল অধম, হোতে হীনতম, হয়েও আমার মনে,
অসম্ভবতর আশার নিকর, জাগরিত নিশিদিনে।
যাহাতে বসতি, করার যুকতি, মুখে কহিলেই দয়া!!
সেই বৃন্দাবন, কৃপাবিতরণ, করুন সদয় হঞা।
অরবুদজনি, আপনাতে দানি, মোরে উপযোগী করি
বাসনাসকল, করুন সফল, নিজগুণ পরচারি।

স্বকর্ম্ম-স্রোতোভিঃ সততমভিতশ্চালিতমমুং
প্রভো! জীবং যত্র ক্বচিদপি নয়াত্যন্তবিবশম্।
পরন্ত্বেতাবন্মে ভবতু ভবদুঃখার্দ্দিতহৃদোঽ
প্যবিশ্রান্তং বৃন্দাবনপদপরৈবাস্তু রসনা ॥ ১১৬ ॥

টীকা—চেৎ বৃন্দাবনে অর্ব্বুদজন্মান্তরে মনোরথসিদ্ধিঃ সহনীয়া, পরন্তু কর্ম্মস্রোতসা অন্যত্র নীয়মানো ন জীবামি? ইতি ভীতিবিহ্বলঃ সন্ অবিশ্রান্ত-বৃন্দাবননামগুণ-কীর্ত্তনাবেশাৎ দিনযাপনং প্রার্থয়তি। যথা—

হে প্রভো! (কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থ! যদ্বা মদ্দেহমনইন্দ্রিয়াণা-মধীশ্বর শ্রীগৌরচন্দ্রেতি যাবৎ) স্বস্য কর্ম্মণাং স্রোতোভিঃ (প্রারব্ধকর্ম্মফল-প্রবাহৈঃ গতির্ভিরিতি ভাবঃ) সততং অভিতঃ (সর্ব্বতঃ) চালিতং (ব্যাপারিতং) অমুং জীবং (মামিতি ভাবঃ) অত্যন্তবিবশং (পরমপরবশং); অতএব যত্র ক্বচিদপি নয় (যথা তথা কর্ষয়); পরন্তু ভবদুঃখেন (সংসারদুঃখেন, পুনঃপুনঃ জন্মসঞ্জাতক্লেশেন বা) অর্দ্দিতহৃদোঽপি (পীড়িতচেতসোঽপি) মে (মম) এতাবৎ ভবতু যৎ রসনা (জিহ্বা) অবিশ্রান্তং (অবিরতং) বৃন্দাবনমেব পদং (শব্দং স্থানং বা) তস্মিন্ পরা (বৃন্দাবনশব্দোচ্চারণপরা যদ্বা বৃন্দাবনগুণাদি কীর্ত্তনপরা) এব অস্তু (ভবতু);

আভাস—শ্রীবৃন্দাবনে অর্ব্বুদ জন্মগ্রহণ করার পরে, মনোরথ সিদ্ধি অর্থাৎ কৃমিকীটাদি হইয়া তৎপরে যদি আমার আশাসমূহ সফল হয়। তাহা হইলে উহা অনায়াসে সহিতে পারা যাইবে কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মস্রোতে ভ্রাম্যমাণ অকৃতী অনায়ত্ত ভজনবলবিহীন অভাজন আমাকে যদি কর্ম্মফলের স্রোতে অন্যত্র লইয়া যায়, তাহা হইলেতো আমি বাঁচিব না। এইরূপ ভীতিবিহ্বল হইয়া সমস্ত জগতের পরম নিয়ন্তা ও আপন দেহমনেন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর স্বামী দেব শ্রীগৌরচন্দ্রকে সকাতরে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। প্রভো! তুমি সমস্তের কর্ত্তা কর্ম্মফলোচিত গতি দানার্থ এ জীবাধমকে যদি অন্যত্র আকর্ষণ কর তবেও এই প্রার্থনা যেন বৃন্দাবনের নামগুণ অবিশ্রান্ত কীর্ত্তনাবেশে দিন যাপন করি।

পদ্যানুবাদ—

আচরিত শুভাশুভ করমের ফলে, সতত চালিত এ বিবশ হীনবল।
এই জীবাধমে পহু! কৃতানুসারিণী, যে গতি যথায় স্থিতি দাও গুণমণি।
ভবদুঃখাতুর চিতে রসনা সদায়, সুখে যেন বৃন্দাবন নামগুণ গায়।

ন সত্যাখ্যে লোকে স্পৃহয়তি মনো ব্রহ্মপদবীং
ন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোরপি মৃগয়তে পার্ষদতনুম্।
পরং শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-সরস-ভাবোৎসব-বতাং
নিবাসে ধন্যানাং সুবহু কৃমিজন্মাপি মৃগয়তে ॥ ১১৭ ॥

টীকা—কালেন শ্রীরাধায়াঃ দাসীপদসম্প্রাপ্তেঃ সুনিশ্চয়ত্বাৎ বৃন্দাবনে কৃমিকীটজন্ম; তদ্‌বাধকব্রহ্মপদাদপি, তথা বৈকুণ্ঠস্য পার্ষদপদাদপি পরতরঃ, বিশেষতঃ প্রেমবতামাশ্রয় এব প্রেমলাভস্য পরমোপায়ঃ ইতি হেতুনা বৃন্দাবন-রসবতাং গৃহেষু কৃমিকীটত্বং আকাঙ্ক্ষতি। যথা—

মনঃ (মন্মনঃ) সত্যাখ্যে লোকে (সত্যলোকাভিহিতে, ভূঃ-ভুবঃ স্বঃ-জনঃ মহস্তপোলোকোপরিস্থে সপ্তমভুবনে) ব্রহ্মপদবীং (ব্রহ্মপদং) ন স্পৃহয়তি (ন কাময়তে); তথা বৈকুণ্ঠে (বৈকুণ্ঠাখ্যধামান) বিষ্ণোঃ (শ্রীমন্নারায়ণস্য) পার্ষদতনুং (সভাসদ্দেহং তৎসারূপ্যমিতি ভাবঃ) অপি ন মৃগয়তে (ন প্রার্থয়তে), পরং (কেবলং) বৃন্দাবনে যঃ সরসভাবঃ (প্রেমরসময়ভাবঃ) তেন উৎসববতাং (আনন্দযুক্তানাং) ধন্যানাং (কৃতার্থজনানাং) নিবাসে (গেহে, বৃন্দাবনস্থে তেষাং বাসস্থলে ইত্যর্থঃ) সুবহু কৃমিজন্মাপি (পুনঃপুনঃ ঘৃণার্হকীটজন্মাপি) মনুতে (আকাঙ্ক্ষতি);

আভাস—শ্রীবৃন্দাবনে ঘৃণিততম প্রাণীরূপে অবস্থিতিলাভ হইলেও জন্ম জন্মান্তরে শ্রীরাধার দাসীপদপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত, তাহাতেই তদ্‌বাধক ব্রহ্মপদাদি পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া প্রেমবান্ বৃন্দাবনবাসীর নিবাসে (এ শ্লোকে) বহু কৃমি-জন্মাকাঙ্ক্ষা।

পদ্যানুবাদ—

সত্যলোকে ব্রহ্মপদ, অতি বড় সুসম্পদ, কিন্তু তাহে লালসিত নহে মোর মন,
বৈকুণ্ঠনাথের তথা,পার্ষদ স্বরূপতা, মোর চিত তাহাও না করয়ে গণন।
শ্রীরাধার অনুদাসী, হইবার অভিলাষী, কিন্তু তদুচিত কোনো নাহিক সম্বল!
হা প্রভু করুণাময়, যদি কৃমিযোনি হয়, এদাসের লভনীয় সমুচিত ফল।
তা হইলে বৃন্দাবনে সানুরাগানন্দমনে, যুগল ভজনে যাহাদের মন সাধ,
তাহাদের নিকেতনে, তোমার করুণাগুণে, বহু কৃমিজনম হউক নিরবাধ।
মানব জনমফলে, যদি কামভোগ মিলে তাহা হোতে ভাল মোর এই কৃমিজন্ম,
না চাহি বৈকুণ্ঠসুখ, নাহি চাই ব্রহ্মলোক, সে আমার এ সুখের অণু পরমাণু।

শ্রীমদ্-বৃন্দাবিপিনকুসুমামোদবাহী সমীরো
যস্মিন্ দেশে সরতি তদবচ্ছিন্নকৃষ্ণাপ্লুতো বা।
যেষাং বৃন্দাবনমনু সকৃৎ গ্রীবয়া সন্নতং বা
তত্রৈবাস্তাং মম খলু জনি র্হন্ত তেষাং গৃহেঽপি ॥ ১১৮ ॥

টীকা। কর্ম্মফল-প্রাবল্যেন যদি বা বৃন্দাবনবর্ত্তিঃ জন্মগ্রহণমনিবার্য্যং স্যাৎ তদা মৎপ্রভোঃ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রস্য পরমমঙ্গলশ্রীপদে মম বক্ষ্যমাণপ্রার্থনং, তদ্‌যথা—

যস্মিন্ দেশে শ্রীমতঃ বৃন্দাবিপিনস্য (সৌভাগ্যসম্পদ্‌প্রদবৃন্দাবনস্য) কুসুমামোদবাহী (পুষ্পসৌরভবাহী) অথবা তদবচ্ছিন্নয়া (তদ্বৃন্দাবনস্থয়া) কৃষ্ণয়া (যমুনয়া) আপ্লুতঃ (পরিষিক্তঃ যমুনাসলিলকণান্বিতঃ) সমীরঃ (বায়ুঃ) সরতি (বহতি) তত্রৈব; তথা যেষাং (জনানাং) বা, বৃন্দাবনমনু (বৃন্দাবনং প্রতি ইত্যর্থঃ) সকৃৎ (একবারং) গ্রীবয়া সন্নতং (সম্যক্ শিরো নতমিতি যাবৎ) তেষাং গৃহেঽপি খলু (নিশ্চিতং) মম জনিঃ (জন্ম) এব আস্তাং (ভবত্বেব); হন্ত ইতি অত্যন্তখেদে।

আভাস—আত্যন্তিক দৈন্যোদয়ে মনে হইতে লাগিল—অনিবার্য্য প্রারব্ধ কর্ম্মফলে ভজন গন্ধবিহীন পরমাধমতম আমার ভাগ্যে যদি বৃন্দাবনে কৃমিজন্ম ও অসম্ভব হয়, হায়! তাহা হইলে উপায় কি হইবে? বৃন্দাবন সম্বন্ধগন্ধহীন জনপদে জন্মগ্রহণ রূপ বিড়ম্বনার কথাই যে অসংখ্য সর্প দংশনবৎ ভয়ঙ্কর!! হা জগন্মঙ্গল প্রভো গৌরাঙ্গ সুন্দর! তাহা হইলে অন্ততঃ শ্রীবৃন্দাবনের পুষ্পপরিমলবাহী অথবা শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত যমুনার জলকণবাহী ধন্যাতিধন্য সমীরণ যে দেশে সতত প্রবাহিত, সেই দেশের যে সকল ভাগ্যবান্ ন্যূনকল্পে একটিবার মহিমামুগ্ধান্তরে সম্যক্‌রূপে বৃন্দাবন বন্দন করিয়াছেন তাহাদের গৃহে যেন আমার জন্ম হয়।

পদ্যানুবাদ—

আন দেশে যদি নাহি জনমিলে নয়, মম করমের ফলে ওহে দয়াময়!
তা হোলে যে দেশে বৃন্দাবনের পবন, কুসুমের গন্ধ সহ করেন গমন।
অথবা শ্রীবৃন্দাবনে বাহিত যমুনা, সমীরণে যথা বিথারেন জলকণা।
একবার যে দেশের অধিবাসী জন, বৃন্দাবন রসেতে হইয়া নিমগন।
নতশিরে প্রণমিয়াছেন ব্রজভূমি, তাহাদের ঘরে যেন সে দেশে জনমি।

মমাপি স্যাদেতাদৃশমিহ দিনং কিন্নু পরমং
যদা বৃন্দাটব্যাঃ কথমপি কৃতস্পার্শনমপি।
অহো! দেহং দূরাদপি সমবলোক্যান্তুজনুষাং
মুহুর্দন্যং মন্যে ধরণিপতিতঃ স্যাং কৃতনতিঃ।১১৯॥

টীকা—অহো অদ্যাপি বৃন্দাবন-দর্শন-স্পর্শন-বিরহিতস্য পরমাধমস্য মম, বৃন্দাবনকৃপয়া সুদুর্লভ-ভাগ্যলাভাকাঙ্ক্ষা কথং সিদ্ধা ভবিষ্যতি! ইত্যাহ দৈন্যপরবশঃ প্রার্থয়তি। যথা—

অহো! ইহ জন্মনি মমাপি (মল্লক্ষণস্য অযোগ্যাধমস্য ইত্যর্থঃ, অপি গর্হায়াং) এতাদৃশং পরমং (এবম্ভূতং উৎকৃষ্টং) দিনং কিং নু? (অপি কিং ভবেৎ?) যদা (যস্মিন্ দিনে) বৃন্দাটব্যাঃ (শ্রীবৃন্দাবনস্য) কথমপি কৃতস্পর্শনমপি (কিঞ্চিদপি স্পর্শনেন) দেহং (মম কুদেহমিতিভাবঃ) ধন্যং (কৃতার্থং) মন্যে (মানয়ামি); তথা দূরাদপি সমবলোক্য (বৃন্দাবনস্য দূরদর্শনেনাপি) জনুষাং (জন্মনাং) মুহুঃ (বারম্বারং) ধন্যং মন্যে? ততঃ ধরণ্যাং পতিতঃ কৃতনতিঃ (কৃতপ্রণামঃ) স্যাম্ ভবেয়ম্?

আভাস—হায় হায়! অদ্যাপি আমার প্রেমধাম শ্রীবৃন্দাবন দর্শন স্পর্শনের সৌভাগ্য পর্য্যন্ত ঘটিল না। অথচ যাহা শ্রীধামাশ্রয়ী প্রেমবান্ ভক্তগণের লভনীয় বৃন্দাবনের সেই করুণা ও তজ্জনিত সুদুর্লভ শ্রেয়ো লাভার্থ আমি বাতুলের ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছি; শরীর-চেষ্টা-বিরহিত এই সকল শূন্যগর্ভ প্রার্থনায় কিছুই হইবে না। বন্ধুবর্গ ও শিষ্যবর্গের মঙ্গলানুরোধে আর এক মুহূর্ত্তও বারানসীবাস করিব না। ৺কাশীধামাশ্রয়ী গ্রন্থকর্ত্তা অমনি যেন বৃন্দাবন যাত্রায় ব্রত হইয়া কহিতেছেন—অহো! আমার সে শুভদিন কবে হইবে? যে দিন দূর হইতে বৃন্দাবন শোভাদর্শনে জীবন ধন্য জ্ঞান ও বায়ুসংযোগে বা কাহারো করুণায় কিঞ্চিৎ বৃন্দাবন রজোকণা লাভ করিয়া প্রেমাকুল চিত্তে বারবার ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিব?

পদ্যানুবাদ—

এজনমে এমন পরম শুভদিন, লাভব কি মুঞি দুরাচার মতিহীন?
সাধনের ধন বৃন্দাবন রজোকণা, যে কোনো রূপেতে পেয়ে পূরিবে বাসনা।
সুখেতে ভাসিব কবে বিলোকন করি, দূর হোতে বৃন্দাবন ধামের মাধুরী।
কুদেহ হইবে ধন্য জনম সফল, পরম পিরীতি রসে হইব বিকল।
পড়িয়া ধরণীতলে ভকতির ভরে, পুনঃপুনঃ প্রণতি করিব সকাতরে।

যদপিচ মম নাস্তি শ্রীলবৃন্দাবনীয়ে
মহিমনি মসমোর্দ্ধে হন্ত বিশ্বাসগন্ধঃ।
যদপিচ মম তস্মিন্নাস্তি বাসৈষনাঽপি।
প্রসরতু মম তাদৃশ্যেব বাণী তথাপি ॥ ১২০ ॥

টীকা—পরমপ্রেম-দৈন্যোদয়েন নিজসুতীব্র-বৃন্দাবন-বাসৈষণাং, বৃন্দাবন মহিমনি সুদৃঢ়ৈকাগ্রবিশ্বাসাদিকঞ্চ অতিতুচ্ছাতিতুচ্ছমবধার্য্য "স্ববসতিকথামাত্রেণ কৃপাপূরং" ইতি পঞ্চদশোত্তর-শতসংখ্যকশ্লোকোক্তবৃন্দাবনকারুণ্যং সংস্মরন্ তত্র সংবাসাকাঙ্ক্ষাময়বাক্যানাং স্ফুরণং প্রার্থয়তি। যথা—

যদপি মম বৃন্দাবনীয়ে মহিমনি (বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে) বিশ্বাসগন্ধঃ (প্রত্যয়স্য লেশঃ) ন অস্তি, যদপিচ তস্মিন্ (তদ্বৃন্দাবনে) বাসৈষণা (অবস্থানকামনাপি) নাস্তি (ন ভবতি); তথাপি মম তাদৃশী বাণী (তত্র বাসেচ্ছাময়ী বাক্যপ্রার্থনেতি যাবৎ) প্রসরতু (মম জিহ্বায়াং) স্ফুরতু, সততং মদ্রসনা বদতু, ইতি পরঃ ॥

আভাস—বৃন্দাবন নিষ্ঠার প্রকর্ষসম্ভূত প্রবল প্রেমদৈন্যোদয়ে মনে হইল "বস্তুর গুণ বুদ্ধিকে অপেক্ষা করে না" ইহা জড়বস্তু সম্বন্ধীয় কথা। চিন্ময় বস্তু সর্ব্বদাই ভাবানুযায়ী ফলপ্রদান করেন। আমার বিতর্ক কলুষিত চিত্তে বৃন্দাবনের অসমোর্দ্ধ মহিমায় স্থির বিশ্বাস নাই, এবং বৃন্দাবনবাসের বাসনাও সুতীব্রা নহে! নহিলে তত্ত্বমগাফলাবগতির পরেও ৺বাবানসাধামে বসিয়া থাকিব কেন? হায়! আমার গতি কি হইবে? একমাত্র ভরসা এই যে বৃন্দাবনবাসী হইবার বাসনা বাক্যে প্রকাশ করিলেই বৃন্দাবনের কৃপা হয় (১১৫ নং শ্লোক দেখুন) অতএব ভক্তগণ কৃপাশীর্ব্বাদ করুন যেন সতত আমার মুখ হইতে ঐরূপ প্রার্থনা বাহির হইয়া আমার বৃন্দাবন লাভ ঘটে।

পদ্যানুবাদ—

শ্রীলবৃন্দাবনে বিলসিত সুমহিমা, লোক বেদাতীত অপরূপ অনুপমা।
যা হতে অধিক কিবা যাহার সমান, মহিমা মনেও নাহি হয় অনুমান।
ভূমি বারিতরুলতা থিরচর যত, সকলি পরম ভূম মহিমা ভূষিত।
হায়রে আমার ভুরদশার কিবল, হলেও নাহিক মোর বিশ্বাস সবল।
হেন মহা ধামেতেও বাসের বাসনা, অবাধিত রূপে মোর মনে উপজেনা।
কি গভীর দুঃখ হায়! কি ভীষণ দশা! কি মহান্ অধোগতি! কি ঘোর নিরাশা!
করুণা করহ সবে তবুও আমার—বাণী বৃন্দাবন কথা করুক বিথার।

অচৈতন্যপ্রায়ং জগদিদমহো সর্ব্ববিদপি
প্রথীয়ঃ শ্রীবৃন্দাবন মহিমাবীথি-জড়মতিঃ।
অহো ভ্রাম্যদ্দৃষ্ট্যা বিবিধসদসদ্ বস্তু সু তথা
ন পূর্ণং তস্যৈব ধ্রুবমিহ নিষেবে পদরজঃ॥ ১২১।

টীকা—যন্মহিমনি তব বিশ্বাসাভাবঃ, যত্র বাসৈষণা চ নাস্তি; বৃন্দাবনাশ্রয়ার্থং কথং প্রার্থয়সি? এতদুত্তরমাহ।—

অহো! ইদং জগৎ (জগজ্জন ইত্যর্থঃ) অচৈতন্যপ্রায়ং (আধিবে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য চরণাশ্রয়-সৌভাগ্যশূন্যং) তেন সর্ব্ববিদপি (সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞো প্রথীয়ঃ (বিস্তৃতঃ) শ্রীবৃন্দাবনস্য মহিমবীথিসু (মাহাত্ম্য-শ্রেণীষু) জড়মা (অপ্রবিষ্টবুদ্ধিঃ মূর্খঃ ইতি যাবৎ); সঙ্গদোষাৎ মমৈব তদবস্থে শেষঃ। অহো! (দুর্ভাগ্যং!) তথা (তাদৃশাচরণেন) বিবিধসদসৎবস্তু (মায়াবাদমতাদের্নির্দ্দিষ্টসাধনমার্গেষু) দৃষ্ট্যা (দৃষ্টিদানাৎ) ভ্রমাৎ (বিঘূর্ণ ইহ (এতজ্জন্মনি) ধ্রুবং (নিশ্চিতং) ন পূর্ণং (পূর্ণমনোরথং ন স্যাৎ) অত তস্য পদস্য (তদ্বৃন্দাবনধাম্ন) এব (কেবলং) রজো নিষেবে (ধূলীকণং সেবয়া "আরাধ্যভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ তদ্ধাম বৃন্দাবনং" ইতি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রস্য মতানুসা সর্ব্ববাঞ্ছিতসাধকবৃন্দাবনরজঃ সেবয়িষ্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ।

আভাস—যাহার মাহমায় তোমার কার্য্যকরি বিশ্বাসের অভাব যদাশ্রয়ের দুর্নিবার লালসা নাই বলিতেছ সেই বৃন্দাবন নিষেবনার্থ ব্যাকুল কে এই শ্লোকে ইহারই উত্তর যথা—এজগতের অধিকাংশ মনুষ্যের ন্যায় আ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের করুণা বিনা অচৈতন্যবৎ মায়াভিভূত ছিলাম, এক্ষণে জগন্মঙ্গ তার সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রয়ে মোহনিদ্রা গিয়াছে, উত্তরোত্তর বুঝিতেছি বৃন্দাবন নিষেবন বিনা গত্যন্তর নাই।

পদ্যানুবাদ—এজগত বাসী বহুজন, চৈতন্য বিহনে অচেতন।
সর্ব্ববিদ্ বলি যার খ্যাতি, তারো মায়ামোহ পরিণতি!!
বৃন্দাবন-মহিমা-বীথিতে জড়মতি; না পারে চলিতে।
বহুবিধ ভালমন্দ পথে, চিরদিন ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
মনোরথ পূরিলনা হায়! এইবার পঁহুর কৃপায়
নিষেবণ করি বৃন্দাবন, সফলিব জনমজীবন॥

হা বৃন্দাবন ! হা মহারসময়-প্রেমৈক সম্পন্নিধে !
হা রাধা-রতিনাগর-স্মরকলা-সাক্ষিন্ ! মদেকপ্রিয় ! !
হা রাসেশ্বর ! বিশ্বমূর্চ্ছন ! লতাবল্লীখগাদ্যদ্ভুত !
শ্রীমন্ ! হা প্রকৃতেঃ পরাদপি পর ! ত্বং মে গতি স্ত্বং গতিঃ১২২

টীকা—উত্তাল-প্রেমতরঙ্গ-বেগেন, দৈন্যোত্থ-বিচার-বিবর্জিতঃ সন্ সর্ব্বগুভদা-ব্যর্থবৃন্দাবনকৃপাপ্রাপ্ত্যর্থং, প্রবলাতুল-লালসোদয়াৎ তচ্ছরণাগতিং প্রার্থয়তি। যথা—

হা বৃন্দাবন ! (প্রাণভৃৎবৃন্দস্যাশ্রয় !) হা রসময়-প্রেমৈক-সম্পদাং নিধে ! (পরমানুরাগ-পূর্ণা যা প্রেম-সম্পদ্, তদেকভাণ্ডার-রূপিন্ !) হা রাধা-রতি নাগরস্য স্মরকলাসাক্ষিন্ ! শ্রীরাধায়াং অবিচলিতা প্রীতির্যস্য তথাভূতস্য নাগরস্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য কন্দর্পক্রীড়া-চাতুর্য্যানাং সাক্ষিন !); হা মদেকপ্রিয় ! (মমৈক-প্রীত্যাস্পদ !) হা রাসেশ্বর ! (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য পরমমহানন্দপ্রদ শ্রীরাস-লীলা-সুসম্পাদক ! নিজবিভুত্বপ্রকটনেন স্বল্পায়ত-স্থানে অসংখ্যগোপসুন্দরীণাং সম্মিলিতনৃত্যাদেঃ স্থান-সমাবেশেন লীলাসমাধানকারিন্ ! ইতি ভাবঃ) হা বিশ্বমূর্চ্ছন ! (জগন্মোহন !) লতাঃ (লতিকা) বল্লীঃ (ভূমঃ) খগাদয়ঃ (পক্ষ্যা-দয়ঃ) যত্র অদ্ভুতাঃ হে তথাভূত শ্রীমন্ ! (শোভাসম্পন্নিকেতনঃ); হে প্রকৃতেঃ পরাদপি পর ! (ব্রহ্মস্পৃষ্টেঃ পরাৎপর !) ত্বং মে (মম) গতিঃ (আশ্রয়ঃ) ত্বং গতিঃ (ত্বমেব গতীতি পরমোৎকণ্ঠয়া বীপ্সা); অনন্যাশ্রয়ং মাং আকৃষ্য স্বস্মিন্ চির-নিবাসং দেহি ইতি শেষঃ।

আভাস—ভাবান্তরাবেশে ভাবোদয় হইল—সর্ব্বদা অযোগ্যাধম বলিয়াই তো বৃন্দাবনের অবার্থ করুণাই আমার একমাত্র ভরসা; অতএব তৎপ্রার্থনে বিচার আনিলে চলিবে কেন? এই যে বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলাম বৃন্দাবনের কৃপাকর্ষণ ব্যতীত ইহাই বা সিদ্ধ হইবে কেন? প্রকৃতির পরাৎপর প্রেমধাম বৃন্দাবন অবশ্যই আত্মপ্রার্থনা পূর্ণ করিবেন তাহাতেই এশ্লোকে বৃন্দাবনের সকাতর শরণাগতিপ্রার্থনা।

পদ্যানুবাদ—

হা বৃন্দাবিপিন ! মহারসময় ! প্রেমসম্পদের পরমনিধি !
রাধামাধবের রতি কেলিকলা দরশনকারী সুচিরাবধি।
হা আমার সর্ব্বোত্তম প্রেমাধার রাস-রসলীলাভূমির স্বামি !
যে লীলাকলায় তালে গানে নাটে বিশ্ববিমোহিত; কিঙ্কর আমি।
অদ্ভুত তরুলতা পশুপাখী মধুকরাদিতে শোভিত অতি,
হা হা প্রকৃতির পরাদপি পর ! তুমি মোরগতি, তুমিই গতি।

নমোঽস্তু বৃন্দাবন-সুন্দরাভ্যাং
নমোঽস্তু বৃন্দাবন-বিভ্রমাভ্যাং।
নমোঽস্তু বৃন্দাবন-জীবনাভ্যাং
নমোঽস্তু বৃন্দাবন-নাগরাভ্যাং ॥ ১২৩ ॥

টীকা। বৃন্দাবনশরণাগতিসিদ্ধ্যর্থে বৃন্দাবনাধীশয়োঃ সুমঙ্গলাভীষ্টদং সকাতরবন্দনমাচরতি। যথা—

বৃন্দাবনসুন্দরাভ্যাং (বৃন্দাবনস্য সৌন্দর্য্যস্বরূপাভ্যাং) নমঃ অস্তু। বৃন্দাবন-বিভ্রমাভ্যাং (বৃন্দাবন-বিলাসে বিভ্রমো যয়ো স্তাভ্যাং) নমোঽস্তু। বৃন্দাবনজীবনাভ্যাং (বৃন্দাবনস্থস্থিরচরনরাণাং প্রাণরূপাভ্যাং) নমোঽস্তু। বৃন্দাবননাগরাভ্যাং (বৃন্দাবনে অপূর্ব্বাদ্ভুত-লীলা-বিলসিত-রসিকরসিকাভ্যাং) নমোঽস্তু। অসাধারণ-বিশেষণেন অত্র শ্লোকে "আজানুলম্বিতভুজৌ" ইত্যাদিশ্লোকাক্ষরেণ শ্রীগৌর-নিত্যানন্দয়ো র্ব্বন্দনবৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ প্রস্তুতঃ। শ্রীউজ্জ্বলনীলমনৌ বিভ্রমস্য লক্ষণং যথা—বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসংভ্রমাৎ বিভ্রমো হারমাল্যাদি ভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ।

আভাস—শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরে স্বকীয় একান্ত নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া বৃন্দাবন-শরণাগতি সিদ্ধির নিমিত্ত এই শ্লোকে যুগল বন্দনা। বৃন্দাবনকৃপা প্রাপ্তির ইহাই উপায়। (১) যে দুই জনা যাবতীয় সৌন্দর্য্যের সারাৎসার শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত সৌন্দর্য্যের নিদান। (২) যে প্রেমবিভ্রম প্রেমোৎকর্ষের ও রসমধুরিমার সীমা, জ্ঞানঘনতত্ত্বস্বরূপ হইয়াও বৃন্দাবনে যে দুই জনার সেই বিভ্রমময় প্রেমলীলা সদাই সুপ্রকটিত, (৩) যে দুজনা বৃন্দাবনস্থ স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্তের প্রাণ স্বরূপ, (৪) যে দুজনার বৃন্দাবনবস বৈবন্ধী নিখিল নাগর নাগরীর আরাধনীয় আমি তাহাদের বন্দনাকারি, ইহাই ভাবার্থ।

পদ্যানুবাদ—নমি অনিবার আমি সেই দুজনায়
'বৃন্দাবন সুন্দর' মধুরনামে প্রেমভরে, নরামর নিকরে যাদের গুণ গায়
নমি অনিবার আমি সেই দুজনায়
'বৃন্দাবন বিভ্রম' যে যুগলের রসময় সফল খেয়াতি বসুধায়
নমি অনিবার আমি সেই দুজনায়
'বৃন্দাবনজীবন' যাদের নাম অভিরাম, ভরসা ও সাহসের মধুমাখা যায়।
নমি অনিবার আমি সেই দুজনায়
বৃন্দাবন নাগরনাগরী রূপে যে মিথুন নিশিদিন বিলসিত মধুর লীলায়।

নমোঽস্তু বৃন্দাবন-সৎকৃপাভ্যাং
নমোঽস্তু বৃন্দাবনসদ্রসাভ্যাম্।
নমোঽস্তু বৃন্দাবনপূর্ণতাভ্যাং
নমোঽস্তু বৃন্দাবনগোচরাভ্যাম্। ১২৪ ॥

টীকা—দুর্ব্বারলালসা-পরবশঃ সন্ পূর্ব্বানুবৃত্তৌ অনেনাপি বৃন্দাবনে নিত্যবিলসিতৌ প্রেমমধুরমহাকরুণান্বিতৌ তদীশ্বরৌ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ স্তৌতি। যথা—

বৃন্দাবনে সতী (সদা বর্ত্তমানা) কৃপা যয়োঃ তাদৃশাভ্যাং নমোঽস্তু। বৃন্দাবনে সন্ (নিত্যবর্ত্তমানঃ) রসঃ (অনুরাগো, মাধুর্য্যাদিগুণাদয়ো বা) যয়োঃ তাদৃশাভ্যাং নমোঽস্তু। বৃন্দাবনে পূর্ণতা (রূপ-গুণ-লীলা লাবণ্য-বৈদগ্ধীকারুণ্যাদিনা পর্য্যাপ্তিঃ) যয়োঃ তথাভূতাভ্যাং নমোঽস্তু। বৃন্দাবন-গোচরাভ্যাং (বৃন্দাবনে সাক্ষাদ্দর্শনগোচরাভ্যাং নমোঽস্তু। অত্রাপি অসাধারণবিশেষণাৎ সর্ব্বত্রৈব শ্রীশ্রীরাধামাধবয়োর্ব্বন্দনং। পূর্ণপ্রকটিত-কারুণ্যপূর্ণ পরমপ্রেমরস-বিলসিত-শ্রীশ্রীরাধাব্রজেন্দ্রনন্দনয়োঃ সাক্ষাৎ সন্দর্শনং বৃন্দাবনেতরে কুত্রাপি ন লভনীয়েতি' শ্লোকস্য ধ্বন্যর্থঃ।

আভাস—স্বকীয় প্রাণপ্রেষ্ঠযুগলকে কোন্ সুধাময় নামে ডাকিলে মনের সাধ মিটিবে প্রেমাতিশয্যে তন্নিরূপণে অপারগ হইয়া এই শ্লোকেও পূর্ব্বশ্লোকবৎ অসাধারণ বিশেষণ দ্বারা সোল্লাসে বন্দনা করিয়াছেন। শ্লোকের ধ্বন্যর্থ এই যে, স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত প্রেম দান এবং শ্রীরাসাদি রসলীলা, যুগলোজ্জলরূপ-রসের পূর্ণপ্রকটন, অধিক কি অদ্যাবধি তদবস্থায় ভক্তবিশেষকে দর্শন দান, রাধামাধব কেবল বৃন্দাবনেই করেন।

পদ্যানুবাদ—

বৃন্দাবন যাহাদের, সুকরুণানিকরের, পরমানুপম মহাললিত ভাণ্ডার,
বৃন্দাবন যাহাদের, পরতর সুরসের, চারুলীলা বিলাসের মহাপারাবার।
যাহারা শ্রীবৃন্দাবনে, রূপে, রসে লীলাগুণে, নিরবধি পূরিত ও সুখে বিহরিত
বৃন্দাবনে যে দুজন, নয়ন গোচর হন, যুগল রূপেতে যাহা সব লোকাতীত।
বৃন্দাবনে যে দুজনা মূর্ত্তিমান সুকরুণা, যে দুজনা পরাবধি রসের স্বরূপ।
যাবতীয় পূর্ণতার, অপার পরমাধার, বৃন্দাবনে বিলসিত যে যুগলরূপ।
যাহাদের করুণায় বৃন্দাবন লাভ হয়! যাহাদের দরশন মিলেরে তথায়
ভূমে পড়ি দিবা নিশি, নয়নের জলে ভাসি, প্রণমি সে দোঁহাকার চরণে সদায়।

বৃন্দারণ্যোত্তমং নাস্তি, নাস্তি মত্তোঽধমং ক্বচিৎ।
রাধানাম্নঃ প্রভাবেণ যদি স্যান্মেলনং তয়োঃ। ১২৫ ॥

টীকা—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য বাসনানুসারতঃ ভগবতীপৌর্ণমাস্যাদিভিঃ—বৃন্দাবনাধীশ্বরীত্বে শ্রীরাধায়াঃ অভিষেক-স্ফুরণাৎ অনেন বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্বরাষ্ট্রে তন্নামমহিম্না মমাধমস্য সংবাসবাসনাসিদ্ধিরবশ্যমেব ভবিষ্যতি, ইতি রাধানামাশ্রয়-কর্ত্তব্যতামাহ,—

বৃন্দারণ্যাৎ উত্তমং (বৃন্দাবনাদুত্তমাশ্রয়পদং ইত্যর্থঃ) নাস্তি (জগতি ন বর্ত্ততে); পক্ষান্তরে মত্তঃ (মামপেক্ষ্য) অধমঃ (হীনঃ) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) নাস্তি, যদি রাধানাম্নঃ প্রভাবেণ (মহিম্না) যদি তয়োঃ (বৃন্দারণ্যাধময়োঃ) মেলনং (সঙ্গঃ) স্যাৎ। নতুবা এবংভূতয়োঃ সর্ব্বোত্তমসর্ব্বাধময়োঃ সংযোগঃ (মম বৃন্দাবনসংবাসে-ত্যর্থঃ) সংঘটনস্য উপায়ান্তরং নাস্তি।

আভাস—প্রেমের বিবর্ত্তনে পুনরায় দৈন্যোপজাত হওয়ায় মনে হইতে লাগিল—প্রেমধাম শ্রীবৃন্দাবন হইতে উত্তম বস্তু এবং আমা হইতে অধম জীব কোনও জগতে কোথাও নাই। উত্তমে অধমে তো সম্মিলন হয় না! অপরিসীম নিজ করুণায় শ্রীবৃন্দাবন যদি বা প্রাপঞ্চিক আকারে আমাকে দর্শন দেন, কখনই স্বকীয় ক্রোড়ে চিরবাস প্রদান করিবেন না।

বৃন্দাবন শ্রীরাধারাণীর রাজ্য * তাঁহার প্রত্যক্ষ কৃপা ব্যতীত, যুগলের পরোক্ষ বন্দনেও আমার আশা পূর্ণ হইবে না। হায় রে! কি উপায় হইবে? ভাবনায় মনে পড়িল ভগবত্তত্ত্বে নামনামী অভেদাত্মক,অতএব পরম মঙ্গল শ্রীরাধানামাশ্রয়ই আমার একমাত্র গতি আর কোনও উপায় নাই; ইহাই শ্লোকের সার।

পদ্যানুবাদ—

অধমের সহ সর্ব্বোত্তমের মিলন, কিছুতেই কোথাও না হয় কদাচন।
বৃন্দাবন নিখিল ধামের পরতম, জগত মাঝারে আমি মহাহীনাধম।
মোর আশা অবিচল বাস বৃন্দাবনে, হায় রে? এ অঘটন ঘটিবে কেমনে?
কিছুই উপায় হায়! নাহি দেখি আর, কেবল শ্রীরাধানাম ভরসা আমার।
অহো রাধানাম, তব সুবিমল যশে, মোহোতে কলঙ্ক কালি যেন না পরশে।
হা রাধে! তোমার মহামঙ্গল শ্রীনাম, নিজগুণে জয়যুত রহু অবিরাম।

* শ্রীপাদরূপগোস্বামী কৃত দানকেলীকৌমুদীগ্রন্থে শ্রীরাধার রাজ্যাভিষেক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সকৃন্নামৈকমঙ্গলম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যানন্তশক্তির্মুখে বিজয়তাং মম। ১২৬ ॥

টীকা—'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ সেবনোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদ্য' ইতি শাস্ত্রসিদ্ধান্তস্ফুরণাৎ দৈন্যার্ত্তিসঙ্কুলঃ স্ববদনে পরমমহামঙ্গলশ্রীরাধানামাত্মাবির্ভাবং প্রার্থয়তি। যথা—

শ্রীমত্যাঃ (সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পদাঞ্চিতায়াঃ) বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ (বৃন্দাবনে কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমধিকারিণ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ ইত্যর্থঃ) সর্ব্বেভ্যো আশ্চর্য্যেভ্যঃ অদ্ভুতা; অনন্তা (অনবধিপ্রাপ্তা) শক্তিঃ (পরাক্রমঃ) যস্য এতাদৃশং, একমঙ্গলং (অদ্বিতীয়মঙ্গলরূপং) নাম (শ্রীরাধেতি নাম ইত্যর্থঃ) সকৃৎ (বারমেকং) মম মুখে বিজয়তাং (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্) প্রেম-ম্রক্ষিত পূত স্বরে সদা সুস্পষ্টোচ্চারিতং যাতু ইতি তাৎপর্য্যঃ।

আভাস—শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত রূপাদির ন্যায় শ্রীনামও প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য জড়বস্তু নহেন। সেবনোন্মুখ রসনাদিতে স্বয়ং কৃপা করিয়া প্রাদুর্ভূত না হইলে শ্রীনামের অমৃতাস্বাদ ও তজ্জনিত পরমানন্দলাভ ঘটে না। টীকাধৃত অতো শ্রীকৃষ্ণাদ্য শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য। নামাভাসে ও শ্রীনামে ইহাই প্রভেদ। অনন্তাদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন শ্রীনাম একবার মুখে উচ্চারিত হইলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয় এবং আর উহা জীবে ছাড়িতে পারে না। তাহাতেই এ শ্লোকে একটিবার বদনে সর্ব্বাশ্চর্য্যানন্ত শক্তিময় সর্ব্বমঙ্গল সুমধুর শ্রীরাধানামের আগমন প্রার্থনা।

পদ্যানুবাদ—

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারাণীর শ্রীনাম, পরম মঙ্গলময় মহাগুণধাম।
যে নামে সকল আশা, লালসা পূরয়—
বারেক রসনাদিতে হইলে উদয় রে, বাধা বিপদের নাশ সর্ব্ব শুভোদয়।
মোর বিমলিন মুখে, হেন নাম-সুধা রে প্রবাহিত হইবার ভরসা কোথায়?
সকলে করুণা কর, বিজয় হউক রে বারেক শ্রীরাধানাম মোর রসনায়।

ইতি শ্রীপ্রথমশতকম্।